র বী ন্দ্র বী ক্ষা

র বী ন্দ্র বী ক্ষা

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

সংখ্যা ৩১

বিশ্বভারতী

শা ন্তি নি কে ত ন

বিজ্ঞপ্তি

রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রযুগ -বিষয়ে ভবনে যে-কাজ চলছে তার ধারার সঙ্গে পাঠককে যুক্ত করার উদ্দেশ্য নিয়ে রবীন্দ্রভবন তথা রবীন্দ্রচর্চা-প্রকল্পের প্রযত্নে যাণ্মাসিক সংকলন -রূপে রবীন্দ্রবীক্ষা প্রকাশিত হল। পত্রিকার বিষয়বস্তু হিসেবে থাকবে :

* রবীন্দ্রনাথের ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা অপ্রকাশিত বাংলা ইংরেজি চিঠিপত্র ও অন্যান্য বিশিষ্ট চিঠিপত্র ও রচনা।
* শান্তিনিকেতন রবীন্দ্রভবনে সংগৃহীত ও সংরক্ষিত যাবতীয় রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপির বা রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত পাণ্ডুলিপির অপ্রচারিত বা বিরলপ্রচারিত সূচি, বিবরণ ও পাঠ।
* রবীন্দ্রভবন-সংগ্রহের অন্যান্য বস্তুর তালিকা ও বিবরণ। যেমন :
  ক. রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্রাবলি।
  খ. রবীন্দ্র-প্রতিকৃতি ও রবীন্দ্র-প্রাসঙ্গিক চিত্রাবলি।
* দেশে বিদেশে নানা প্রতিষ্ঠানের তথা ব্যক্তির সংগ্রহে যে-সব রবীন্দ্র পাণ্ডুলিপি বা রবীন্দ্রনাথ-প্রাসঙ্গিক বিষয় সঞ্চিত, তার তালিকা, বিবরণ ও চিত্র।
* নানা উপলক্ষে রবীন্দ্র-সংবর্ধনা এবং রবীন্দ্রনাথের বক্তৃতাপাঠ তথা অলিখিত ভাষণ-প্রতিভাষণ— এ-সবের বিবরণ, শ্রুতিলিখন, স্মৃতিলিখন।
* রবীন্দ্রনাথ-প্রযোজিত অভিনীত নাটক নৃত্যনাট্য গীতিনাট্য ঋতু-উৎসব ও অন্যান্য অনুষ্ঠান-সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য ও নির্ভরযোগ্য সমকালীন বিবরণ।
* রবীন্দ্র-পরিবার বান্ধবগোষ্ঠী ও যুগ এ-সবের পরিচায়ক যা-কিছু নিদর্শন তার যথাযথ বিচার বিবরণ ও তালিকা।
* রবীন্দ্রনাথ-সম্পর্কিত গ্রন্থ তালিকা ও রচনার সূচি।
* রবীন্দ্রনাথ ও রবীন্দ্রভবন-বিষয়ক বিবিধ প্রসঙ্গ।

রবীন্দ্রবীক্ষার প্রচারে দেশ-বিদেশের সকল রবীন্দ্রানুরাগী সুধীজনের দৃষ্টি সহানুভূতি ও সহযোগিতা প্রার্থনীয়।

দিলীপকুমার সিংহ
উপাচার্য
বিশ্বভারতী

শান্তিনিকেতন
২২ শ্রাবণ ১৪০৪

বিষয়-সূচী

প্রচ্ছদ : রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত উপবিষ্টা নারীমূর্তি। কালি-কলমের রেখাঙ্কন। অঙ্কনকাল : আনুমানিক ১৯২৮-১৯২৯ খ্রিস্টাব্দ। ১৪.৮ × ১৮.৫ সেন্টিমিটার। ছবির নীচে ইংরেজিতে স্বাক্ষর এবং নীচে বাঁদিকের কোণে বাংলা হরফে 'রঠ' অবলম্বনে নক্‌শা। রবীন্দ্রভবন পরিগ্রহণ সংখ্যা ০০.৩৩৬৪.১৬

দুই বোন

পূর্বপাঠ ও পাঠান্তর

পাঠনির্দেশের জন্য ব্যবহৃত চিহ্ন :

১. কেটে দেওয়া পাঠ: লাইনের মাঝবরাবর রেখা টেনে কাটা।

২. বাক্যের মাথার ওপর লিখে (সংশোধিত এবং সংযোজিত) তোলাপাঠ:↑..↑

৩. তোলাপাঠের মাঝখানে কেটে দেওয়া অংশ:↑—↑ যেমন,
↑সেটা ~~বের করে দেবার ভার স্ত্রীর পরে~~ পুনরাবিষ্কার করবার ভার স্ত্রীর পরে।↑

৪. পড়া যাচ্ছে না এমন কেটে দেওয়া পাঠ: (x...x)।

৫. তোলা পাঠের মাঝখানে কেটে দেওয়ার ফলে পড়া যাচ্ছে না এমন পাঠ: ↑(x...x)↑।

৬. কেটে দেওয়া অংশের মাঝখানে তোলাপাঠ থাকলে সেক্ষেত্রে একই সঙ্গে তোলাপাঠের চিহ্ন ও কেটে দেওয়ার চিহ্ন ব্যবহৃত হয়েছে। যেমন,
↑ ~~বিশ্রামের অভাব নিয়ে অভিযোগ, ইত্যাদি শ্রেণীর~~ (x...x)↑।

৭. তোলাপাঠ আকারে লিখিত বাক্য বা বাক্যাংশের মাঝখানে পুনরায় তোলাপাঠ থাকলে * চিহ্ন দিয়ে পাদটীকায় উল্লেখ করা হয়েছে।

৮. দীর্ঘ কেটে দেওয়া পাঠের ক্ষেত্রে ঐ অংশটি লেখার সময় মাঝখানে এক বা একাধিক কেটে দেওয়া শব্দ থাকলে সেগুলির আগে ও পরে 'x' দেওয়া হয়েছে। যেমন,

~~এতদিন শর্মিলা xএতদিনx —↑একথা↑ —তাকে জানায়নি,~~

৯. একটিমাত্র কেটে দেওয়া অক্ষর যা পড়া যায়নি বোঝাতে : (x)।

১০. খাতার বাঁদিকের খালি পাতায় লিখে ডানপাতায় মূল রচনাংশের সঙ্গে সংযোজিত বোঝাতে, সংযোজিত অংশের সূচনায় ও শেষে < চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

'দুই বোন' : প্রথম খসড়া

মেয়েরা দুই জাতের, কোন কোন পণ্ডিতের কাছে এমন কথা শুনেছি,[১] এক জাত প্রধানত মা, আর ↑এক↑ জাত প্রধানত[২] প্রিয়া।[৩] ঋতুর সঙ্গে যদি তুলনা করা যায় মা হলেন বর্ষা ঋতু,—জল দান করেন, ফল দান করেন, নিবারণ করেন তাপ, ~~স্নিগ্ধ শ্যামল তিনি~~, ঊর্দ্ধলোক থেকে আপনাকে দেন বিগলিত করে। ↑দূর করেন শুষ্কতা, ভরিয়ে দেন অভাব।↑[৪] আর প্রিয়া বসন্ত ঋতু ; ~~বড়ো~~ গভীর তার↑রহস্য,↑ ~~আশ্চর্য্য~~↑ প্রবল↑[৫] তার ~~ইন্দ্রজাল~~, ↑মায়ামন্ত্র↑[৬] তার চাঞ্চল্য রক্তে (x...x) ↑তোলে তরঙ্গ, পৌঁছয় চিত্তের সেই[৭] মণিকোঠায়↑ ~~যেখানে বীণার~~ ↑~~সোনার তার~~[৮] যেখানে[৯] বীণায় সোনার তারটি[৯]↑ রয়েছে নীরবে, ~~গোপনে~~, ঝঙ্কারের অপেক্ষায় ; যে ঝঙ্কারে ~~প্রকাশিত হয়~~ ↑বেজে বেজে ওঠে সর্ব্ব[১০] দেহে মনে↑ অনির্ব্বচনীয়ের বাণী।[১১]

শশাঙ্কের স্ত্রী[১২] শর্ম্মিলার ~~ছিল~~ সেই মায়ের ~~জাতীয়~~ ↑জাত↑[১২]। <বড়ো বড়ো দুই[১৩] চোখ[১৪], জলভরা[১৫] মেঘের মতো ~~তার~~ ↑নধর↑ ~~শ্যামল~~ দেহটি[১৬] স্নিগ্ধ শ্যামল ; ~~তার~~ ↑সিঁথিতে মোটা[১৭] সিঁদূরের[১৮] রেখা,[১৯]↑ দুই হাতে মকরমুখো সোনার[২০] মোটা[২১] বালা— তার ভাষা শোভার ভাষা নয়, ~~সেবার ভাষা~~, শুভ কামনার[২৩] ভাষা।<

স্বামীর জীবনযাত্রায়[২৪] এমন লেশমাত্র[২৫] স্থান[২৬] ~~ছিল না~~ ↑নেই↑ [২৭]যা তার সতর্ক অধিকারের বাইরে।[২৭] [২৮]স্বামী ~~ছিল~~ অসাবধান, অন্যমনস্ক,[২৮] [২৯]সকল বিষয়েই ↑অকাতরে↑ নিজের ক্ষতি করাই ~~যেন~~ তার স্বভাব ; স্বামীর শৈথিল্য ~~এবং~~ ↑~~তার~~ স্বামীর↑ আত্মবিস্মৃতিই শর্ম্মিলার ~~স্নেহ~~ (x...x) ~~টেনে তাকে~~ ↑~~গভীর~~ স্নেহকে টেনে আনে* কূল ছাপিয়ে, স্বামীকে↑ সকল রকম সঙ্কট থেকে বাঁচিয়ে রাখাতেই তার↑দিনরাত্রির↑ আনন্দ। ↑~~স্বামীকে~~↑ মুখে[২৯]বলে "[৩০]আর পারিনে,[৩০] তোমার কি কিছুতেই শিক্ষা হবে না,"—যদি ↑দৈবক্রমে↑[৩১] শিক্ষা হোত তবে[৩২] শর্ম্মিলার দিন ~~কাটত না~~ (x...x) ↑গুলো[৩৩] হোত↑ বিনা চাষকরা পোড়ো ফসলের ক্ষেত। ~~হয়ে থাকত~~।[৩৩]

[৩৪] [৩৫]শশাঙ্ক শিবপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়ার, —ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারী পদ পাকা হবার মুখে ঘটল বাধা। নিজের যোগ্যতা ডিঙিয়ে যে ↑লোকটা↑ তার আসনে এসে বসল, সে ইংরেজ, তার ছিল সম্পর্ক ও সুপারিশের জোর। ↑শশাঙ্কর↑ মনটা খারাপ হয়ে গেল,[৩৫] স্ত্রীকে[৩৬] জানালো না।[৩৭]

[৩৮]শর্ম্মিলা ~~বললে, তোমার এটুকু জানল~~ ↑বুঝেছে↑ কী একটা ~~কথা~~ ↑কাঁটা↑ তার সংসারে লুকিয়ে থেকে ব্যথা দিচ্চে। স্বামীকে ~~নিজে~~ কিছু প্রশ্ন ~~করলে না~~ ↑না করে,↑ বাইরে থেকে ~~নিলে~~ খবর ↑নিলে↑। জ্বলে উঠল ~~তার~~ বুকের মধ্যে আগুন, শশাঙ্ককে বল্লে, এখনি কাজে জবাব ~~চাই~~ দাও।[৩৮]

[৩৯]শশাঙ্ক সে কথা ভেবেচে। ~~কিন্তু~~ ↑তা হোক,↑ কাজে জবাব দেবার মতো অবস্থা

তার নয়।[৩৯] [৪০]ধনীর মেয়েকে যখন সে বিবাহ করেছিল শ্বশুর ছিলেন নিশ্চিন্ত, ভেবেছিলেন এ মেয়ের গতি হোলো। শশাঙ্কর ঘরে এসে অবধি শর্ম্মিলার কোনোদিন কোনো অভাব ঘটেনি, স্বামীর ~~ভার~~ সমস্ত উপার্জ্জন এসে পৌঁছত তারি হাতে। তারপরে কোনো প্রয়োজন হলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ↑ফিরে↑ ভিক্ষা না মেগে ~~শশাঙ্কর~~ ↑তার↑ উপায় ছিল না, দাবী ↑যদি↑ অসঙ্গত হোত ফিরতে হোত শূন্য হাতে। বড়ো মানুষের মেয়ে, ধনে তার আসক্তি ছিল না, শ্রদ্ধা ছিল, অপব্যয় সে সইতে পারত না।[৪০]

[৪১]শশাঙ্ক বল্‌লে, তোমার কষ্ট হবে।— শর্ম্মিলা বল্‌লে, তার চেয়ে বেশি কষ্ট হবে ~~যদি তুমি~~ অবিচার ~~সহ্য করো।~~ মাথা হেঁট করে নিলে।[৪১]

[৪২]শশাঙ্ক চুপ করে লাগ্‌ল ভাবতে—শেষ কালে বল্‌লে, একটা যে কিছু কাজ করা চাই।[৪২]

[৪৩]শর্ম্মিলার এক সুদূর সম্পর্কের ভগিনীপতি মথুর সরকার কলকাতার একজন বড়ো কন্ট্রাক্টর। ~~শর্ম্মিলার স্বামীকে~~ ↑শর্ম্মিলা স্বামীকে↑ অনুরোধ ~~করলে~~, ↑করলে↑ তার সঙ্গে ভাগে কাজ ~~করবে~~ করতে।[৪৩]

[৪৪]শশাঙ্ক বিজ্ঞের মতো বল্‌লে, "উপযুক্ত পরিমাণ টাকা না দিতে পারলে ভাগ সমান হবে না। ~~এইটের অভাব আছে।~~ এপক্ষে ~~টাকার~~ ধনের বাটখারায় কমতি, ↑আর সব ঠিক।"[৪৪]

[৪৫]শর্ম্মিলা বললে, ~~কিছু অভাব~~ ↑"এপক্ষে কোনো কিছুতে কমতি↑ নেই। আমার নামে ইনসিওরেন্সের (x) টাকা বাবা রেখে গেছেন, ~~সেটা (x...x) ব্যবসায়ে জমা দিলে~~ সরিকের কাছে ↑~~তোমাকে~~↑ খাটো হতে হবে না।"[৪৫]

"সে কি হয়, ওটাকা যে তোমার" বলে শশাঙ্ক উঠে পড়ল। বাইরে লোক বসে আছে।[৪৬] শর্ম্মিলা [৪৭]তাকে চেপে ধরে[৪৭] বসিয়ে বল্‌ল, "আমিও যে তোমারি।"[৪৮]

[৪৯,৫০]~~আর~~ বেশি তর্ক না করে মথুরকে শর্ম্মিলা নিজে আন্‌লে ডাকিয়ে। টাকাটা ছিল বড়ো অঙ্কের, সুতরাং কথা হোলো সংক্ষিপ্ত। লেখাপড়া পাকা হতে সময় লাগল না।[৫০]

[৫১]ব্যবসা চল্‌ল বেগে। [৫২]~~শঙ্ক~~ শশাঙ্কের ঢিলেমি ↑হঠাৎ↑ একেবারে গেল ঘুচে। ↑মাথায়↑ সোলার টুপি, ~~মাথায় চাপিয়ে আস্তিন গুটিয়ে~~ ↑হাতের আস্তিন গোটানো,↑ দিনরাত ↑সে↑ লেগে গেল কাজে। যতশীঘ্র পারে স্ত্রীর টাকা শোধ করা চাই। শর্ম্মিলা হাতে ধরে বলে,[৫২] বাড়াবাড়ি কোরো না, শরীর যাবে ভেঙে।

[৫৩]আগেকার দিন হলে ~~স্ত্রীর কথা~~ ↑কথাটা↑ মানত।[৫৩, ৫৪] এখন শরীর নিয়ে উদ্বেগ, ~~আরাম নিয়ে আয়োজন~~ (x...x) ↑বিশ্রামের অভাব নিয়ে ~~অভিযোগ~~ আক্ষেপ* আরামের খুঁটিনাটি নিয়ে ব্যস্ততা ইত্যাদি শ্রেণীয় দাম্পত্য[৫৫] উৎকণ্ঠা↑ [৫৬]সংক্ষেপে উড়িয়ে দিয়ে[৫৬] সকাল বেলা সেকেণ্ড হ্যাণ্ড ফোর্ডে বসে[৫৭] বেরিয়ে পড়ে, বেলা দুটোর[৫৮] সময় ঘরে ফিরে এসে বকুনি খায় এবং আর আর খাওয়া[৫৯] দ্রুত হাত চালিয়ে শেষ করে।

---

* তোলাপাঠের মধ্যে তোলাপাঠ

[৬০]যে দায়িত্ব সে নিয়েচে সেখানে শর্ম্মিলার শাসন আর চলে না। তাতে শর্ম্মিলা একটু কষ্টও পায় আবার গর্ব্বও বোধ করে।[৬০]

[৬১]যতই ব্যবসা এগিয়ে চলল, ব্যাঙ্কে টাকা লাগল জমতে, ততই শশাঙ্ক রোদে পোড়া খটখটে হয়ে উঠল, যেমন খাটো আঁট কাপড়, তেমনি খাটো আঁট অবকাশ। কিছুতে আর গড়িমসি নেই, চালচলন দ্রুত, কথাবার্তা সংক্ষিপ্ত। শর্ম্মিলা চেষ্টা করে, তার সঙ্গে তাল রেখে সেবা করতে হাত চালিয়ে কাপড় চোপড় গুছিয়ে গাছিয়ে দেয়, খাবার ↑সর্ব্বদাই↑ থাকে তৈরি, ধাঁ করে এগিয়ে আনে ;— ~~আজকাল~~ ↑একটা ছোট টিনের বাক্সে সঙ্গে দেয়, শুক্‌নো মাংস, রুটি মাখন ;↑ জামার পকেটে কিছু টাকা রাখতে হয়, আগে ছিলই না সে বালাই। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে ~~হয়েচে~~ ↑হোলো,↑ জরুরি টেলিগ্রামের ভাষার মতো। শর্ম্মিলার যে সেবা ছিল শ্রাবণের বাদল, সেটা এসে ঠেকেচে শরতের ~~দুচার~~ ↑লম্বা ফাঁকওয়ালা খণ্ড খণ্ড বৃষ্টির↑ পসলায়। মনের ভিতরটায় (x...x) ↑থেকে থেকে↑ যেন হায় হায় করে, শশাঙ্ক ↑নাগাল দিচ্চে না,↑ দেখ্‌তে দেখ্‌তে (x...x) ↑ও সে↑ মজবুৎ হয়ে উঠ্‌ল কিছু ~~অধিক~~ ↑বাহুল্য↑ পরিমাণে ;— শর্ম্মিলার উপরে তার প্রয়োজনের দাবী গেল কমে। ~~তার উপরে~~ ↑তা ছাড়া↑ আর একটা ব্যথা লাগচে ওর মনে, ওর সেই টাকাটা প্রায় এসেচে শোধ হয়ে।—এতই কি তাড়া ছিল ও তা বুঝতে পারেনা। এই টাকাটা খাটাক্ না, এটা তো আমার টাকা নয়, এ যে আমাদের টাকা। ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারেনা বুঝি, খানিকটা তফাৎ রেখে দেয়, সেইখানে ওদের গর্ব্ব।[৬১,৬২]চাকরির জাল কাটিয়ে শশাঙ্ক স্বাধীন হোলো, তাই বলে কি সেবার জালও কাটিয়ে বেরিয়ে আসবে। এক এক সময়ে মনে হয় ~~তখন~~ ↑আজকাল ওকে↑ যত্ন করতে গেলে ও যেন ↑ভিতরে ভিতরে↑ অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে।[৬২] [৬৩]লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক এবার নিজেদের একটা বাড়ি খাড়া করেচে, ভবানীপুরে ~~র দিকে~~। শশাঙ্কের দিকে ↑শর্ম্মিলার↑ কাজের ধারা যতটা কম পড়েচে সেটা পড়ল গিয়ে বাড়িটার উপরে। গোছানো গাছানো সাজানো গোজানোর ~~আর~~ অন্ত নেই। দিনরাত ধোওয়া মাজার চোটে হাঁপিয়ে উঠল তার দুজন বেহারা। ~~শোবার ঘরে~~ বৈঠকখানা ঘরে শশাঙ্ক প্রায়ই থাকেনা, কিন্তু তাকে উদ্দেশ করে ঐ ঘরটাতে সিল্কের মখমলের কুশন তৈরি হচ্চে, ফুলদানিও একটা আধটা নয়, টেবিলে টিপায়ে নানা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে শশাঙ্ককে কোনোদিন ~~নিজের~~ দেখাই যায় না দিনের বেলায় ; কেননা ~~নিজের কাজের হপ্তাটাতে~~ ↑তার সপ্তাহগুলোতে↑ রবিবারটার ↑বেমালুম সাদৃশ্য↑ সোমবারেরই ~~সগোত্র~~ ↑সঙ্গে↑। তবু দিনে আরাম করবার সোফা ~~যত্ন করে~~ ↑সযত্নে সজ্জিত, ~~আলনায় মালা থাকে তৈরি~~ পানের বাটাতে আগেকার মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাৎলা ↑সিল্কের↑ পাঞ্জাবী, যত্নে কোঁচানো ধুতি, সন্ধ্যার আগে থাকতেই ধূপদানিতে ধূপ ~~জ্বালানো হয়।~~ ↑জ্বলে।↑ আপিস ঘরটাতে হস্তক্ষেপ শক্ত কাজ, তা নিয়ে মাঝে মাঝে ধমক খেতেও হয়, তবু তার মধ্যেও সজ্জা

---

* P চিহ্ন দিয়ে অনুচ্ছেদ রবীন্দ্রনাথ-কৃত বিভাগের নির্দেশ।

ও শৃঙ্খলার সমবায় সাধনে শর্ম্মিলার দুঃসাধ্য অধ্যবসায়।[৬৩]

[৬৪]শশাঙ্কের দিন উর্দ্ধশ্বাসে দৌড়েচে, টাকা করার নেশা কোথাও থামতে চায় না—↑উপার্জ্জনের প্রত্যেক অঙ্কেই ৯৯-এর অসমাপিকা ধাক্কা।↑ তার পাশে পাশে শর্ম্মিলার সময় চলেচে মন্দগতিতে।[৬৪]

[৬৫]অবশেষে শর্ম্মিলাকে ধরল ↑দুর্ব্বোধ কোন্ এক↑ রোগে, ফেলল তাকে বিছানায়। কেন যে ভাবনার কারণ ঘটল কথাটা ~~বিস্তারিত বলা~~ ↑বিবৃত করা↑ দরকার।[৬৫]

[৬৬]শর্ম্মিলার বাপ রাজারামবাবু বরিশাল অঞ্চলের বড়ো জমিদার ছিলেন। তাঁর একমাত্র ছেলে হেমন্তকে কি রোগে ~~ধরল~~ ↑পেয়েছিল↑ ডাক্তাররা তার কিনারা পেলে না। ইংরেজ সিভিল সার্জ্জন বল্‌লে অস্ত্র করা চাই। যেখানে অস্ত্র করা হোলো ~~সেখানে কোনো রোগের সন্ধান মিলল না।~~ (x...x) সে জায়গাটা অত্যন্ত সুস্থ, অস্ত্রাঘাতেই মারা গেল ছেলেটি। ছুরিটা বিঁধল ~~যেন~~ ↑গভীর করে↑ বাপের বুকে।[৬৬]

[৬৭]তখন শর্ম্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে, সন্তানদের মধ্যে বাকি ছিল আর একটিমাত্র মেয়ে,—ঊর্ম্মিলা। বড়ো মেয়ের জন্যে কিছু টাকা রেখে বাকি তাঁর সমস্ত সম্পত্তি ↑রাজারাম↑ দিয়ে গেলেন ঊর্ম্মিলার হাতে। এই সর্ত্ত রইল,ঊর্ম্মিলা ~~ও~~ বি, এস, সি পাস করে' য়ুরোপে যাবে ডাক্তারি শিখ্‌তে, বাকি টাকা থেকে ↑হেমন্তের নামে↑ এমন একটি হাঁসপাতাল খুলতে হবে যাতে আধুনিক ডাক্তারি যন্ত্র তন্ত্রের কোনো অভাব না থাকে।[৬৭]*[৬৮] ↑নানা↑ডাক্তার ~~রা লেগে গেল ↑অনেকে মিলে~~ লাগল↑ [৬৯]শর্ম্মিলার রোগের খোঁজে।* দেহের যন্ত্রণার মধ্যে ↑সে↑ ম্লান হাসি হেসে বল্‌লে, সি আই ডি-দের হাতে অপরাধী যাবে ফস্‌কে,মারবে খোঁচা নিরপরাধকে। শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে বল্‌লে, ~~উপায় নেই~~, "শাস্ত্রমতে দেহটার খানাতল্লাসি চলুক, কিন্তু খোঁচা কিছুতেই নয়।"[৬৯]

[৭০]শশাঙ্ক দুটো বড়ো কাজ পেয়েছিল এই সময়টাতেই। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে, আর একটা টালিগঞ্জের দিকে মীরপুরের ~~ঝা~~ জমিদারদের নতুন বাগানবাড়িতে। পাটকলের ইমারৎটা শেষ করবার মেয়াদ ছিল তিনমাস। এই নিয়ে শশাঙ্কর ফুরসৎ ছিল না। শর্ম্মিলার ব্যামোর জন্যে তাকে প্রায় মাঝে মাঝে আটকা পড়তে হয়, মনটা ছটফট করে। * নিজে না দেখলে পরে গলদ থেকে যায়।[৭০]*

[৭১]আবার, শর্ম্মিলারও সেই দশা,—[৭১] [৭২]সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর চাকররা কি কাণ্ড করচে ~~তার~~ ঠিকানা নেই। সংসারের ছোটো বড়ো সব কাজ নিজে না দেখলে না করলে ওর মন মানে না। ~~ওর~~ কেবলি মনে হচ্চে শশাঙ্কর ↑বুঝি↑ অযত্ন ~~ঘটচে~~ ↑ঘটল↑, রান্নায় ঘি দিচ্চে খারাপ, ~~স্নান~~ ↑নাবার↑ ঘরে গরম জল দিতে যাচ্চে ভুলে, বিছানার চাদর বুঝি বদল করা হয় নি, নর্দ্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা বুঝি ~~পড়ল না~~ ↑নিয়মিত পড়চে না।↑ থাকতে পারে না, (x) শশাঙ্ককে লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদারক

... 'শর্ম্মিলার রোগের খোঁজে' অংশটি বাক্যের সূচনায় লিখে চিহ্ন দিয়ে শেষে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছেন।

** ছোটো হরফে দুই বাক্যের মাঝখানে সংযোজিত।

করতে যায়, ব্যথা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে। ডাক্তারেরা ভেবে পায় না হঠাৎ এ কী হোলো।[৭২]

[৭৩] উর্ম্মিলাকে[৭৪] ডেকে পাঠালে, বল্‌লে কিছুদিন তোর কলেজ থাক, আমার সংসারটাকে রক্ষা কর,[৭৫] নইলে নিশ্চিন্ত [৭৬]হতে পারিনে।[৭৬]

[৭৭]ইতিহাসটা যাঁরা পড়চেন, তাঁরা[৭৮] এই জায়গাটাতে[৭৯] মুচকে হেসে বলবেন, বুঝেছি।[৮০] বুঝতে অত্যন্ত বেশি বুদ্ধির দরকার হয় না। যা ঘটবার তাই ঘটে, আর তাই যথেষ্ট। এমনো মনে করবার হেতু নেই যে,[৮১] ভাগ্যের খেলা চল্‌চে[৮২] শর্ম্মিলারই চোখে ধুলো দিয়ে।

[৮৩, ৮৪] উর্ম্মিলা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার কারণ সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়েন্সে যেমন তার মন, সাহিত্যেও তেমনি। ময়দানে ফুটবল ম্যাচ দেখ্‌তে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। রেডিয়োতে কান পাতে, অনেক সময় বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। ↑~~এই বিচিত্র ব্যগ্রতায় তার মুখশ্রী সব সময়েই উজ্জ্বল চঞ্চল, প্রাণপূর্ণ~~।↑ সাজসজ্জা খুব পরিপাটি, জানে কেমন করে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনে দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে ঢিল দিয়ে আঁট করে দেহ ~~শোভা~~ ↑সৌষ্ঠব↑ রচনা করে তোলা যায়, অথচ তার রহস্য ভেদ করা যায় না। ~~তার শরীর মনের থেকে এই অধরা প্রাণের স্ফূর্ত্তি চারদিকের হাওয়ায় যেন ঢেউ খেলিয়ে দেয়, কাছে যারা আসে তারা ওকে কিছুতেই ভুলতে পারে না।~~ কথা বলবার বিষয়ের অভাব ঘটেনা কখনো, হাসবার জন্যে সঙ্গত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গ দান করবার অজস্র ক্ষমতা ওর, যেখানে থাকে তার সমস্ত ফাঁক ও একলা ভরিয়ে ~~রেখে দেয়~~ ↑রাখে↑।[৮৪]

[৮৫]দিদির সেবা করবে বলেই কলেজ ~~কামাই করে এখানে~~ ↑ফেলে↑ এলো তাড়াতাড়ি ~~করে~~। একদিন ~~ওকে~~ ডাক্তার হতে হবে এ কাজটা তো তারি অঙ্গ। ঘটা করে একটা চামড়াবাঁধানো নোটবই ~~নিলে~~, ↑হাতব্যাগে পূরল,↑ তাতে রোগের ও শুশ্রূষার ডায়েরি রাখতে হবে। ডাক্তাররা পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা ↑করে↑ এই জন্যে ↑স্থির করলে↑ দিদির রোগটার সম্বন্ধে যেখানে যা-কিছু পাওয়া যায় সমস্ত পড়ে নেবে। ~~ওর~~ ↑দ্রুতবুদ্ধি,↑ সময় লাগেনা পড়তে এবং বুঝতে। ~~কিন্তু~~ ↑শুভ সঙ্কল্প ব্যর্থ হোলো,↑ পড়াশোনার দরকার হোলো না, রোগটা রইল অগোচরে।[৮৫]

[৮৬, ৮৭] এদিকে দিদি (x) ওকে ↑সম্রাজ্ঞীর↑ প্রতিনিধি (x) পদে ভর্ত্তি করতে চায়।[৮৭] এ সংসারের কেন্দ্রস্থলে[৮৮] (x...x) ↑একটিমাত্র যে পুরুষ↑ বিরাজ করচেন তাঁর[৮৯] সামান্য কোনো অযত্ন[৯০] না হয় এই[৯১] মহৎ উদ্দেশ্যে সম্পূর্ণ ত্যাগ স্বীকারই[৯২] এই গৃহবাসীদের[৯৩] একটিমাত্র সাধনা।[৯৪] মানুষটি যে[৯৫] নিরতিশয় নিরুপায় এবং দেহযাত্রানির্ব্বাহে শোচনীয়ভাবে অকর্ম্মণ্য এই সংস্কার কোনমতেই শর্ম্মিলার[৯৬] মন থেকে ঘুচতে চায় না।

[৯৭]*<ওর সিগারেট কেসটা ভরে দে না— দেখচিস নে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই— ঐ দেখ জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েচে বেয়ারার ~~বুরুম~~ ↑হাত↑ পড়েনি কতদিন তার ঠিক নেই—বালিশের ওয়ারগুলো বদ্‌লে দে না ভাই —ওগুলো যেন ঘরের কোণে জমা করে ফেলে না রাখে, ধোবার বাড়িতে দিতে ভুলিস্‌নে— একবার আপিস ঘরটা দেখে আসিস্ তো উর্ম্মি, নিশ্চয়ই অদরকারী কাগজপত্রে টেবিলটা ক্ষ্যাপা মানুষের মগজের মতো হয়ে উঠেচে। ঐ দেখ কোটের পিঠেতে দেওয়ালের চুন লেগেছে— এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না, উর্ম্মি, দে তো বোন, বুরুষ করে।*< স্নেহে করুণায় চোখ তার ছল ছল করে ওঠে যখন দেখে চুরটের আগুনে জামার আস্তিন খানিকটা পুড়িয়েচে, অথচ লক্ষ্য নেই। কাজের তাড়ায় ভোরবেলায় ~~স্নান করে নাবার~~ ↑~~মুখ ধুয়ে~~↑ ↑মুখ ধুয়ে শোবার↑ ঘরের ~~কল~~ ↑কোণার কলটা↑ খুলে রেখে ~~চে~~ (x...x) ↑চলে গেছে,↑ দুটো বেলায় হাত মুখ ধুতে ~~গিয়ে~~ ↑এসে↑ দেখে ঘরের মেজে জলে থৈ থৈ করচে, কার্পেটটা একেবারে গেল নষ্ট হয়ে। ঘরে ঐ কলটা বসাবার সময়েতেই শর্ম্মিলা আপত্তি করেছিল। জানত প্রতিদিন ওখানে জল ~~ছড়ি~~ ছিটিয়ে তোয়ালে ছড়িয়ে একটা কাণ্ড করবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়ার কিনা, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতেই ওর উৎসাহ। নিজে প্ল্যান করে এক স্টোভ ~~তৈরি~~ বানিয়েছিল, তাতে কয়লা কম খরচ হবে, গায়ে তাপ লাগবে না, ঘর থাকবে পরিস্কার। মেনে নিতে হোলো, কিন্তু রইল সেটা পড়ে। (x)↑কে অত কল কৌশল হিসেব করে' রান্না করে।↑প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই গুলো হচ্চে খেলা, বাধা দিয়ে ~~কোনো~~ লাভ নেই, দুদিন পরে আপনিই যায় ভুলে। কিন্তু এই সমস্ত খেয়াল ~~এবং~~ অব্যবস্থা, অপরিচ্ছন্নতা সামলে নিয়ে ঘর করতে ↑হয়↑ মেয়েদের। আমি না থাক্‌লে ঐ স্বভাব লক্ষ্মীছাড়ার কী দশা হবে একথা তার সর্ব্বদাই মনে ~~পড়ে~~ ↑(x...x)↑ আসে, কেমন করতে থাকে বুকের (x...x) মধ্যে।[৯৭, ৯৮]একবার ওরা বেড়াতে গিয়েছিল পশ্চিমের কোন্ পাহাড়ে। আগে থাকতে গাড়ি রিজার্ভ করা ছিল। জংশনে এসে গাড়ি বদল করে জিনিষপত্র উঠিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দ্দিপরা পেয়াদারা তাদের মালপত্র প্ল্যাটফর্ম্মে নামাচ্চে। স্টেশানমাষ্টার এসে ~~বল্‌লে~~, মস্ত একজন জেনেরালের নাম করে বল্‌লে গাড়িটা তাঁরই, ভুলে এদের নাম দেওয়া হয়েচে। শশাঙ্ক অন্যত্র যাবার আয়োজন করচে, শর্ম্মিলা গাড়ির উপর উঠে দরজা আগ্‌লে দাঁড়িয়ে বল্‌লে ↑দেখতে চাই,↑ কে আমাকে এখান থেকে নামায়, ↑ডেকে আনো তোমার জেনারালকে।"↑ শশাঙ্ক তখন সরকারী কর্ম্মচারী, উপরওয়ালা শ্রেণীয়দের এড়িয়ে চলতে সে অভ্যস্ত, সে ~~মত~~ বলে, "দরকার কি, আরো তো গাড়ি আছে," শর্ম্মিলা (x...x) কর্ণপাত করে না। ↑প্ল্যাটফর্ম্মে↑ গোলমাল বেধে গেল। স্বয়ং জেনেরাল এসে বুঝলে, এই রণে ~~রিট~~ রিট্রিট্‌ই হচ্চে বিধি। গেল চলে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, জানো, এ কে? শর্ম্মিলা বল্‌লে, জানবার দরকার নেই।

... বাঁ দিকের খালি পৃষ্ঠায় তেরচা করে একটি সরু স্তম্ভের আকারে লেখা হয়েছে। কিন্তু মূল রচনার কোথায় সংযোজন হবে তার কোনো নির্দেশ নেই।

তুমি ওকে ~~মস্ত~~ বড়ো ↑বলো↑ মানতে পারো, ~~কিন্তু~~ আমি তোমাকেই জানি বড়ো। তোমারই মান বাঁচাতে চাই, ওর সম্মান রেখে কী হবে আমার।[৯৮] [৯৯]এমনি করে এতকাল শর্ম্মিলা ঘরে বাইরে স্বামীর সুখস্বাস্থ্য সম্মান কিছুতে খর্ব্ব হতে দেয়নি ; আর আজ বিধি তার সঙ্গে বাদ সাধলেন। ভাগ্যে ঊর্ম্মিলা ছিল। ঊর্ম্মিলা ঘরের কাজকর্ম্ম করে বেড়ায়, তখন শয্যাশায়িনী নিজেকেই আপন বোনের মধ্যে ~~দেখে~~ দেখতে পায়।[৯৯]

[১০০]ঊর্ম্মিলা যথাসাধ্য কাজ করে, ~~কিন্তু~~ ↑তবু↑ কাজে সে যে পটু তা বলতে পারিনে। তার হাত দুটি সুন্দর কিন্তু সুনিপুণ নয়। তা হোক, (x) একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখা গেল যে, কাজ দিয়ে নয়, নিজেকে দিয়েই সে এ বাড়ির মস্ত একটা অভাব পূরণ করেচে। সে অভাবটা যে কী, তাও নির্দ্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না।[১০০] শশাঙ্কর খাওয়া পরা ঠিক[১০১] মত চলচে কিনা,[১০২]প্রয়োজনের সামগ্রী সময় মতো[১০২] জোগান [১০৩]দেওয়া হচ্চে কিনা[১০৩] সেটা যেন (x...x) ↑এবাড়ির প্রভুর মনে গৌণ↑ হয়েছে (x...x) আজ। অমনিতেই[১০৪] সে বেশ[১০৫] প্রসন্ন।[১০৬, ১০৭]কাজের দৌড়টার বেগও একটু ↑যেন↑ সহজ ~~হয়েচে~~। (x...x) ↑মুনাফার↑ খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে অঙ্কগুলো আছে তারা যদি একটু সবুর করে তবে তাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না।[১০৭, ১০৮]সন্ধ্যা বেলায় রেডিয়োর কাছে বসবার জন্যে ইতিপূর্ব্বে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ কোনোদিন প্রকাশ পায় নি, আজকাল ঊর্ম্মিলা যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ বলে মনে হয় না। এরোপ্লেন ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্য্যন্ত (x...x) যেতে হোলো, সেটাও বৈজ্ঞানিক কৌতূহলবশত নয়। নিয়ুমার্কেটে শপিং করতে প্রায় ~~যেতে হচ্চে~~, ↑বেরোতে হয়,↑ এটা বিরক্তিজনক হতে পারত, কিন্তু হয় নি ; ~~ঊর্ম্মিলার বাতিক ওকেও টান দেবে~~ ঊর্ম্মিলা প্রায় ↑কিছুই↑ কেনে না, জিনিষপত্র উল্‌টে পাল্‌টে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর~~কার~~ করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায়, (x) তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে ~~পোরে~~ ↑পুরে ফেলে↑, খুল্‌তে দেয় না।[১০৮] এইতো গেল নানা প্রকার ছেলে মানুষি।[১০৯] ওদিকে শশাঙ্ক যখন[১১০] বাড়ি তৈরির প্ল্যান নিয়ে পড়ে, ও[১১১] বলে, আমাকে[১১২] বুঝিয়ে দাও।[১১৩]বুঝতে সহজেই পারে, ভার সামঞ্জস্যের[১১৩] গাণিতিক নিয়ম[১১৪] ওর[১১৫] জটিল ঠেকে না। শশাঙ্ক ভারি খুসি হয়,[১১৬, ১১৭]বলে আমার পার্টনার করব তোমাকে।[১১৭] জুট্ কোম্পানির ষ্টিম লঞ্চে ~~করে~~ শশাঙ্ক যখন[১১৮] কাজ দেখ্‌তে[১১৯] যায়, ও ধরে বসে "আমিও যাব।" শুধু যায় তা নয়, মাপ জোখের হিসাব নিয়ে[১২০] তর্কও[১২১] করে, শশাঙ্কর ~~তাক লেগে যায়।~~ ↑~~লাগে~~ পুলকিত হয়ে ওঠে। ভরপূর কবিত্বের[১২২] চেয়ে এর রস বেশি।↑[১২৩] তদারকের কাজ সেরে বাড়ি ফিরে এসে যে সব লাইনটানা ও আঁক কষার কাজ এতদিন ~~একলা করত~~ ↑আপিসে একলা বসে↑ করত, এখন সেটা ~~ওকে নিয়ে করে~~ ↑ঊর্ম্মিলাকে পাশে* নিয়ে তাকে বুঝিয়ে বুঝিয়ে করে,↑তাতে সময় যদি কিছু বেশি লাগে সেটাকে ~~অপব্যয়~~

---

* তোলাপাঠের মধ্যে তোলাপাঠ

↑সার্থক↑ মনে হয় ~~না।~~ [১২৩, ১২৪, ১২৫*] শর্ম্মিলা বিছানায় শুয়ে শুয়ে এটা ↑রোজই↑ দেখ্‌তে পাচ্চে, যে, আহার বিহার বেশবাস সম্বন্ধে শশাঙ্কর বিশেষ কিছু সুবিধা হচ্চে না,— যে পথ্যটাকে ও ~~শশাঙ্কর~~ ↑তার↑ পক্ষে বিশেষ রুচিকর ও উপযোগী বলে জানে, ~~এক একদিন~~ ↑প্রায়↑ দেখা যায় সেটা দিতে ভুল হয়েছে। এ ভুল ↑একদা ছিল↑ অমার্জ্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য ; কিন্তু সংসারে এমনি যুগান্তর ঘটেছে, যে ~~সংসারে~~ এতবড়ো ত্রুটিগুলোও হাসির বিষয় হয়ে উঠেছে। দোষ দেব কাকে ? ঊর্ম্মিলা যখন ঘরকন্নার কাজ করতে বসেছে শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, ওসব এখন থাক। "কেন কী করতে হবে ?" "চলো, ভিক্টোরিয়া মেমরিয়ালের বিল্‌ডিংটা দেখবে, ওটাকে দেখ্‌লে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।" শর্ম্মিলা হঠাৎ বাধা দিতে উদ্যত হয়ে থেমে যায়। সামান্য আরামের কথা তুলে কি হবে যখন স্পষ্টই দেখ্‌তে পাওয়া যাচ্চে ~~ও~~ ↑স্বামী↑ খুসি হয়েছে।[১২৫, ১২৬]এইখানে শর্ম্মিলার মনে (x...x) কঠিন ব্যথা ~~বাজল~~। ~~ও~~ রোগশয্যায় এপাশ ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বারবার করে বল্‌চে, ↑মরবার আগে↑ ~~এই কথাটাই~~ বুঝে গেলুম যে, ~~আমি~~ আর সবই করেচি, কেবল ~~ওঁকে~~ খুসি করতে পারি নি। ঊর্ম্মিলা যদি সেবার গুণে ~~ওকে~~ ↑দিদিকে↑ ছাড়িয়েও যেত, তবু ওর মধ্যে ↑দিদি↑ নিজেকেই ~~মিলিয়ে~~ ↑প্রতিফলিত↑ দেখত। ~~আহা মায়ের পেটের বোন তো বটে~~ নিজে যখন অক্ষম ~~হয়ে পড়ে আছি~~ তখন ওরি মধ্যে তো আমি। কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে। ~~মনে তাই ঈর্ষা বিঁধচে, কিছুতেই তাকে তাড়াতে পারচেনা~~। জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ~~ভাবতে~~, ↑ভাবচে,↑ আমার জায়গা ও ~~নিয়ে~~ নেয়নি। ওর জায়গাও তো আমি ↑কোনোদিন↑ নিতে পারব না, তখন কী হবে। ~~ও যদি আমার যথার্থই প্রতিনিধি হোত, তাহলে ওকে আমার সব ছেড়ে দিতে হয়ত মনে বাধত না। কিন্তু একদিন আমার স্বামী কি বলবেন, যে এতদিন আমি ওঁকে ফাঁকি দিয়েছি আমার বোন এসেই সেটা পূরণ করে দিলে। অন্তর্যামী তো জানেন, দিনরাত আমি আমার সাধ্যের কোনো ত্রুটি করিনি।~~

~~এই সব কথা ভাবতে ভাবতে নিজের বাপের উপরেও অভিমান হোলো। মনে করলে বাবা তাকে অনাদর করেছেন, কেন আমাকে ভালো করে শেখালেন না।~~

< ভাবতে ভাবতে ↑হঠাৎ↑ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসচে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দিতে হবে। ঊর্ম্মিলা তখন শশাঙ্কর সঙ্গে পিংপঙ্‌ খেলছিল, ~~তাকে~~ ডেকে পাঠালে। বল্‌লে, "ঊর্ম্মি, এই ~~নি~~ নে চাবি, গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।" আলমারিতে চাবি সবে লাগিয়েছে, শশাঙ্ক এসে বল্‌লে, "ওসব পরে হবে, ঢের সময় ~~হবে~~ ↑আছে,↑ খেলাটা শেষ করে যাও।" —"কিন্তু দিদি—" আচ্ছা দিদির কাছে আমি ছুটি নিয়ে আসচি।"—দিদি ছুটি দিলে, সেই সঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। দাসীকে ডেকে বল্‌লে, "দে তো আমার মাথায় ঐ ঠাণ্ডাজলের পটি।" <[১২৬, ১২৭]

---

* P চিহ্ন দিয়ে অনুচ্ছেদ বিভাগের নির্দেশ

~~হঠাৎ রোগটা বেড়ে উঠল। এমন হোলো, সবাই আশঙ্কা করচে বাঁচানো যাবে না।~~

[১২৮]কিছুদিন থেকে ঊর্ম্মিলার কেমন যেন ~~একটা~~ ভাবান্তর দেখা যায়। দিদিকে ছেড়ে ~~সে আর~~ নড়তে চায় না।[১২৮] [১২৯]দিনরাত লেগেচে শুশ্রূষায়।[১২৯] ওষুধ পথ্য [১৩০] দেওয়া, [১৩১]শোওয়ানো নাওয়ানো[১৩১] সমস্ত খুঁটিনাটি নিজের হাতে। [১৩২]বই পড়ে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে।[১৩২] [১৩৩]সেই অজস্র হাসিখুসি চঞ্চলতা চাপা পড়ে আসচে। দিদি ওকে ~~অন্য~~ কাজে পাঠায়, সংক্ষেপে সেরে তখনি ↑আসে↑ ফিরে ~~আসে~~। নিজেকে বুঝি ~~ও~~ ভয় করতে আরম্ভ করেচে, ~~তাই রইল দিদিকে~~ ↑কেবলি (x) তাই↑ আঁকড়ে ধরে ↑দিদিকে↑। দিদির যদি ~~এমন~~ কঠিন ব্যামো না হোত, ~~তাহলে~~ ও ছুটে চলে যেত কলেজের কাজে।[১৩৩]

[১৩৪]ফল হোলো এই যে, কাজের ক্ষতি করে শশাঙ্ক বারবার ↑আসে যায়↑ রোগীর ঘরে। ~~আসা যাওয়া করচে।~~ পুরুষ মানুষ বলেই বুঝতে পারে~~চে~~ না যে ওর এই ছটফটানির তাৎপর্য্য ~~শর্ম্মি~~ স্ত্রীর কাছে অগোচর থাকচে না, আর ↑লজ্জায় মরচে↑ ঊর্ম্মিলা ~~ও লজ্জা পাচ্চে~~। শশাঙ্ক ↑আসে↑ মোহন বাগান ~~এর~~ ফুটবল ম্যাচের তাগিদ নিয়ে, ~~আসে~~ ব্যর্থ হয়। খবরের কাগজ মেলে ধরে দেখায়, ↑বিজ্ঞাপনে↑ চার্লি চ্যাপলিনের নাম—ফল হয় না কিছুই। ওর এই পীড়নে ↑প্রথম প্রথম↑ শর্ম্মিলা মনে মনে খুসি হোত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ~~ওর~~ ব্যথা প্রবল হয়ে উঠ্‌চে ; এ বাড়িতে হঠাৎ যে ~~একটা~~ আনন্দের জোয়ার এসেছিল দেখ্‌তে দেখ্‌তে সে গেল নেমে। পূর্ব্বে ↑ওদের↑ যে একটা সহজ দিন যাত্রা ছিল তাও আর রইল না। শশাঙ্ক আগে নিজের সম্বন্ধে অন্যমনস্ক ছিল বলে ~~ই~~-সব বিষয়েই ~~সে~~ ছিল আলুথালু। নাপিতকে ↑দিয়ে↑ চুল ছাঁটাতো প্রায় ন্যাড়া করে, ~~চুল~~ আঁচড়াবার প্রয়োজন ~~ছিল খুব সামান্য~~ ↑ঠেকেছিল শিকির শিকিতে ;↑ তা নিয়ে শর্ম্মিলা ওর সঙ্গে ~~বৃথা~~ ঝগড়া করে হাল ↑ছেড়ে↑ দিয়েচে ~~ছেড়ে~~। কিন্তু ঊর্ম্মিলার আপত্তিটা নিষ্ফল হয়নি, নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তেলের সংযোগ সাধন ঐ মাথায় এই প্রথম ঘটল। আজকাল সেই উপেক্ষিত কেশোন্নতিতেই ধরা পড়চে অন্তর বেদনা। এ নিয়ে তীব্র হাসি আর চলেনা, শর্ম্মিলা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। কিন্তু করবে কী, এই দুটি প্রাণীকে নিরুপায় দুঃখ থেকে বাঁচাবে ~~কী~~ ↑কোন↑ উপায়ে।[১৩৪]

[১৩৫]শর্ম্মিলার রোগ হঠাৎ বেড়ে উঠল। ~~সবাই~~ ↑সবারই↑ আশঙ্কা ~~করল~~ ↑হোলো↑ বাঁচানো আর যায় না। ~~বুঝি।~~ শর্ম্মিলা নিজে স্থির করেচে ~~ওর~~ ভাইয়ের মধ্যে যে মৃত্যু বাসা বেঁধেছিল ওর উপরেও সেই মৃত্যুই ভর করেচে। ~~শর্ম্মিলা~~ মনে মনে বল্‌লে, ভালোই হোলো, ~~আমার~~ ↑ঘর শূন্য করে যাব না ;↑ জীবনের শেষদান দিয়ে যেতে পারব, ~~ওর হাতে ওকে~~ খুসি করবার ↑শেষ↑ আয়োজন।"

~~পূর্ণ হবে~~ — দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়~~তে~~ল ~~লাগল~~।[১৩৫]

রাত হয়েচে ; দিদিকে ঘুমের ওষুধ খাওয়াবার জন্যে এসেচে ঊর্ম্মিলা।[১৩৬] দিদি ~~তার হাত~~ ↑ওষুধের পেয়ালা↑ ঠেলে দিয়ে বল্‌লে, একটু বোস্‌। শোন্‌ আমার কথা। আমি ~~তো~~[১৩৭] যাচ্চি, সে [১৩৮]তোরা জানিস্‌।[১৩৮] ~~আমি নিশ্চিন্ত হয়েই যেতে পারব~~

— ↑এখন↑ তোর হাতেই রইল আমার এ জন্মের সব কিছু, আমার সিঁথের সিঁদুর আমার হাতের নোয়া।"

ঊর্ম্মিলা[১৩৯] বল্‌লে, "কি কথা বলচ, দিদি।"

দিদি তাকে বুকের কাছে টেনে এনে বললে, "আর কি সঙ্কোচ করবার সময় আছে। [১৪০]মৃত্যুর চেয়ে তো সত্য আর কিছু নেই। তাকে মেনে নিলুম। আজ তোকে মেনে নিতে হবে জীবনে*, যা কিছু বাকি রইল আমার।** আমার আপন মায়ের পেটের বোন ↑তুই,↑ তোর সঙ্গে আমার তফাৎ তো নেই।"[১৪০] ঊর্ম্মিলা[১৪১] উঠে বসল, ↑মুঠো শক্ত করে↑ চুপ করে রইল। [১৪২]দিদি বল্‌লে,[১৪২] "উনি তোকে ভালো বেসেচেন সে কথা তুই বুঝতে পেরেছিস্‌।"

ঊর্ম্মি তার কোনো প্রতিবাদ করলে না। "তাতে দোষ কিছু হয় নি ~~বোধ~~ বোন। ভালবাসা যদি অপরাধ হয় তবে যিনি তোদের ↑দুজনকে[১৪৩] সুর মিলিয়ে সৃষ্টি করেচেন [১৪৪]তাঁরই সেই অপরাধ।[১৪৪] আমি তাঁর নিন্দে করবনা। [১৪৫]এখন তোর কাছে আমার আর একটি এই অনুরোধ, যেমন তোরা খেলাধূলো করছিলি তেমনি করিস। আমার এই শেষ বেলাতে ও যেন আমাকে মনে মনে—" বলে আর কথা শেষ করতে পারলে না—বাষ্প গদগদ কণ্ঠ স্তব্ধ হয়ে গেল।[১৪৫]

[১৪৬]~~সম্রাটের জন্ম~~ ↑কোন এক বিশেষ↑ দিনে ময়দানে ↑হবে↑ যুদ্ধের খেলা ~~হবে~~। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে এসে জিজ্ঞাসা করলে, যাবে ঊর্ম্মিলা, দেখতে ? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেচি।' ঊর্ম্মিলা তখনি বল্‌লে "যাব।" শশাঙ্ক এতটা ঔদার্য্য আশা করে নি। প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই ~~বল্‌লে~~ ↑জিজ্ঞাসা করলে↑ "সার্কাস ?" ঊর্ম্মিলার সার্কাস দেখার ভারি সখ, লাফিয়ে উঠল। সেটাতেও যখন ঠেকল না, তখন প্রস্তাব করল, বোটানিকাল গার্ডেনে পরিক্রমণ, সঙ্গে খাবার থাকবে। এটাতে একটু বাধল, দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে ঊর্ম্মির মন সায় দিচ্চে না। তখন দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কের। যাওয়া নিতান্তই দরকার,—রাজ মিস্ত্রিদের সঙ্গে ↑দিনে দুপুরে↑ ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হায়রান হোলো, মাঝে মাঝে হাওয়া না খেয়ে এলে শরীরটা যে ~~ভ~~ ভেঙে পড়বে। এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত হাওয়া খেয়ে আসা অসঙ্গত হোলো না। শর্ম্মিলা তার বোনকে আনিয়েছিল নিজের সেবার জন্যে নয়, সে জন্যে উপযুক্ত নার্স্‌ নিযুক্ত হয়েচে—একজন দিনের একজন রাতের। তার একমাত্র লক্ষ্যের বিষয় শশাঙ্কের কোনো অভাব না ঘটে। অভাব যে ঘট্‌চে না, তার কোনো সন্দেহ আর নেই।[১৪৬]

[১৪৭]শশাঙ্কর মনে যে কথাটা অস্পষ্ট ছিল, ↑এবং↑ অবশেষে স্পষ্ট হয়ে উঠলেও যে কথা সে চাপা দিতে চেষ্টা করেচে, এখন তার আর আবরণ নেই বললেই হয়।

---

* পাশের মার্জিনে

** 'আমার শব্দটি 'বাকি রইল'-র আগে লিখে চিহ্ন দিয়ে পরে বসানোর নির্দেশ

কেউ তাকে কিছু বলে নি বটে তবু চারদিক থেকে সে আপন মনোভাবের যেন একটা সমর্থন পাচ্চে। অবশেষে ঊর্ম্মিলার হাতে ধরে ↑একদিন↑ একথা তাকে বলা সম্ভবপর হোলো যে তোমাকে আমি ভালবাসি, আর তোমার দিদি তো দেবী, তাঁকে আমি ~~এমন~~ ↑এত↑ ভক্তি করি, জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি আমার অনেক উপরে।"[১৪৭.১৪৮]

[১৪৯]শরীর যেদিন অল্প একটু ভালো থাকে, নার্সের যেদিন অনুমতি পায়, সেদিন ঊর্ম্মিলাকে সে ঘরকন্নার সমস্ত বুঝিয়ে দিতে থাকে, জিনিষপত্র কোথায় কী আছে, এ সংসারে কোন্ প্রয়োজনগুলো সবচেয়ে বড়ো। এমন কি এক ~~এক~~ দিন স্বয়ং শশাঙ্ককে ডাকিয়ে তার কাছ থেকে সম্পত্তির দলিলপত্রের ফর্দ্দ চেয়ে নিয়ে ঊর্ম্মিলাকে ~~বুঝিয়ে~~ ↑ব্যাখ্যা করে↑ দিতে সঙ্কোচ ~~করে~~ ↑করলে↑ না। যেন সমস্তই স্থির হয়ে গেছে, কেবল লগ্নটা অনিশ্চিত রয়েছে তার মরার অপেক্ষায়। তারও আর বেশি দেরি নেই। ডাক্তাররা স্পষ্টই জবাব দিয়ে গেছে।

দুর্লক্ষণ যখন প্রবল হয়ে উঠেচে ~~তখন একদিন~~ শশাঙ্ককে ডেকে পাঠালে।[১৪৯] সন্ধ্যাবেলা,[১৫০] ক্ষীণ আলো ঘরে, নার্সকে সঙ্কেত করলে চলে যেতে। স্বামীকে পাশে বসিয়ে ~~তার~~ হাত ধরে বল্‌লে, ~~তুমি আমার দিনরাত পূর্ণ করে ছিলে, আমার শক্তি~~ [১৫১]↑তোমাকেই ভগবান দিয়েছিলেন ~~ঈশ্বর~~ আমাকে। শক্তি বেশি কিছু↑ দেননি। ~~সে আমার~~ সাধ্য যা ছিল করেচি, ~~কিন্তু~~ ↑অনেক কথা...বুঝিনি,↑ ত্রুটি অনেক হয়েচে, সে জন্যে মাপ কোরো।" বলে শশাঙ্কর দুই পা নিয়ে বুকে চেপে ধরলে।[১৫১] শশাঙ্ক কি বল্‌তে যাচ্ছিল—বাধা দিয়ে বল্‌লে, "না কিছু বোলো না। ঊর্ম্মিকে দিয়ে গেলুম তোমার হাতে। সে আমার আপন বোন। তার মধ্যে আমাকেই পাবে, আরো[১৫২] পাবে যা আমার ↑মধ্যে↑ পাওনি। না, চুপ করো, কিছু বোলো না। [১৫৩]আমার চরম সৌভাগ্য এই যে আমি চলে গিয়েও তোমাকে সুখী করতে পারব।"[১৫৩]

নার্স [১৫৪]দরোজায় ধাক্কা দিয়ে[১৫৪] বল্‌লে, ডাক্তার বাবু এসেচেন। শর্ম্মিলা বল্‌লে, ডেকে দাও।

কথাটা এইখানেই[১৫৫] বন্ধ হয়ে গেল।[১৫৬]

শর্ম্মিলার মামা ↑সুরেশ্বর↑ যত রকম অশাস্ত্রীয় চিকিৎসার সন্ধানে উৎসাহী, [১৫৭]এই নিয়ে অনেক টাকা খরচ করেচেন।[১৫৭] সম্প্রতি এক সন্ন্যাসীর সেবার তিনি নিযুক্ত। যখন ডাক্তাররা বল্‌লে আমাদের[১৫৮] আর কিছু করবার নেই তখন তিনি ধরে পড়লেন এই[১৫৯] ↑হিমালয় ফেরৎ↑ সন্যাসীর[১৬০] ওষুধ পরীক্ষা করতে হবে। একটা কি গুঁড়ো, আর প্রচুর পরিমাণে দুধ[১৬১.১৬২] হচ্চে[১৬৩] নিয়ম।[১৬৪]

[১৬৫]কোনো চিকিৎসাই ~~যে~~ খাটবে শর্ম্মিলার এ বিশ্বাস ছিল না। ~~মামা তাকে অত্যন্ত ভালোবাসেন~~ তাই একটু হেসে বল্‌লে, আচ্ছা দাও ↑ওষুধ↑ খাব। শাশাঙ্ক ↑বিশেষ↑ আপত্তি করেছিল, শর্ম্মিলা বললে, কী হবে মামাকে দুঃখ দিয়ে, আমার তো আর ভাবনার কারণ কিছুই নেই।[১৬৫]

[১৬৬]আশ্চর্য্য এই যে আরোগ্যের পথে চল্‌ল। ডাক্তাররা বল্‌লে, এমন অনেক সময় ঘটে থাকে, (x) দেখা যায়, ~~একেবারে অমর~~ মৃত্যুর ধাক্কাতেই শরীর মরিয়া হয়ে উঠে নিজেকে বাঁচিয়ে তোলে।[১৬৬]

শর্ম্মিলা বেঁচে উঠল।[১৬৭]

~~উর্ম্মি~~ [১৬৮]বিদায় নেবার জন্য উর্ম্মি যখন জিনিষপত্র গোচাচ্ছে, দিদি তাকে বল্‌লে, না তুই যেতে পারবি নে।[১৬৮]

সে কি কথা।

হিন্দুসমাজে বোন-সতীনের ঘর কি কোনো মেয়ে কোনোদিন করে নি?

ছিঃ।

[১৬৯]লোকনিন্দার কথা ভাবচিস? বিধাতা তোদের মিলিয়েচেন, মানুষ তোদের পৃথক করবে আমি তা ঘটতে দেব না।[১৬৯]

[১৭০]শশাঙ্ককে ডাকিয়ে শর্ম্মিলা বল্‌লে, চলো আমরা যাই নেপালে। মহারাজের দরবারে ~~সেখানে~~ তুমি কাজ নিয়ো, সেখানে কোনো কথা উঠ্‌বে না।[১৭০]

[১৭১]সংসারের সমস্ত দায়িত্ব এ পর্য্যন্ত শর্ম্মিলা নিজে নিয়েচে। এই যে নেপালে যাওয়ার সংকল্প এটাকেও সম্পূর্ণ করবার আয়োজন নিজেই স্বীকার করে নিলে।

এ নিয়ে কারো সঙ্গে তর্ক বিতর্ক আলোচনা ওর পক্ষে সম্পূর্ণ বাহুল্য। শশাঙ্ক উর্ম্মিকে বল্‌লে, আজ তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও তবে কী দশা হবে বুঝতে পার না কি?

চুপ করে রইল উর্ম্মি, তার বড়ো বড়ো দুটি চোখ তাকিয়ে রইল দূরের আকাশে।

শশাঙ্ক বল্‌লে, এ নিয়ে ভাবনার যা কিছু আছে সে ভার সম্পূর্ণ আমাকে দাও। একলা আমার কথা নয়, তোমার দিদির কথাও মনে রেখো, তিনি সুখী হবেন না যদি তুমি আমাদের ফেলে চলে যাও। লোকে কি ভাববে, সমাজে কি বল্‌বে এ সমস্ত তুচ্ছ কথা। এর চেয়ে বড়ো সত্য যেটা ↑অন্তরে↑ আছে সে অন্তর্যামী জানেন—সমস্ত মিলিয়ে যাবে মায়ার মতো আজকের দিনের ↑সমস্ত↑ সঙ্কট, থেকে যাবে, যা চিরকালের, দোহাই তোমার, তাকে তুমি উপেক্ষা কোরো না।

উর্ম্মিলা বল্‌লে, আমি কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারচিনে। তোমরা ↑দুজনে↑ যা স্থির করবে তাই হবে।[১৭১,১৭২]

[১৭৩]নেপালে যাবার সমস্ত যখন ঠিক হয়েচে, উর্ম্মিলা বল্‌লে, আমাকে দুদিন সময় দাও, আমার জিনিষপত্র গুছিয়ে নিয়ে আসিগে।[১৭৩]

চলে গেল উর্ম্মিলা।[১৭৪]

[১৭৫]শশাঙ্কের কাছে পত্র এল। "আমি ~~যাচ্চি~~ ↑চলেচি↑ বিলাতে।[১৭৫] বাবার আদেশমত ডাক্তারি শিখব।[১৭৬] ছয় সাত বছর লাগবার কথা। তোমাদের সংসারে এসে যা ভাঙচুর করেচি[১৭৭] ইতিমধ্যে [১৭৮]তা ↑যদি↑ জোড়া না লাগে তবে তারপরে যাব নেপালে।[১৭৮] আমার জন্যে কিছু[১৭৯] ভেবো না—তোমার জন্যেই ভাবনা রইল মনে।—"

[১৮০]শর্ম্মিলা↑ও↑ ~~র কাছে~~ একখানা চিঠি পেলে।[১৮০]

দিদি শতসহস্র প্রণাম তোমার পায়ে। অজ্ঞানে যা[১৮১] অপরাধ করেছি মাপ কোরো। [১৮২]যদি অপরাধ না হয়ে থাকে তবে সেই কথা জেনেই সুখী ~~হোক~~ হব[১৮২]—[১৮৩]তার চেয়ে সুখ আশা করে কি হবে।[১৮৩] [১৮৪] কি সে সুখ তা কেই বা জানে। ~~সুখের~~ সুখ না হয় নাই হোলো, ভুল করতে ভয় করি।[১৮৪,১৮৫]

দুই বোন

পাঠান্তর : নির্দেশিকা

রবীন্দ্রনাথের 'দুই বোন' উপন্যাস প্রথম প্রকাশিত হয় ১৩৩৯ সালের 'বিচিত্রা' পত্রিকার অগ্রহায়ণ থেকে ফাল্গুন পর্যন্ত চারটি সংখ্যায় ধারাবাহিকভাবে। এর অব্যবহিত পরে ঐ বছর ফাল্গুন মাসেই উপন্যাসটি গ্রন্থাকারে প্রকাশ পায়।

রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'দুই বোন' উপন্যাসের পাণ্ডুলিপি পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় রবীন্দ্রনাথ এটির একাধিক খসড়া রচনা করেছিলেন। কিন্তু পাণ্ডুলিপিগুলির কোনোটিতেই রচনাকালের কোনো উল্লেখ নেই। তাছাড়া, ঘনিষ্ঠজনদের কাছে লেখা রবীন্দ্রনাথের বেশ কিছু পত্রে 'দুই বোন' প্রসঙ্গ উপস্থিত থাকলেও ঠিক কোন্ সময় তিনি উপন্যাসটি লিখতে শুরু করেছিলেন তার কোনো প্রত্যক্ষ তথ্য পাওয়া যায় না সেখানে। রবীন্দ্রজীবনী-কার প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় তাঁর 'রবীন্দ্রজীবনী' (খণ্ড ৩, তৃতীয় সংস্করণ, আশ্বিন ১৩৯৭, পৃ ৪৮০) গ্রন্থে লিখেছেন : 'নীতুর মৃত্যুসংবাদ পান ৮ অগস্ট ; তার পরদিন হইতে অগস্টমাস-ভর কবিতা পত্রধারা ভাষণাদি লিখিতেছেন, এমন-কি 'দুই বোন' গল্পোপন্যাসের খসড়াটি করিলেন।' —এই তথ্যের কোনো উৎস নির্দেশ করেননি তিনি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, ৮ অগাস্ট নয়, ১০ অগাস্ট রবীন্দ্রনাথ দৌহিত্র নীতীন্দ্রনাথের মৃত্যুসংবাদ পান প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের বরানগরের বাড়িতে বাসকালে। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের ১৯৩২ সালে লেখা ডায়েরিতে এই দিনের বিবরণ পাওয়া যায়। (দ্রষ্টব্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দিনলিপি, 'রবীন্দ্রবীক্ষা' ২৮, শ্রাবণ ১৪০২, পৃ ৮০।)

এই ডায়েরি থেকেই জানা যায়, রবীন্দ্রনাথ তার পরদিন অর্থাৎ ১১ অগাস্ট বিকেলের গাড়িতে শান্তিনিকেতন ফিরে যান। এর পর ২১ অগাস্ট তিনি নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে লিখেছেন, ভাগ্যের প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও 'লিখেচি নিতান্ত কম নয়।' [পত্র : ২১ অগাস্ট ১৯৩২, 'দেশ', ২৭ শ্রাবণ ১৩৬৮] কিন্তু চিঠিতে ঐ-সময় লেখা রচনাগুলির নাম উল্লেখ না-থাকায় তার মধ্যে 'দুই বোন'ও ছিল কি না বোঝা যায় না। রবীন্দ্রনাথের পত্রে প্রথম 'দুই বোন'-এর উল্লেখ পাওয়া যায় ৬ কার্তিক ১৩৩৯ [২৩ অক্টোবর ১৯৩২] তারিখে শান্তিনিকেতন থেকে লেখা একটি চিঠিতে : 'সম্প্রতি একটা গল্প লিখেচি, তার নাম দুই বোন। খুব ছোট নয়। ওকে বলা যেতে পারে, ঢ্যাঙা ছোট গল্প, কিম্বা বেঁটে বড়ো গল্প। যদি বলো, এই বয়সে গল্প লেখা কেন তার জবাব এই, পেটের দায়ে। বিচিত্রাকে বিক্রি করে শ তিনেক টাকা পেয়েছি। সেই টাকা দিয়ে কোণার্কের পশ্চিম প্রাঙ্গণে একটা এমন ঘর বানাতে চাই যেখানে যথেষ্ট হাওয়া এবং আলো, আরাম এবং অবকাশ পেতে পারি। গল্পটা ভালোই হয়েছে। এ মতটা একলা আমারি তা মনে করো না, ওটা যারা লেখেনি তাদেরও ঐ মত, এমন কি অপূর্বেরও।'

এই পত্র বেশ কয়েকটি বিষয়ের ওপর আলোকপাত করে। প্রথমত বোঝা যায়, ৬ কার্তিক তথা ২৩ অক্টোবর ১৯৩২-এর মধ্যে রবীন্দ্রনাথ 'দুই বোন'-এর অন্তত প্রাথমিক খসড়াটি সম্পূর্ণ করেছিলেন। লক্ষ করার বিষয়, রবীন্দ্রনাথ এই সময় 'দুই বোন'কে ঢ্যাঙা ছোট গল্প, কিম্বা বেঁটে বড়ো গল্প' বলছেন। যদিও তিনি বিভিন্ন জায়গায় উপন্যাসকে গল্প বলেই উল্লেখ করেছেন তবু এখানে 'দুই বোনকে তিনি শুধু উপন্যাসই নয়, বড়ো গল্পও বলতে চাননি। বর্তমানে আমরা 'দুই বোন'কে যে-আকারে দেখতে পাই তা বড়ো গল্পের চেয়ে আকৃতি ও প্রকৃতিতে বড়ো, বস্তুত ছোটো উপন্যাস বলাই সমীচীন। বোঝা যায়, যে-সময় রবীন্দ্রনাথ এই পত্র লিখেছেন

তখনও 'দুই বোন' তার বর্তমান রূপ লাভ করে নি। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, রবীন্দ্রভবন-অভিলেখাগারে 'দুই বোন'-এর যে প্রথম খসড়া পাণ্ডুলিপি রক্ষিত আছে তা কেবল বর্তমান পাঠের তুলনায় অনেক ছোটো আকারের তাই নয়, তার পাঠও কিছু ভিন্ন প্রকৃতির। পরবর্তী তিনটি পাণ্ডুলিপিতে রবীন্দ্রনাথ নানারকম পরিমার্জনা করেছিলেন। এ-বিষয়ে ৬ নভেম্বর ১৯৩২ তারিখে খড়দহ থেকে নির্মলকুমারীকে লেখা এক চিঠিতে গল্পটির পরিমার্জনা চলার উল্লেখ ক'রে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'গল্পটা যদিচ শেষ হয়েচে তবু মাজা ঘষা করতে অনেক সময় লাগে। আজকাল মনটা খুঁতখুঁতে হয়েচে। কলমের একটানে লেখবার মতো সাহস নেই। ছিল, যখন বয়স ছিল চল্লিশের পারে। আজকাল ভাষা ও ভঙ্গীর বদল হয়েচে, তাই ঠিক মতো কায়দা করতে ইতস্তত করতে হয় বারবার। গদ্য ভাষাটা সহজ, সেই জন্যেই সহজ নয়। একটু অসাবধানে ফস্ করে ঢিলে হয়ে যায়— হাটে বাটে তার ব্যবহার অত্যন্ত বেশী বলেই তার কথাগুলোর ধার যায় ক্ষয়ে— খানিকটা উল্টো পাল্টা করে তবে তার অতিব্যবহারের দোষ কাটিয়ে নিতে হয়। যে নতুন নয় তাকে নতুন করে তোলা দৌড়-কলমে হয় না।'

অর্থাৎ অনুমান করা যায়, রবীন্দ্রনাথ খড়দহে অবস্থানের কালেই [২৪ অক্টোবর থেকে ১০ নভেম্বর ১৯৩২ অর্থাৎ ৮ কার্তিক থেকে ২৪ কার্তিক ১৩৩৯] 'দুই বোন'-এর শেষ পর্যায়ের পরিমার্জন করেছিলেন। মনে রাখা প্রয়োজন, এই উপন্যাসটি 'বিচিত্রা'র অগ্রহায়ণ সংখ্যা থেকে ছাপা হতে থাকে। 'দুই বোন' উপন্যাসটি যে রবীন্দ্রনাথের ১৯৩২ সালে খড়দহ বাসকালে পরিমার্জিত হয় এ-কথা নিশ্চিত ক'রে বলা যায় প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের সমকালীন ডায়েরির ভিত্তিতে। ১৯৩২ সালের ২ নভেম্বর তারিখে প্রশান্তচন্দ্র তাঁর ডায়েরিতে লিখেছেন, "সকালবেলা খড়দায় গেলাম।...নতুন লেখা চলছে। 'দুই বোন' বলে একটা বড়ো গল্প লিখেছেন।...বল্‌লেন, ৭/৮ দিন পরে শান্তিনিকেতন যাবেন। গিরিধি থেকে ফিরে এসে হয়ত দেখা হবে। তখন গল্পটা পড়ে শোনাবেন।" লক্ষণীয়, তিনিও 'দুই বোন'কে উপন্যাস না-ব'লে 'বড়ো গল্প' বলেই উল্লেখ করেছেন। তাছাড়া এর পরবর্তীকালে ৬ নভেম্বর রবীন্দ্রনাথ নির্মলকুমারী মহলানবিশকে এক পত্রে জানিয়েছিলেন গল্পটি ঘষামাজা করার কথা। অর্থাৎ ৬ নভেম্বরের পরবর্তীকালে উপন্যাসটি আরো পরিমার্জিত হয়ে বর্তমান রূপ লাভ করেছে।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত 'দুই বোন' উপন্যাসের সম্পূর্ণ ও অসম্পূর্ণ মিলিয়ে মোট পাণ্ডুলিপির সংখ্যা চারটি।

'দুই বোন' উপন্যাসের প্রথম পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান সংখ্যা ৪৭। লাল-কালো খোপকাটা, শক্ত বোর্ডের মলাটে বাঁধানো, রুলটানা খাতার [Lily Exercise Book (The Practical) 26.5×17.8 cm] '২৩' থেকে '৩৭' সংখ্যক পৃষ্ঠায় 'দুই বোন'-এর খসড়া পাঠটি লেখা হয়েছে। খাতার পৃষ্ঠা সংখ্যা রবীন্দ্রনাথ দেন নি, পরে কোনো সময় দেওয়া। প্রধানত খাতার ডান দিকের পৃষ্ঠাগুলিতে লেখা। কোথাও কোথাও বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় লিখে সংযোজন করেছেন ডান পৃষ্ঠার মূল রচনার সঙ্গে। কোনো শিরোনাম ছাড়াই কাহিনী শুরু হয়েছে এখানে। কাহিনী অনেক সংক্ষিপ্ত, অধ্যায় বিভাজন নেই। এই পাঠে রবীন্দ্রনাথ শর্মিলার বোন অর্থাৎ বর্তমান পাঠের 'ঊর্মিমালা' চরিত্রের নামকরণ করেছিলেন 'ঊর্মিলা'। প্রথম পাণ্ডুলিপিতে সর্বত্র 'ঊর্মিলা' নাম ব্যবহৃত হলেও দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপিতে প্রথম থেকেই 'ঊর্মিমালা' নামটি পাওয়া যায়। ৪৭-সংখ্যক

খাতায় অন্যান্য রচনার মধ্যে রয়েছে 'পুনশ্চ', 'মানুষের ধর্ম', 'শিক্ষা' ('বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ') 'Review of Rebel India'।

'দুই বোন'-এর দ্বিতীয়,তৃতীয় (অসম্পূর্ণ) ও চতুর্থ পাঠ সংবলিত চারটি খাতা বর্তমানে এক ক'রে বাঁধানো। পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান সংখ্যা 95 (i)-(iv)।

পাণ্ডুলিপি 95 (i)-(iv)-এর অন্তর্গত প্রথম খাতা, 95 (i)-এ রয়েছে উপন্যাসের দ্বিতীয় পাঠ। কালচে-লাল রঙের মলাট দেওয়া রুল টানা খাতার [The Louts Exercise Book,(20.3×16.3cm)] মোট ৯৬ পৃষ্ঠার মধ্যে প্রথম পৃষ্ঠা খালি রেখে পরবর্তী ৩৪ পৃষ্ঠা জুড়ে দ্বিতীয় পাঠটি লেখার পর খাতার বাকি পৃষ্ঠাগুলি ফাঁকা রয়েছে। রচনার সূচনায় কোনো শিরোনাম নেই। পাতার ওপরের মার্জিনে ১ লিখে তলায় কাহিনী শুরু হয়েছে। যদিও উপন্যাসের এই পাঠে আর কোথাও সংখ্যাচিহ্ন দিয়ে বা অন্য কোনো ভাবে পরিচ্ছেদ বিভাজন করা হয় নি। খাতার ডানদিকের লেখা পৃষ্ঠাগুলিতে রবীন্দ্রনাথ বাংলায় পৃষ্ঠা সংখ্যা দিয়েছিলেন। বাঁদিকের কিছু পৃষ্ঠা সংযোজনের প্রয়োজনে ব্যবহৃত হয়েছে।

'দুই বোন' উপন্যাসের অসম্পূর্ণ তৃতীয় পাঠ রয়েছে 95 (ii) সংখ্যাচিহ্নিত খাতায়। কালো কাগজের মলাট দেওয়া রুলটানা খাতার [Bull Dog Exercise Book, No. 5. (20.8×16.4cm)] ৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে ১৭টি পৃষ্ঠায় উপন্যাসের প্রথম অধ্যায়ের সঙ্গে লেখা শেষ হয়েছে। খাতার বাকি পৃষ্ঠা ফাঁকা।

এই পাঠেও উপন্যাসের নাম বা অধ্যায় বিভাজন পাওয়া যায় না।

95 (i)-(iv)-পাণ্ডুলিপির তৃতীয় ও চতুর্থ, দুটি খাতায় লেখা হয়েছে উপন্যাসের চতুর্থ পাঠ।

95 (iii) অর্থাৎ তৃতীয় খাতা ধূসর নীল মলাটের [Bull Dog Exercise Book, No.4. (20.8×16.4cm)]। খাতায় প্রাপ্ত মোট ১৮ পৃষ্ঠার মধ্যে লেখা পৃষ্ঠার সংখ্যা ১০। সাধারণভাবে No.4.খাতায় ৬৪ পৃষ্ঠা থাকার কথা। দুপাশের মলাট অক্ষত হলেও খাতায় ১৮টি পৃষ্ঠা থাকায় মনে হয় এই খাতার কিছু পৃষ্ঠা বর্তমানে অনুপস্থিত। খাতা শেষ হয়েছে প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশে— 'তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতিকালে ঝাড়ন হাতে শর্মিলা সেখানে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তু সংঘের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার'— এই অসম্পূর্ণ বাক্য দিয়ে। কিন্তু পরের খাতার [95 (iv)] পাঠ এর পর থেকে শুরু হয়নি। সেখানে সূচনা হয়েছে 'ঊর্মিমালা' শিরোনামের নতুন অধ্যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, উপন্যাসের চতুর্থ পাণ্ডুলিপিতেই প্রথম 'শর্মিলা', 'ঊর্মিমালা', 'শশাঙ্ক' নামে তিনটি অধ্যায় বিভাজন করা হয়েছিল। শুধু তাই নয়, এই পাঠের সূচনায় পৃষ্ঠার ওপরের মার্জিনে প্রথম 'দুই বোন' নামটি রবীন্দ্রনাথের হাতের লেখায় পাওয়া যায়।

95 (iii)-খাতাটির একটি বৈশিষ্ট্য, এটি হাতের লেখা অভ্যাসের উপযোগী ফাঁক ফাঁক করে জোড়ায় জোড়ায় লাইন টানা খাতা। যদিও রবীন্দ্রনাথ এর লাইন অনুসরণ না করে টানা লিখে গেছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল,— পরবর্তী খাতা অর্থাৎ 95 (iv)-এ এইরকম চারটি পাতা পৃথক ভাবে যোগ করে রবীন্দ্রনাথ উপন্যাসটি শেষ করেছেন। খাতাটিতে খালি পৃষ্ঠা থাকা সত্ত্বেও কেন তিনি পৃথক পৃষ্ঠায় লিখে এই অংশে জুড়েছিলেন তা স্পষ্ট নয়। তবে অনুমান

করা যায় পাতা চারটি তৃতীয় খাতা [95 (iii)] থেকে নেওয়া। দাগ থেকে বোঝা যায় এই পৃষ্ঠাগুলি খাতার মাঝখানে, উপন্যাসের শেষে 'জেম্ ক্লিপ' দিয়ে আঁটা ছিল।

উপন্যাসের চতুর্থ পাঠের শেষ অংশ অর্থাৎ 'উর্ম্মিমালা' এবং 'শশাঙ্ক' অধ্যায় দুটি লেখা হয়েছে চতুর্থ খাতা 95(iv)-এ। খাতাটি [Bull Dog Exercise Book. No.5. (20.8×16.4cm)] সাধারণ রুল টানা, মোট ৯২ পৃষ্ঠার মধ্যে ৪৫ পৃষ্ঠা লেখা। উপন্যাসের এই পাঠে "উর্ম্মিমালা" অধ্যায়ে প্রথম 'নীরদ' চরিত্র কাহিনীতে প্রবেশ করেছে। তাছাড়া, এই পাঠের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত কুড়িটি স্থানে [প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশ পাওয়া যায় নি। অন্য অধ্যায়গুলির মতো সেখানে একটি ছেদচিহ্ন ধরে নিয়ে] '— ॥ —' ছেদচিহ্ন দিয়ে কাহিনী বিভাজন করা হয়েছিল।

এখানে বিশেষরূপে উল্লেখযোগ্য, পাণ্ডুলিপি আকারে প্রাপ্ত 'দুই বোন' উপন্যাসের চতুর্থ পাঠটিই তার চূড়ান্ত রূপ নয়। 'বিচিত্রা' পত্রিকায় প্রকাশিত বা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত পাঠের তুলনা করলে দেখা যায় চতুর্থ পাণ্ডুলিপির পাঠের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথ বহু নতুন অংশ সংযোজন করেছিলেন পরবর্তী কোনো স্তরে। এই সংযোজন ও পূর্বপাঠের পরিমার্জনার পরিমাণ থেকে মনে হয় রবীন্দ্রনাথ হয়তো 'দুই বোন' উপন্যাসের আরো কোনো পাণ্ডুলিপি রচনা করেছিলেন, যা আমাদের হাতে এসে পৌঁছোয় নি।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে রক্ষিত 'দুই বোন' উপন্যাসের প্রথম থেকে পরপর চারটি খসড়া পাণ্ডুলিপির অভিজ্ঞান সংখ্যা যথাক্রমে 47, 95(i), 95(ii), 95(iii)-(iv)এর বারবার উল্লেখ না করে 'পাঠান্তর' অংশে এগুলিকে ক, খ, গ, ঘ, অক্ষর দিয়ে চিহ্নিত করা হয়েছে। অর্থাৎ প্রথম পাণ্ডুলিপির পাঠ 'ক', দ্বিতীয় পাণ্ডুলিপির পাঠ, 'খ', তৃতীয় পাণ্ডুলিপির পাঠ 'গ' এবং চতুর্থ পাণ্ডুলিপির পাঠটিকে 'ঘ' লিখে বোঝানো হয়েছে।

প্রথম খসড়া অর্থাৎ পাণ্ডুলিপি ক-এর পাঠ পূর্ণাঙ্গ আকারে মুদ্রিত হল। উপন্যাসের এই প্রাথমিক রূপটির ক্রমিক পরিণতির পরিচয় তুলে ধরার উদ্দেশ্যে প্রথম পাঠের বিভিন্ন স্থানে সংখ্যা চিহ্নিত করে পরবর্তী পাণ্ডুলিপির পাঠে সেই স্থানে রবীন্দ্রনাথ যে পরিবর্তন ঘটিয়েছেন সেগুলি পাঠান্তর অংশে উক্ত সংখ্যার পাশে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ-সহ উদ্ধার করা হয়েছে।

পাঠান্তরের প্রকৃতি বোঝাতে এখানে যে-নিয়মগুলি অনুসরণ করা হয়েছে নীচে তার উল্লেখ করা হল :

১. প্রথম পাঠের কোনো শব্দ যদি পরের কোনো পাঠে বর্জিত হয়ে থাকে তবে প্রথম পাঠে শব্দটিকে সংখ্যা চিহ্নিত করে পাঠান্তর অংশে সেই সংখ্যার পাশে পাণ্ডুলিপির উল্লেখ-সহ শব্দটি লিখে '[বর্জন]' নির্দেশ করা হয়েছে।

২. প্রথম পাঠের কোনো শব্দ পরের পাণ্ডুলিপিতে লেখার পর কেটে দেওয়া হলে 'পাঠান্তর' অংশে শব্দটিকে মাঝ-বরাবর রেখাঙ্কিত করে দেখানো হয়েছে।

৩. প্রথম পাঠের সঙ্গে পরবর্তী পাণ্ডুলিপিগুলিতে যদি কোনো নতুন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ সংযোজন করা হয়ে থাকে তবে প্রথম পাঠের যে শব্দটির পরে ঐ সংযোজন ঘটেছে সেই শব্দটি সংখ্যা চিহ্নিত করে 'পাঠান্তর' অংশে সংযোজিত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের পাশে '[সংযোজন]' লেখা হয়েছে।

৪. যেখানে প্রথমপাঠে অনুপস্থিত কোনো শব্দ, বাক্যাংশ বা বাক্য পরের কোনো পাণ্ডুলিপিতে তোলাপাঠের মতো বাক্যের মাথায় সংযোজন করা হয়েছে 'পাঠান্তর' অংশে উল্লেখের সময় তাদের দুপাশে '↑' চিহ্ন দিয়ে বোঝানো হয়েছে।

৫. যেখানে প্রথম পাঠে উপস্থিত কোনো শব্দ বা শব্দগুচ্ছ পরবর্তী পাণ্ডুলিপিতে লেখার পর দ্বিতীয়ভাবনায় তা কেটে দিয়ে বাক্যের মাথায় তোলাপাঠ আকারে নতুন শব্দ বা শব্দগুচ্ছ যোগ করেছেন, সেখানে প্রথমে কেটে দেওয়া পাঠটি রেখাঙ্কিত করে কেটে, পাশে তোলাপাঠটি '↑' চিহ্নের মাঝখানে লেখা হয়েছে।

৬. প্রথম পাণ্ডুলিপির কোনো একটি বাক্যাংশ, বাক্য বা একাধিক বাক্যযুক্ত অংশ পরবর্তী পাণ্ডুলিপিতে পরিবর্তিত হলে প্রথম পাঠের ঐ অংশটির সূচনায় ও শেষে একই সংখ্যা বসিয়ে মধ্যবর্তী অংশটির পরিবর্তনের কথা বোঝানো হয়েছে। এ ক্ষেত্রে পরিবর্তিত অংশটি কোন্ পাণ্ডুলিপিতে কেমন রূপ নিয়েছে 'পাঠান্তর' অংশে পাণ্ডুলিপি নির্দেশ-সহ তা উদ্ধৃত করা হয়েছে।

টীকা

পাঠভেদ। অন্যান্য প্রসঙ্গ

১. গ: শুনেচি।

২. ঘ: প্রধানত [বর্জিত]

৩. খ: ঋতুর সঙ্গে তুলনা করা যায় যদি

৪. খ: [অনুচ্ছেদ ভাগ]

৫. ঘ: মধুর

৬. খ: মায়ামন্ত্রের গুণ ঘ : মায়ামন্ত্র

৭. খ: গোপন [সংযোজন]

৮. ঘ: 'যেখানে' শব্দের আগে 'সে' লিখে কাটা হয়েছে।

৯. খ: বীণায় সোনার ↑একটি↑ তার টি

গ: ~~সোনার~~ ↑বীণায়↑ ~~বীণার~~ সোনার একটি তার

ঘ: সোনার বীণায় একটি ↑নিভৃত↑ তার

১০. খ: সর্ব্ব

১১. গ: দুটি অনুচ্ছেদের মাঝখানে একটি অতিরিক্ত ফাঁক দেওয়া হয়েছে

ঘ: অনুচ্ছেদের শেষে ছেদচিহ্ন '—॥—' ব্যবহার করা হয়েছে।

১২. খ: শর্ম্মিলা ~~সেই~~ মায়ের জাত

১৩. খ: শান্ত [সংযোজন] ঘ: দুই [বর্জন]

১৪. ঘ: ↑মন্থর তার চাহনি ;↑

১৫. ঘ: নব [সং]

১৬. ঘ: দেহ, টি

১৭. ঘ: মোটা [বর্জন]

১৮. ঘ: ↑অরুণ↑ [সং]

১৯. ঘ: ↑সাড়ির কালো পাড়টি অতি প্রশস্ত ;↑

২০. ঘ: সোনার [বর্জন]

২১. ঘ: দুই [সং]

২২. গ: প্রসাধনের

২৩. গ: সাধনার ঘ: সাধনের

২৪. ঘ: জীবনলোকে

২৫. খ: একটু ঘ: কোনো

২৬. খ: ~~স্থান~~ ↑ফাঁক↑ ঘ: প্রত্যন্তদেশ

২৭. খ: যা তার ~~সতর্ক অধিকারের~~ ↑সতর্কতার↑বাইরে

গ: যা তার ~~সতর্কতার~~ ↑দৃষ্টির↑ বাইরে

ঘ: ~~যা~~ ↑যেখানে↑ তার সাম্রাজ্যের ~~বাইরে~~ ↑প্রভাব দুর্ব্বল।↑

২৮. খ: স্বামী অসাবধান, ~~অকাতরে~~ ↑অমনোযোগে↑

গ: ~~স্বামী অসাবধান, অমনোযোগে~~

২৯. খ: নিজের ক্ষতি করাই তার (x...x) ↑নিত্যনৈমিত্তিক।↑ অথচ ক্ষতি হলে ঘোরতর ব্যস্ত হয়ে ওঠে। স্বামীর শৈথিল্য ↑নিয়ে↑ শর্ম্মিলা (x..x) ↑সস্নেহে তাকে তিরস্কার করে,↑

গ: [পাণ্ডুলিপি 'খ'-এর পাঠটির পরিবর্তে নতুন অংশ লেখা হয়েছে—].

স্ত্রীর অতিযত্নের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। ~~তার~~ লেখবার ~~টেবিলে~~ কলমটা টেবিলের এ ~~পাশ~~ ↑ধার↑ থেকে ও ~~পাশে~~ ↑ধারে↑ ক্ষণকালের জন্যে যদি অগোচর হয় তাহলে ~~স্ত্রী এসে সেটা বের করে দেয়~~। ↑সেটা ~~বের করে দেবার ভার স্ত্রীর পরে।~~ পুনরাবিষ্কার করবার ভার স্ত্রীর পরে।↑ ভিন্ন রঙের মোজা জোড়ার এক এক পাটি ~~পরে~~ এক এক পায়ে ↑পরে' বসে,↑ স্ত্রী এসে তার সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ ~~সংলগ্ন করে~~ ↑জোড়া লাগিয়ে↑ সে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে তারপরে ~~সেই~~ অপ্রত্যাশিত ~~বন্ধু~~ ↑অতিথি↑ সমাগমের ↑দুরূহ↑ দায় পড়ে স্ত্রীর উপর। উপরওয়ালার সঙ্গে জরুরী দেখা করবার অপরানে টেনিস সুট পরে যখন ~~সে~~ ↑স্বামী↑ খেলতে বেরচ্চে স্ত্রী এসে বাধা দেয়। ~~সে~~ ↑শশাঙ্ক↑ নিশ্চয় ↑জানে↑ তার দিন যাত্রায় কোন ত্রুটি ঘটলেই স্ত্রীর চোখে ধরা পড়বেই, এই জন্যে ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে উঠেচে। স্ত্রী সস্নেহে তিরস্কারে তাকে প্রায়ই

ঘ: স্ত্রীর অতিলালনের আওতায় স্বামীর মন হয়ে পড়েছে অসাবধান। লেখবার কলমটা ~~টেবিলের এধার থেকে ওধারে গেলে~~ ↑অতি সামান্য দুর্য্যোগে↑ ক্ষণ কালের জন্যে অগোচর হলে সেটা পুনরাবিষ্কারের ভার স্ত্রীর পরে। স্নানে যাবার পূর্ব্বে হাত ঘড়িটা কোথায় ফেলেছে শশাঙ্কর হঠাৎ সেটা মনে পড়ে না, স্ত্রীর সেটা নিশ্চিত চোখে পড়ে। ভিন্ন রঙের দু-জোড়া মোজার এক এক পাটি এক-এক পায়ে পরে' ~~বসে~~ ↑বাইরে যাবার জন্যে যখন সে প্রস্তুত,↑ স্ত্রী এসে তার সংশোধন করে দেয়। বাংলা মাসের সঙ্গে ইংরেজি মাসের তারিখ জোড়া দিয়ে বন্ধুদের নিমন্ত্রণ করে, তারপরে অকালে অপ্রত্যাশিত অতিথি সমাগমের আকস্মিক দায় পড়ে স্ত্রীর উপরে। শশাঙ্ক নিশ্চয় জানে ~~তার~~ দিনযাত্রার কোথাও ত্রুটি ঘটলেই ~~তার~~ স্ত্রীর হাতে ↑তার↑ সংস্কার হবেই, তাই ত্রুটি ঘটানোই তার স্বভাব হয়ে উঠেচে। স্ত্রী সস্নেহ তিরস্কারে

৩০. গ: আর তো পারিনে।

৩১. খ: দৈবক্রমে [বর্জন]

৩২. গ: তাহলে ঘ: তবে

৩৩. খ: ↑হোত ফাঁকা,↑ পোড়ো ফসলের ক্ষেতের ↑মতো↑। (x...x)

গ: ↑হোতো↑ ফসলের পোড়ো জমির মতো।

ঘ: হোত অনাবাদী ফসলের জমির মতো।

৩৪. গ: ['....দিনগুলো হোতো ফসলের পোড়ো জমির মতো।' বাক্যের পর (ক) চিহ্ন দিয়ে একটি পৃথক পৃষ্ঠা সংযোজন করেছেন। খাতার চেয়ে প্রস্থে কম চওড়া এই পৃষ্ঠার মাথায় (ক) লিখে পৃষ্ঠার একপিঠে পাতা ভর্তি করে লিখেছেন। অর্থাৎ পৃথক পৃষ্ঠায় লেখা অংশটি খাতার (ক) চিহ্নিত অংশে সংযোজন করতে চেয়েছেন। সংযোজিত অংশটি প্রথম ও দ্বিতীয় পাঠের কাহিনীতে অন্যত্র উপস্থিত ছিল। পৃথক পৃষ্ঠায় লেখা সংযোজিত অংশটি—]

কেবল ↑মাত্র↑ ঘরের মধ্যে ওর আরামের দিকেই যে শর্ম্মিলার ↑স্নেহ↑ দৃষ্টি তা নয় বাইরে ওর সম্মানের কোনো হানি না হয় সে দিকে তার সতেজ সতর্কতা। একটা তার দৃষ্টান্ত দেখাই।

একবার ওরা বেড়াতে গিয়েছিল পশ্চিমের কোন্ পাহাড়ে। আগে থাকতে কামরা রিজার্ভ করা ছিল। জংশনে এসে গাড়ি বদ্লিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দ্দিপরা পেয়াদারা ওদের বেদখল করবার উদ্যোগে আছে। স্টেশানমাস্টার এসে মস্ত এক জেনেরালের নাম করে বল্লে, কামরাটা তাঁরা, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েচে। শশাঙ্ক অন্যত্র যাবার আয়োজন করচে, শর্ম্মিলা গাড়ির উপর উঠে দরজা আগ্লিয়ে বল্লে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারী কর্ম্মচারী, উপরওয়ালার জ্ঞাতিগোত্রকে নিরাপদে এড়িয়ে চল্তে সে অভ্যস্ত। সে যত বলে, "দরকার কি, আরো তো গাড়ি আছে।" শর্ম্মিলা কানই দেয় না। জেনেরাল দূর থেকে স্ত্রী মূর্ত্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জানো, এ লোকটা কে ?" শর্ম্মিলা বললে, জানবার দরকার নেই। তোমার কাছে ও মস্ত বড়ো। আমার কাছে তুমিই বড়ো।" শশাঙ্ক জিজ্ঞাসা করলে, "যদি অপমান করে বসত ?" শর্ম্মিলা জবাব দিলে, "তখন আসত তোমার পালা। আমি রেখেছি তোমার মান, আমার মান রাখতে হোত তোমাকে।"

ঘ: ~~কেবল~~ ঘরের আরামে এর যেমন স্নিগ্ধ দৃষ্টি, ~~স্বামীর~~ বাইরে সম্মান বাঁচাবার জন্যে এর তেমনি ~~তীক্ষ্ণ~~ সতেজ সতর্কতা। একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়চে।

একবার ওরা বেড়াতে গিয়েছিল নৈনিতালে। আগে থাকতে সমস্ত পথ কামরা ↑ছিল↑ রিজার্ভ করা ~~ছিল~~। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দ্দিপরা দুর্জ্জন মূর্ত্তি ওদের বেদখল করবার উদ্যোগে আছে। স্টেশানমাস্টার এসে এক বিশ্ববিশ্রুত জেনেরালের নাম করে বল্লে কামরাটা তাঁরই, ভুলে অন্য নাম খাটানো হয়েচে। শশাঙ্ক ↑চক্ষু বিস্ফারিত করে সসম্ভ্রমে↑ অন্যত্র যাবার ~~আয়োজন~~ ↑উপক্রম↑ করচে ; শর্ম্মিলা গাড়িতে উঠে দরজা আগলিয়ে বল্লে, "দেখতে চাই কে আমাকে নামায়। ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারী কর্ম্মচারী, উপরওয়ালার জ্ঞাতি গোত্রকে যথোচিত পাশ কাটিয়ে ↑নিরাপদ পথে↑ চল্তে সে অভ্যস্ত। সে ↑ব্যস্ত হয়ে↑ যত বলে "আহা, কাজ কি, আরো তো গাড়ি আছে—" শর্ম্মিলা কানই দেয় না। অবশেষে জেনেরাল ↑সাহেব↑ রিফ্রেশমেন্ট রুমে আহার সমাধা করে ↑চুরুট মুখে↑ দূর থেকে স্ত্রী মূর্ত্তির উগ্রতা দেখে গেল হটে'। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জানো কত বড়ো লোকটা।" স্ত্রী বল্লে, "জানবার গরজ নেই। ~~তোমার কাছে ওরা বড়ো আমার কাছে তুমি বড়ো।~~ ↑যে গাড়িটা

আমাদের সে গাড়িতে ও তোমার চেয়ে বড়ো নয়।"↑ শশাঙ্ক (x...x) প্রশ্ন করলে, "যদি অপমান করত।" শর্ম্মিলা ~~বললে~~ জবাব দিলে, ~~তখন আসত তোমার পালা। আমি রেখেছি তোমার মান, তুমি রাখতে আমার।~~" ↑"তুমি আছ কী করতে।"↑

— ॥ —

[ছেদ চিহ্ন দিয়ে পরিচ্ছেদ ভাগ করা হয়েছিল।]

৩৫. খ: (x...x) ↑~~সাংসারিক প্রমাদ ঘটবার দিকে↑ সঙ্কট বাধানো, আর শর্ম্মিলার xসাধনাx ↑সার্থকতা↑ হলো ওকে সঙ্কট হতে রক্ষা করা~~।

শশাঙ্ক শিবপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়র। বিষয় কাজে যাই হোক এ কাজে তার সুনাম আছে। ~~অল্প দিনের মধ্যে~~ ডিস্ট্রিক্ট্ এঞ্জিনিয়রী পদে একটিনি করেছে। এইবার উচিত ছিল পাকা হওয়া। অন্যায় বাধা পড়ল। নিজের যোগ্যতা ডিঙিয়ে যে লোকটা তার আসন দখল করল, সে ইংরেজ, তার ছিল সম্পর্ক ও সুপারিসের জোর। শশাঙ্কর মন অত্যন্ত খারাপ হয়ে গেল।

গ: ~~শশাঙ্ক শিবপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়র। ঘরের কাজে ↑জীবনযাত্রায়↑ তার যতই ঢিলেমি থাকনা, তার চাকরির কাজে সে খুব পাকা।~~

[এই কেটে দেওয়া অংশের পূর্বে (ক) চিহ্ন দিয়ে পৃথক পৃষ্ঠায় লিখে যোগ করেছিলেন। খাতার মূল রচনাংশে '....দিনগুলো হোত ফসলের পোড়ো জমির মতো।' বাক্যের শেষে খানিকটা ফাঁক দিয়ে উপরোক্ত বাক্যদুটি লিখে কেটে দিয়েছেন। পরিবর্তে ঐ জায়গা থেকে দাগ টেনে নিয়ে গিয়ে বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় কিছুটা লিখে যোগ করেছেন। বাঁ পৃষ্ঠার পাঠ—]

< ~~শশাঙ্কের~~ ↑শশাঙ্ক শিবপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়ার। ওর↑ চালচলন ~~টা~~ হয়ে উঠেচে বিলিতি। সেই বিলেতটা কলকবজা মুল্লুকের বিলেত। (x...x) ↑আধাভদ্র↑ ইংরেজ ও ফিরিঙ্গি ফোর্‌ম্যান জাতের বিলেত। ভাষাটা মোলায়েম নয়, ↑বিদেশী দুর্ব্বাক্য উচ্চারণের কায়দা জানে,↑এবং↑অন্তত কর্ম্মস্থানে↑ আহার বিহার ~~কিঞ্চিৎ~~ ↑কথঞ্চিৎ↑ স্থূল গোছের। শক্তরকম কাজ যত কিছু তাতেও সে ঐ বিদেশী মজুরদের কাছে কোনো অংশে কম নয়। বন্দুকের লক্ষ্যভেদ পাল্লায় প্রায় ও প্রথম শ্রেণীয় প্রাইজ পায়। ভলন্টিয়ার দলে ~~ও~~ ↑ওর↑ কর্ণেল পদ। ~~পেয়েছে।~~ ফ্রি মেসনলজে ওর সম্মান উচ্চ। সন্ধ্যাবেলায় বাড়ি ফিরে এসে ~~ও~~ দুই এক পেগ ~~মদ~~ ↑হুইস্কি↑ খেয়ে থাকে। নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ যাতে অতিক্রম না করে সে সম্বন্ধে ঘরের শাসন কখনো শিথিল হয় না। যে দিন ↑ওর ~~ঘরে~~ বাসায়↑ কারখানা ঘরের দলবলের নিমন্ত্রণ থাকে সেদিন শর্ম্মিলা বাড়ি ছেড়ে চলে যায়। এদের কাছে শর্ম্মিলা অন্তঃপুরচারিণী মেয়ে। ওদের সামনে স্ত্রীকে বের করতে শশাঙ্করও সঙ্কোচ ~~বোধহয়~~ ↑আছে↑।

ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাকনা, চাকরির কাজে সে খুব পাকা।>

[পরবর্তী অংশ ডান পৃষ্ঠায় মূল রচনাংশের সঙ্গে লেখা—]

তার প্রধান কারণ, তার কর্ম্মস্থানে যে গ্রহের সতর্ক দৃষ্টি, ~~আছে~~ সে তার ↑আপন↑ স্ত্রী নয়, সে হচ্চে যাকে ↑চলতি ভাষায়↑ বলে বড়ো সাহেব। ↑শশাঙ্ক↑ ডিস্ট্রিক্ট্ এঞ্জিনিয়ারি

পদে সম্প্রতি এক্‌টিনি করচে। এইবার উচিত ছিল পাকা হওয়া। কর্ত্তৃপক্ষ তার উপরে যথোচিত সন্তুষ্ট। কিন্তু অন্যায় বাধা পড়ল। যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা ~~ব~~ ↑সত্ত্বেও↑ যে ইংরেজ ↑যুবক↑ বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন দখল করলে, কর্ত্তৃপক্ষের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তার সম্পর্ক ও সুপারিস ~~নিয়ে~~ ↑বহন করে↑ তার এই ~~অকস্মাৎ~~ ↑অভাবনীয়↑ আবির্ভাব।

< শশাঙ্ক বুঝে নিয়েছে যে এই অর্ব্বাচীনকে উপরের চৌকিতে খাড়া করে রেখে কাজ চালিয়ে নিতে হবে ওকেই। < কর্ত্তৃপক্ষ ↑পিঠে চাপড় মেরে↑ বল্‌লে, "ভেরি সরি, কিন্তু মজুমদার, যত শীঘ্র পারি তোমাকে উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" ~~কিন্তু~~ ↑তবুও↑ আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল।

ঘ: শশাঙ্ক শিবপুরের পাস করা এঞ্জিনিয়ার। ঘরের জীবনযাত্রায় শশাঙ্কের যতই ঢিলেমি থাক্ চাকরির কাজে সে পাকা। তার প্রধান কারণ কর্ম্মস্থানে যে গ্রহের নির্ম্মম দৃষ্টি সে হচ্চে যাকে চলতি ভাষায় বলে বড়ো সাহেব। স্ত্রী গ্রহ সে নয়। শশাঙ্ক ডিস্ট্রিক্ট এঞ্জিনিয়ারী পদে যখন একটিনি করচে এমন সময় আসন্ন উন্নতির ~~তে বাধা পড়ল~~ ↑মোড় ফিরে গেল উল্‌টো দিকে।↑যোগ্যতা ডিঙিয়ে কাঁচা অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও যে ইংরেজ যুবক বিরল গুম্ফরেখা নিয়ে তার আসন ~~খ~~ দখল করলে কর্ত্তৃপক্ষের ঊর্দ্ধতন কর্ত্তার সম্পর্ক ও সুপারিস বহন করে তার এই অভাবনীয় আবির্ভাব।

শশাঙ্ক বুঝে নিয়েচে এই অর্ব্বাচীনকে উপরের আসনে বসিয়ে ↑নীচে থেকে তাকেই↑ কাজ চালিয়ে নিতে হবে ~~নীচে থেকে তাকেই~~। কর্ত্তৃপক্ষ পিঠে চাপড় মেরে বল্‌লে, "ভেরি সরি মজুমদার, তোমাকে যত শীঘ্র পারি উপযুক্ত স্থান জুটিয়ে দেব।" এরা দুজনেই এক ফ্রীমেসন্‌লজের অন্তর্ভুক্ত।

তবু আশ্বাস ও সান্ত্বনা সত্ত্বেও সমস্ত ব্যাপারটা মজুমদারের পক্ষে অত্যন্ত বিস্বাদ হয়ে উঠল। ঘরে এসে ছোটোখাটো সব বিষয়ে খিট্‌খিট্ ~~করতে লাগল~~ ↑সুরু করে দিলে।↑ হঠাৎ ~~দেখতে পেলে আ~~ ↑চোখে পড়ল↑ তার আপিস ঘরের এক কোণে ঝুল, ~~হয়েছে~~, হঠাৎ মনে হোলো চৌকির উপরে যে সবুজ রঙের ঢাকাটা আছে সে রঙ ও দুচক্ষে দেখতে পারে না। ↑বেহারা বারান্দা ঝাঁড় দিচ্ছিল,↑ধূলো উড়চে বলে তাকে দিল একটা প্রকাণ্ড ধমক। ↑অনিবার্য্য ধূলো রোজই ওড়ে কিন্তু ধমকটা নতুন।↑

৩৬. ঘ: অসম্মানের খবরটা [সংযোজন]

৩৭. গ: ভাবলে সে যদি খবর পায় তাহলে ~~যে~~ নিশ্চয় সে এর উপরে আরো একটা জটা পাকিয়ে তুলবে ; হয়তো ↑স্বয়ং↑ তেড়ে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে আসবে নিতান্ত অমধুর ভাষায়।* বিশেষত ঐ ডোনাল্‌ড্‌সনের ↑পরে↑ ওর আগে থাকতেই রাগ

---

* 'বিশেষত...তার কারণটা' পর্যন্ত ডান দিকের পৃষ্ঠার নীচে ছোট ছোট করে লিখে যোগ করার পর বাকি অংশ বাঁদিকের পৃষ্ঠায় লিখতে শুরু করেছিলেন সংযোজন আকারে। কিন্তু এর আগে সংযোজনের জন্য ঐ পৃষ্ঠায় দুটি পৃথক অংশ লেখা হয়ে যাওয়ার ফলে তৃতীয় দফায় লেখা এই অংশটি সম্পূর্ণ হওয়ার পূর্বেই পাতা শেষ হয়ে যায়। ফলে পুনরায় ডান পৃষ্ঠায় ফিরে এসে পাতার নীচের মার্জিনের তলায় 'তার স্বামীর পদলাঘব...ওর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।' পর্যন্ত লিখে সংযোজিত অংশটি শেষ করেন।

আছে। তার কারণটা < আকস্মিক। বিবরণটা এই, সফর করবার সময় বড়ো সাহেব যে সার্কিটহৌসে আশ্রয় নেয় সেখানে বাগানে বাঁদরের উপদ্রব অত্যন্ত প্রবল হয়েছিল। পাড়ার লোক বাঁদরমারার বিরুদ্ধ, অথচ তাদের ফলের বাগান সবজির ক্ষেত বাঁদরদের আক্রমণে লণ্ডভণ্ড হয়ে যায়। ডোনাল্‌ড্‌সন ঠিক যে সময়ে বন্দুকের সাহায্যে বাঁদর তাড়াবার সঙ্কল্প করেছে ঠিক সেই সময়েই শশাঙ্ক খিড়কির দরজা দিয়ে বাগানের পিছন দিকে এসে উপস্থিত। সদর দরজা দিয়ে ঢোকাটাই প্রশস্ত। কিন্তু একেই বলে বিধিলিপি। লাগল দু চারটে গুলি ছিট্‌কে তার পায়ে। সেগুলো ↑কে↑ উদ্ধার ~~করতে~~ ↑করা হোলো↑ হাঁসপাতালে গিয়ে কিন্তু শর্ম্মিলার মনের মধ্যে রয়ে গেল বেদনা। তারপর থেকে ~~ওর~~ ↑ডোনাল্ডসনকে↑ সে দুচক্ষে দেখতে পারত না। যতই তাকে বোঝাবার চেষ্টা করা হয়েছে দোষটা সাহেবের নয়, শশাঙ্কর ততই তার উষ্মা আরো বেড়ে উঠেছে। বিশেষত শশাঙ্কর যারা শত্রুপক্ষ তারা বাঁদরকে মারার ↑সঙ্গে↑ শশাঙ্কের আঘাতকে মিলিয়ে উচ্চহাস্যে কৌতুক করেচে সেইটেতেই শর্ম্মিলাকে বেজেছে সবচেয়ে বেশি। শশাঙ্ক নিশ্চিত জানতে < তার স্বামীর পদলাঘব নিয়ে শর্ম্মিলার সমস্ত রাগটা পড়বে ~~ডোনাল~~ নিরপরাধ ডোনাল্ড্‌সনের পরে তাই দুর্য্যোগ ঘটবে ভয়ে খবরটা ওর কাছ থেকে লুকিয়ে রেখেছিল।

ঘ: ভাবলে ~~সে~~ যদি ~~খবর পায়~~ ↑তার কানে ওঠে↑ তবে ~~সে~~ আরো একটা জটা পাকিয়ে তুলবে,—হয়তো বা স্বয়ং কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্গে ঝগড়া করে ↑আসবে↑ অমধুর ভাষায়। বিশেষত ঐ ডোনাল্ড্‌সনের উপর তার রাগ আছে। একবার সে সার্কিটহৌসের বাগানে ~~ব~~ বাঁদরের উৎপাত দমন করতে গিয়ে ছররাগুলিতে শশাঙ্কর সোলার টুপি ফুটো করে দিয়েছে। বিপদ ঘটেনি কিন্তু ঘটতে তো ~~পারতো~~ ↑পারত↑। লোকে বলে দোষ শশাঙ্কেরই, সে শুনে তার রাগ আরো বেড়ে ওঠে ডোনাল্ডসনের পরেই। সকলের চেয়ে রাগের কারণ ~~ই~~ এই, বাঁদরকে লক্ষ্য করার গুলি শশাঙ্কর উপর পড়াতে তার শত্রুপক্ষেরা এই দুটো ব্যাপারের ~~কে মিলিয়ে~~ ↑সমীকরণ করে↑ উচ্চহাস্য করেচে।

৩৮. খ: স্ত্রী ~~র বুঝবার বাকি রইল না তার~~ ↑অনুভব করলে যে,↑ সংসারে একটা কাঁটা কোথা থেকে উঁচিয়ে উঠেছে। স্বামীকে প্রশ্ন না করেও ~~তার খবর~~ ↑সন্ধান↑ পেতে দেরি হোলো না। একেবারে আগুন হয়ে উঠল ; শশাঙ্ককে বল্‌লে, আর নয়, এখনি কাজ ছেড়ে দাও।

গ: কিন্তু শশাঙ্ককে নিয়ে কোথায় কি ঘটচে তার খবর নিতে শশাঙ্কর স্ত্রী নিরন্তর চর্চ্চায় পারদর্শিতা লাভ করেচে। প্রথম দুই চারদিন অনুভব করলে যে, সংসারে একটা কাঁটা কোন্ অদৃশ্য থেকে উঁচিয়ে উঠেছে। যখন দেখলে স্বামী কোনো কথাই বলে না, জিজ্ঞাসা করলে প্রশ্ন এড়িয়ে যায় তখন যথাস্থানে সন্ধান করতে দেরি হোলো না, এবং কথাটা গেজেটে প্রচার হবার পূর্ব্বেই ↑স্বয়ং↑ আবিষ্কার করলে।

কর্ত্তৃপক্ষ ওকে সম্মান করে। মাঝে মাঝে শর্ম্মিলা তার ওখানে চা খেতেও যায়। কিন্তু ↑বর্ত্তমান ঘটনায়↑ তার ওখানে গেলই না। শশাঙ্ককে বল্‌লে, "আর নয়, এখনি কাজ ছেড়ে দাও।"

ঘ: শশাঙ্কর পদলাঘবের খবরটা শশাঙ্কর স্ত্রী স্বয়ং আবিষ্কার করলে। স্বামীর* ~~শশাঙ্কর~~

---

* 'শশাঙ্কর' কেটে দিয়ে আগের লাইনের শেষে 'স্বামীর' সংযোজন।

রকম দেখেই বুঝেছিল ~~ওর~~ সংসারে কোন্ দিক থেকে একটা কাঁটা উঁচিয়ে উঠেচে। তারপরে কারণ বের করতে সময় লাগেনি। কন্‌স্টিট্যুশনাল এজিটেশনের পথে গেল না, গেল সেল্‌ফ্-ডিটার্মিনশনের অভিমুখে। স্বামীকে বল্‌লে, "আর নয়, এখনি কাজ ছেড়ে দাও।"

৩৯. খ: দিতে পারলে বিছের দংশন সারে, কিন্তু উপায় কি।

গ: দিতে পারলে (x) অপমানের রক্তশোষী জোঁকটা ~~↑পড়ে~~ বুকের কাছ থেকে↑ খসে ↑পড়ে↑। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সাম্‌নে আছে বাঁধা মাইনের ~~পা দূরপ্রসারিত পাকা ফসল ক্ষেতের প্রান্তে দিক্ সীমানায়~~ ↑ক্ষেত, এবং তার পশ্চিম দিগন্তে↑ পেন্সনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা। সেইখানে তার ভাবী বিশ্রামভবনের চূড়াটা দেখ্‌তে পাওয়া যায়।

ঘ: দিতে পারলে অপমানের জোঁকটা বুকের কাছ থেকে খসে পড়ে। কিন্তু ধ্যানদৃষ্টির সামনে ~~রয়েছে~~ প্রসারিত ↑রয়েছে↑ বাঁধামাইনের ~~ফসল ক্ষেত~~, ↑অন্নক্ষেত্র,↑ এবং তার পশ্চিম দিগন্তে পেন্সনের অবিচলিত স্বর্ণোজ্জ্বল রেখা।

৪০. খ: (x...x) বিয়ে করেছে ~~ছিল~~ ধনী ঘরের মেয়েকে, (x...x) শ্বশুর আশ্বস্ত হয়েছিলেন ওর স্বচ্ছলতার ক্রমোন্নতি হিসাব করে।(x) তাঁর মেয়েটিরও ~~যে আজ পর্য্যন্ত~~ (x...x) x~~অভাব অসুবিধা কিছু~~x↑~~অবস্থান্তর অনুভব করার হেতু↑ ঘটেনি ↑অনটন নেই কোন দিকে↑ বাপের ঘরের চালচলনে সঙ্কোচ করবার দরকার ছিল না। ↑ওর ঘরেও বজায় আছে।~~↑ < আজ পর্য্যন্ত অবস্থান্তর অনুভব করবার হেতু ঘটেনি। অঘটন নেই কোনোখানেই। বাপের ঘরের ফলাও চালচলন স্বামীর ঘরেও বজায় আছে। < ছেলেপুলে ~~হয়নি~~, ↑(x...x) হয়নি,↑ হবার বোধকরি আশা ~~নেই।~~ ↑ছেড়েছে↑ স্বামীর সমস্ত উপার্জ্জন অখণ্ডভাবে এসে পৌঁছয় ওরই হাতে। প্রয়োজন হলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে ~~শা~~ শশাঙ্কর উপায় ~~ছিল না~~ ↑নেই↑। দাবী অসঙ্গত হলে নামঞ্জুর ~~হোত~~, ↑হয়,↑ মাথা চুল্‌কিয়ে ↑সেটা↑ মেনে ~~নিত, তার স্বামী~~ ↑নেয়,↑ নৈরাশ্যটা পূরণ ~~হোত~~ ↑হয়↑ মধুর রসে। বড়মানুষের মেয়ে, ~~ধনে~~ আসক্তি ~~ছিলনা, অশ্রদ্ধাও ছিল না।~~ ↑নেই ধনে, উপেক্ষাও নেই,↑ অপব্যয় সইতে পারে না।

গ: শশাঙ্ক যখন ~~সে বৎসরের ↑তার~~ পরীক্ষা পাসের বছরে↑ এম, এস সি ডিগ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে দীপ্যমান তখনি তার বিবাহ হয় শর্ম্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যে শিবপুরে এঞ্জিনিয়রি পাশ করে। তারপরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে শ্বশুর রাজারামবাবু ওর ভাবী সচ্ছলতার ক্রমোন্নতি হিসাব করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। অবস্থান্তর অনুভব করবার ↑হেতু↑ তাঁর মেয়েটির আজ পর্য্যন্ত ঘটেনি। শুধু যে ↑সংসার যাত্রায়↑ অঘটন নেই তা নয়, ব্যবহারের যে ধারা ~~সেখানে~~ ↑বাপের বাড়িতে ওর↑ অভ্যস্ত ~~সেইটেই এখানে~~ ↑স্বামীর ঘরেও সেইটেই↑ চলে আসচে। তার প্রধান কারণ, ঐ পারিবারিক ↑দ্বৈরাজ্যে↑ ব্যবস্থাবিধির ভার প্রথম থেকেই শর্ম্মিলার ~~হাতে~~ ↑অধিকারে↑। শর্ম্মিলার ছেলেপুলে হয়নি, হবার বোধ করি আশাও ছেড়েছে। স্বামীর সমস্ত উপার্জ্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে ~~তার~~ ↑শশাঙ্কর↑ উপায় নেই। দাবী অসঙ্গত হলে নামঞ্জুর হয়, সেটা মেনে নেয় মাথা চুল্‌কিয়ে, অপর কোনো দিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে। শর্ম্মিলা ~~-র~~ জানে ~~আছে~~ আয়ের উন্নতি বিধানে শশাঙ্কের নৈপুণ্য আছে কিন্তু ~~ব্যব~~ ব্যয় সম্বন্ধে তার স্বভাব ↑শত↑ ছিদ্র ঘটের মত, হাতে যদি পায় কিছু, তবে অবিলম্বে মাটিতে পড়ে' সেটা মাটি হয়ে যায়। তাই বন্ধু

ও অবন্ধুরা যখন শশাঙ্কর কাছে নানা উপলক্ষ্যে অর্থের দাবী করে তখন ওকে স্পষ্টই কবুল করতে হয় যে, ঘরের কন্ট্রোলার জেনেরালের যদি চোখে ধূলো দিতে পারি তবেই সুযোগ ঘটতে পারে। বড়ো মানুষের মেয়ে আসক্তি নেই ধনে, উপেক্ষাও নেই, অপব্যয় সইতে পারে না।

ঘ: শশাঙ্ক ↑মৌলী↑ যে বছরে এম এস সি ডিগ্রির সর্ব্বোচ্চ শিখরে ~~অধিরোহণ করেচে~~ ↑সদ্য অধিরূঢ়,↑ সেই বছরেই তার শ্বশুর শুভকর্ম্মে বিলম্ব করেন নি—↑শশাঙ্কের↑ বিবাহ হয়ে ~~যায়~~ ↑গেল↑ শর্ম্মিলার সঙ্গে। ধনী শ্বশুরের সাহায্যেই এঞ্জিনিয়ারি পাস ~~করেচে~~ ↑করলে↑। তারপরে চাকরিতে দ্রুত উন্নতির লক্ষণ দেখে রাজারামবাবু জামাতার ভাবী সচ্ছলতার ক্রমোন্নতি ~~হিসাব~~ ↑নির্ণয়↑ করে আশ্বস্ত হয়েছিলেন। মেয়েটিও আজ পর্য্যন্ত অনুভব করেনি তার অবস্থান্তর ঘটেচে। শুধু যে সংসারে অনটন নেই তা নয় বাপের বাড়ির চালচলন এখানেও বজায় আছে। তার কারণ, এই পারিবারিক দ্বৈরাজ্যে ব্যবস্থাবিধি শর্ম্মিলার অধিকারে। ওর সন্তান হয় নি, হবার আশাও বোধকরি ছেড়েচে। স্বামীর সমস্ত উপার্জ্জন অখণ্ডভাবে এসে পড়ে ওরই হাতে। বিশেষ প্রয়োজন ঘটলে ঘরের অন্নপূর্ণার কাছে ফিরে ভিক্ষা না মেগে শশাঙ্কর উপায় নেই। দাবী অসংগত হলে নামঞ্জুর হয়, মেনে নেয় মাথা চুলকিয়ে। অপর কোনোদিক থেকে নৈরাশ্যটা পূরণ হয় মধুর রসে।

৪১. খ: শশাঙ্ক বল্‌লে "তোমার কষ্ট হবে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "তার চেয়ে আরো কষ্ট হবে অন্যায়টাকে গলা দিয়ে গিলতে।"

গ: শশাঙ্ক বল্‌লে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার ↑একলার↑ পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যেই ভাবি, তোমার কষ্ট হবে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "তার চেয়ে আরো কষ্ট হবে অবিচারের অন্যায়টাকে গলা দিয়ে গিল্‌তে যদি বাধ্য করো।"

ঘ: শশাঙ্ক বল্‌লে, "চাকরি ছেড়ে দেওয়া আমার পক্ষে কিছুই নয়। তোমার জন্যে ভাবি, কষ্ট হবে তোমারি।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "তার চেয়ে কষ্ট হবে ↑যখন↑ অন্যায়টাকে গিল্‌তে ~~যদি বাধ্য করো।~~ ↑গিয়ে গলায় বাধবে।"↑

৪২. খ: শশাঙ্ক ~~খানিকক্ষণ~~ চুপ করে বসে ভাবলে। বল্‌লে, "একটা কিছু কাজ করা চাই তো।"

গ: শশাঙ্ক বল্‌লে, "কাজ তো করা চাই। ধ্রুবকে ~~ছাড়লে একটা অধ্রুবেরও সন্ধান করতে হবে।~~ ↑ছাড়া সহজ। তারপরে অধ্রুবের সন্ধান বের করা দরকার।↑ সেটা কোন্ ~~দিকে~~ ↑পাড়ায়↑ আছে ঠাহর করতে পারচিনে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "ঠাহর করতে পারো না তার মানে আছে। ~~ঠাট্টা করে~~ তুমি যাকে বলো তোমার ↑সরকারী↑ চাক্‌রির লুচিস্থান, বেলুচিস্থান মরুভূমির ও পারে, সেদিকটার (x) ↑বাইরে↑ তোমার চোখ পড়ে না।"

শশাঙ্ক হেসে বল্‌লে, "~~সেদিকটার~~ ↑সর্ব্বনাশ। তার বাইরের↑ ভূগোল (x...x) ↑মণ্ডল↑ যে ~~অত্যন্ত বড়ো~~ ↑প্রকাণ্ড মস্ত। ~~তার~~ রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরবে কে ? আর ~~তার~~↑ উপযুক্ত

---

* তোলাপাঠের মাঝখানে তোলাপাঠ

দূরবীনই ↑বা↑ পাওয়া যাবে ↑মিলবে↑ কোথায় ?

ঘ: শশাঙ্ক বললে, "কাজ তো করা চাই। ধ্রুবকে ছেড়ে অধ্রুবকে খুঁজে বেড়াব ~~কোথায় ?~~ কোন্ পাড়ায় ?"

"সে পাড়া তোমার চোখে পড়েনা। ~~তার মনে আছে।~~ তুমি যাকে ঠাট্টা করে বলো তোমার চাকরির লুচি স্থান, বেলুচিস্থান মরুপ্রদেশের ওপারে, তার বাইরের বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে তুমি গণ্যই করো না।"

~~বাস্‌রে।~~ ↑সর্ব্বনাশ !↑ সে বিশ্বব্রহ্মাণ্ডটা যে মস্ত প্রকাণ্ড। রাস্তাঘাট সার্ভে করতে বেরবে কে ? অত বড়ো দূরবীন পাই কোন্ বাজারে ?

৪৩. খ: শর্ম্মিলার ~~দূর~~ ↑জ্ঞাতি↑ সম্পর্কের ভগিনীপতি কলকাতার বড়ো কন্ট্রাক্টর, শর্ম্মিলা ↑র↑ ~~বলে~~ ↑প্রস্তাব ~~এই যে~~↑ তার সঙ্গে ভাগে কাজ ~~করতে দোষ কি ?~~ ↑করা↑—

গ: শর্ম্মিলা বল্‌লে, "মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবেনা মশায়। আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের মথুরদা কলকাতার বড়ো কন্ট্রাক্টর। তার সঙ্গে ভাগে কাজ করলেই ~~হবে~~ ↑দিন চলে যাবে।"↑

ঘ: "মস্ত দূরবীন তোমাকে কষতে হবে না। আমার জ্ঞাতি সম্পর্কের মথুরদাদা কলকাতার বড়ো কন্ট্রাক্টর, তাঁর সঙ্গে ভাগে কাজ করলে দিন চলে যাবে।"

৪৪. খ: শশাঙ্ক ~~বিজ্ঞের মতো~~ বল্‌লে, "উপযুক্ত পরিমাণ টাকা দিতে না পারলে ভাগ সমান হবেনা। ~~তুলাদণ্ডে~~ ↑ওজনে↑ এপক্ষে ~~জোর~~ বাটখারায় কমতি, আর সব ঠিক।"

গ: "~~ভাগ~~ ↑ভাগটা↑ যে অদ্ভুত রকম ~~অত্যন্ত~~ অসমান হবে। ওজনে এপক্ষে বাটখারায় কমতি, আর সমস্তই ঠিক। ↑খুঁড়িয়ে সরিকী করতে গেলে পদমর্য্যাদা থাকবেনা।"↑

ঘ: "ভাগটা ↑ওজনে↑ অসমান হবে। এ পক্ষে বাটখারায় কমতি। খুঁড়িয়ে সরিকি করতে গেলে পদমর্য্যাদা থাকবেনা।"

৪৫. খ: "এ পক্ষে কোনো অংশে ~~কম~~ ↑কম্‌তি↑ নেই" এই বলে শর্ম্মিলা মনে করিয়ে দিলে যে, তার বাবা তার নামে ইন্‌সিওরেন্সের টাকা রেখে গেছেন—সরিকের কাছে খাটো হতে হবেনা।

গ: "এপক্ষে ~~কিছুই কমতি হবে না~~ ↑কোনো অংশেই কমতি নেই।↑ তুমি জানো বাবা আমার নামে ইন্‌শিউরেন্সের টাকা রেখে গেছেন। শরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবেনা।

ঘ: "এপক্ষে কোনো অংশেই কমতি নেই। তুমি জানো, বাবা আমার নামে ব্যাঙ্কে যে টাকা রেখে গেছেন, সুদে বাড়চে। সরিকের কাছে তোমাকে খাটো হতে হবেনা।"

৪৬. খ: [অনুচ্ছেদ]

৪৭. খ: কাপড় ধরে তাকে টেনে

গ: তাকে কাপড় ধরে টেনে

ঘ: স্বামীর কাপড় ধরে টেনে

৪৮. গ: তারপরে বল্‌লে, "জেব থেকে কলমটা বের করো। এই নাও চিঠির কাগজ।"

"জবরদস্তি করে দলিল সই করিয়ে নিতে চাও না কি ?"

"হ্যাঁ তাই চাই। ↑লেখো↑ রেজিগ্‌নেশন চিঠি, লেখ, ওটা ডাকে রওনা. করে না দিলে আমার শান্তি নেই।"

"আমারও শান্তি নেই বোধহয়।"

"অন্য লোকটার কাজে ভর্ত্তি হবার খবর আর তোমার রেজিগনেশন গেজেটে একসঙ্গে বের হওয়া চাই।"

লিখ্‌লে চিঠি। তারপরে সন্ধেবেলায় ~~পাড়ার লোক~~ ↑শর্ম্মিলা বান্ধবদের↑ ডেকে ধুম করে ভোজ দিলে।

ঘ: তারপরে বল্‌লে, "বের করো তোমার জেব থেকে ফাউন্টেনপেন্, এই নাও চিঠির কাগজ। লেখো রেজিগ্‌নেশন পত্র। সেটা ডাকে ↑রওনা↑ না ~~দিলে~~ ↑করে'↑ আমার শান্তি নেই।"

"আমারো শান্তি নেই বোধ হচ্চে।"

লিখলে রেজিগ্‌নেশন পত্র।

৪৯. খ: ['আমিও যে তোমারি' বাক্যে অনুচ্ছেদ শেষ হওয়ার পর কিছুটা স্থান ফাঁকা রেখে পরবর্তী অনুচ্ছেদ শুরু করেছিলেন 'বৃথা তর্ক করা শর্ম্মিলার স্বভাব নয়।' পরে ঐ ফাঁকা অংশে আঁকিবুকি কেটে ফাঁক বর্জনের নির্দেশ দিয়েছেন।]

৫০. খ: বৃথা তর্ক করা শর্ম্মিলার স্বভাব নয়। সে একেবারেই মথুরকে আনলে ডাকিয়ে। টাকাটা ছিল মোটা অঙ্কের, সুতরাং কথাবার্ত্তা মিটল সংক্ষেপে। লেখাপড়া পাকা হতে সময় লাগল না।

গ: পরদিনেই শর্ম্মিলা গেল কলকাতায়। উঠ্‌ল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিযোগ করে বল্‌লে, "একবারো আমাদের মনে করতে নেই ↑বুঝি↑। সে ভদ্রলোকও শর্ম্মিলাকে ঔদাসীন্যের ↑সেই একই↑ অপবাদ ফিরিয়ে দিতে পারত কিন্তু সে কথা তার ~~মনেই এলনা~~, ↑পুরুষের বুদ্ধিতেই↑ এলই না, ↑স্বীকার করলে অপরাধ; বল্‌লে কাজকর্ম্মে নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ নেই, তা ছাড়া ~~ওরা~~ ↑তোমরা↑ তো দূরে দূরে বেড়াও কখন্ বা ইত্যাদি।

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "কাগজে দেখ[ে]লুম*· তুমি ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ যা কোন্ এক জায়গায় ব্রিজ তৈরি করবার একটা মস্ত কাজ নিয়েচ।"

মথুরদাদার এত খবর যে শর্ম্মিলা রাখে এতে সে যেমন বিস্মিত তেমনি খুশি হোলো। খবরটা এঞ্জিনিয়ারিং কাগজ থেকে সংগ্রহ করে' শশাঙ্ক ওকে ~~জানাতে পারে~~ ↑সদ্য জানিয়েচে↑ এ ~~সম্ভাবনা~~ ↑সন্দেহ↑ ওর মাথায় এলো না।

মথুর বল্‌লে, কথা চল্‌চে বটে কিন্তু শেষ পর্যন্ত টিকবে কি না জানিনে।

কেন, বাধাটা কিসের?

অনেক টাকা দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে বখ্‌রায় কাজ করবার কথা ~~বার্ত্তা চলছিল।~~ ↑ছিল।↑ কিন্তু লোকটা যে রকম কষাকষি করচে তাতে বুঝতে পারচি ভাগের নিয়মে ও পাবে শাঁসটা আমি পাব খোসা, তাই ভাবচি লোভটা ছাড়তে হবে।

... দু লাইনের মাঝখানে ছোট হরফে লিখে সংযোজন

* 'ে' না কেটেই 'ল'-এ ' ু ' দেওয়া হয়েছে।

শর্ম্মিলা বল্‌লে সে কি কথা, ↑তা হলে↑ আমরা আছি কী করতে ? এরপরে লেখাপড়া পাকা হতে সময় লাগ্‌ল না।

ঘ: ~~মথুরদাদার সঙ্গে বোঝাপড়া হবার সদুপায়টা প্রশস্ত থাকাতে সরিকি সর্ত্তের দলিল তৈরি হতে বিলম্ব হোলো না।~~

[ওপরের বাক্যটি লেখার পর পরিচ্ছেদ সমাপ্তির চিহ্ন '—॥—' দিয়েছিলেন, পরে এই বাক্যটি কেটে দিয়ে বাঁদিকের খালি পাতায় নতুন অংশ লিখে সংযোজন করেছেন—]

< পরদিনেই শর্ম্মিলা চলে গেল ~~মথুর দাদার~~ ↑কলকাতায়।↑ উঠ্‌ল গিয়ে মথুরদাদার বাড়িতে। অভিমান করে বল্‌লে, "একদিনো তো ↑বোনের↑ খবর নাওনা। মেয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী হলে বলত, "তুমিও তো নাওনা।" পুরুষের মাথায় সে জবাব জোগালো না। অপরাধ মেনে নিলে। বল্‌লে, "নিঃশ্বেস ফেলবার কি সময় আছে। নিজে আছি কি না তাই ভুল হয়ে যায়। আর তাছাড়া তোমরাও তো দূরে দূরে বেড়াও।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "কাগজে দেখলুম ময়ূরভঞ্জ না মথুরগঞ্জ কোথায় একটা ব্রিজ তৈরির কাজ পেয়েছ। পড়ে এত খুশি হলুম। ↑~~যে কি বলব~~↑ তখনই মনে হোলো মথুরদাদাকে ↑নিজে গিয়ে↑ কন্‌গ্র্যাচুলেট করে আসি।"

"একটু সবুর কোরো খুকি। এখনো সময় হয় নি।"

ব্যাপারখানা এই :— ~~অনেক~~ নগদ টাকা ফেলবার দরকার। মাড়োয়ারি ধনীর সঙ্গে ভাগে কাজ করার কথা চল্‌ছিল, শেষকালে ~~দেখা গেল~~, ↑প্রকাশ হোলো↑ যে রকম সর্ত্ত তাতে শাঁসের ভাগটাই মাড়োয়ারির আর খোসার ভাগটাই ওর কপালে ~~জুটবে~~। তাই ~~ইতস্তত করচে।~~ ↑পিছোবার চেষ্টা।↑

শর্ম্মিলা ক্ষুণ্ণ হয়ে বল্‌লে, "এ কখনো হতেই পারেনা। ভাগে কাজ করতেই যদি হয় আমাদের সঙ্গে করো। এমন কাজটা তোমার হাত থেকে ফসকে গেলে ভারি অন্যায় হবে। আমি থাকতে এ ~~কখনো~~ হতেই দেব না,*যাই বলো তুমি।*

এরপরে লেখাপড়া হতে দেরি হোলো না। মথুরদাদার হৃদয়ও ↑~~সৌভ্রাত্রে~~↑ বিগলিত হোলো।<

৫১. ঘ: ~~এর আগে~~

৫২. খ: কাজের দানোয় যেন পেয়ে বসল শশাঙ্ককে। হাতে ঘড়ি আঁটা, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট্‌ পরা, ~~পুরোদমে~~ ↑চামড়ার কোমরবন্দ্‌ আঁটা, ঊর্ধ্বশ্বাসে↑ লেগে গেল কাজে। চাকরির ~~কাজে~~ ↑দিনের↑ ফাঁকে ফাঁকে ছুটি ছিল, এখন সময়টা ↑একেবারে↑ নিরেট ~~হয়ে উঠেচে~~। যত শীঘ্র পারে স্ত্রীর টাকা শোধ হওয়া চাই। তাড়াটা প্রধানত ↑ছিল↑ সেই তাগিদেই, ~~ছিল~~ পরে সেটাই ~~অভ্যাস~~ হয়ে উঠল ~~মৌতাতের মতো~~ ↑~~মৌতাৎ।~~ নেশা।↑

~~এদের~~ ↑ইতিপূর্ব্বে সংসারে↑ অপব্যয়ের ধারা ~~আগে এক~~ ↑বইত একই↑ খাদে, ~~বইত~~, এখন ↑হোলো তার↑ দুই শাখা ~~হয়ে গেল~~। একটা ব্যাঙ্কের দিকে, আর একটা ঘরের দিকে। ঘরকন্নার বরাদ্দ পূর্ব্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কর অগোচরে—

... ছোটো হরফে সংযোজন

(x) তেমনি আবার ব্যবসার চামড়া বাঁধানো মোটা খাতাটা শর্ম্মিলার পক্ষে ~~দুর্গম হয়ে রইল~~ ↑দুর্গ বিশেষ।↑ তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বামীর ব্যাবসায়িক জীবনের কক্ষপথটা ওর সংসারের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধি-বিধান খণ্ডিত হতে থাকে, জোরের সঙ্গে কিছু বল্‌তে পারে ↑না↑। মিনতি করে হাতে ধরে বলে,

গ: এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেচে, সে দায়িত্বের ~~সীমা ছিল~~ (x...x) ~~মনিব যখন ছিল বাইরে তখনি হিসেব করে কাজ চুকিয়ে দিলে আর কথা ছিল না।~~ ↑(x...x) ~~মতো~~ (x...x) ~~করা কাজে দাবি এবং দেয় তাল মিলিয়ে চলত।~~↑ < নির্দ্দিষ্ট সীমা ছিল। মনিব ~~তখন~~ ছিল ↑আপনার বাইরে ;↑ ~~তখন~~ দস্তুরমতো হিসেব-করা কাজে দাবী এবং দেয় ওজন মিলিয়ে চলত। ~~কখনো~~ কখনো এদিকে ~~বা~~ ↑কখনো↑ ওদিকে কিছু কিছু হোত কমি বেশী।< এখন নিজের প্রভুত্ব নিজেকে চালায়, ↑দাবী এবং দেয় এক হয়ে মিলে গেছে।↑ দিনগুলো ↑এখন পূর্ব্বের মতো↑ ছুটিতে কাজেতে মিশোল ~~ছিল এখন~~ ↑নয়,↑ সময়টা হয়েছে নিরেট। এখন ওর যে দায়িত্ব ~~সে নিজের কাছে এবং সে ইচ্ছাকৃত~~ তাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত বেশি। ↑আর কিছু নয়,↑ স্ত্রীর ঋণ যত শীঘ্র পারে শোধ করতেই হবে। মণিবন্ধে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট্‌পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ আঁটা, ↑চোখে রৌদ্রতাপ ও ধূলা নিবারণের রঙিন চষমা,↑ ঊর্দ্ধশ্বাসে লেগে গেল কাজে। কাজের মধ্যেই পেলে মুক্তি, নিজের কথা ভাববার সময় নেই বলেই তার আনন্দ। মনে ভেবেছিল স্ত্রীর টাকাটা শোধ হয়ে গেলেই হাঁফ ছেড়ে ধীরে সুস্থে ব্যবসা চালাবে.। শোধ হবার কিনারায় আসচে, তবু ইষ্টিমের দম কমায় না, মন উঠেচে মেতে।

ইতিপূর্ব্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারা চলত একই খাদে। এখন হোলো তার দুই শাখা। একটা ব্যাঙ্কের দিকে, আর একটা ঘরের দিকে। শর্ম্মিলার তহবিলে ঘরকন্নার বরাদ্দ পূর্ব্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার ~~বরাদ্দ~~ ↑রহস্য↑ শশাঙ্কর অগোচরে। তেমনি আবার ব্যবসার চামড়া বাঁধানো মোটা খাতাটা শর্ম্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গ বিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই, কিন্তু স্বামীর ব্যাবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান খণ্ডিত হতে থাকে, ঐ দিককার সীমানায় ওর জোর খাটে না। দুশ্চিন্তা থামাতে পারে না, মিনতি করে বলে,

ঘ: এর আগে চাকরির দায়িত্বে শশাঙ্ক কাজ করেচে, সে দায়িত্বের সীমা ছিল ~~নির্দ্দিষ্ট~~ ↑বাঁধা↑। মনিব ছিল নিজের বাইরে, দাবী এবং দেয় ↑সমান সমান↑ ওজন মিলিয়ে চলত। ~~কথা~~ এখন নিজেরই প্রভুত্ব নিজেকে চালায়। দাবী এবং দেয় একজায়গায় মিলে গেছে। দিনগুলো ~~আর~~ ছুটিতে কাজেতে মিশোনো ↑জাল-বোনা↑ নয়, সময়টা হয়েছে নিরেট। যে দায়িত্ব ওর মনের উপর চেপে রয়েছে সেটাকে ইচ্ছে করলেই ত্যাগ করা যায় বলেই তার জোর এত বেশি। স্ত্রীর ঋণ শুধ্‌তেই হবে, তারপরে ধীরে সুস্থে চলবার সময় ~~হবে~~ ↑পাওয়া যাবে।↑ হাতের কবজিতে ঘড়ি, মাথায় সোলার টুপি, আস্তিন গোটানো, খাকির প্যান্ট পরা, চামড়ার কোমরবন্ধ ↑শক্ত করে↑ আঁটা, ↑মোটা সুকতলাওয়ালা জুতো,↑ চোখে রোদ বাঁচাবার রঙীন চষমা,— শশাঙ্ক উঠে পড়ে লেগে গেল কাজে। স্ত্রীর ঋণ শোধ হবার কিনারায় যখন এলো, তখনো ইষ্টিমের দম কমায় না, মনটা তখন ↑স্বতই↑ উঠেচে গরম হয়ে।

ইতিপূর্ব্বে সংসারে আয়ব্যয়ের ধারাটা বইত একই খাদে, এখন হোলো দুই শাখা। একটা গেল ব্যাঙ্কের দিকে, আর একটা ঘরের দিকে। শর্ম্মিলার বরাদ্দ পূর্ব্বের মতোই আছে, সেখানকার দেনাপাওনার রহস্য শশাঙ্কের অগোচরে। আবার ব্যবসার ~~এই~~ ঐ চামড়া বাঁধানো হিসেবের খাতাটা শর্ম্মিলার পক্ষে দুর্গম দুর্গবিশেষ। তাতে ক্ষতি নেই। কিন্তু স্বামীর ব্যাবসায়িক জীবনের কক্ষপথ ওর সংসারচক্রের বাইরে পড়ে যাওয়াতে সেই দিক থেকে ওর বিধিবিধান ~~খণ্ডিত ↑দলিত~~ উপেক্ষিত↑ হতে থাকে। মিনতি করে বলে,

৫৩. খ: ফল হয় না।

ঘ: কোনো ফল হয় না। আশ্চর্য্য এই, শরীরও ভাঙচে না।

৫৪. খ: এখন [বর্জন]

৫৫. ঘ: ~~দাম্পত্য~~ ↑দাম্পত্যিক↑

৫৬. খ: সবেগে উপেক্ষা করে' শশাঙ্ক

৫৭. খ: বসে [বর্জন] চড়ে [সংযোজন]

গ: গাড়ি নিজে হাঁকিয়ে শিঙে বাজিয়ে

৫৮. গ: দুটো আড়াইটার

৫৯. খ: খাওয়া ও

৬০. খ: শর্ম্মিলার দায়িত্ব ওকে নিয়ে, ওর দায়িত্ব কাজ নিয়ে, এই দুটোর মধ্যে সামঞ্জস্যের আশা ~~আর নেই।~~ ছেড়ে দিতে হোলো।

গ: এই কাজের বিভাগে, স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ তার ~~লক্ষ্য করে, অল্পমাত্র~~ ↑দোহাই দিয়ে↑ হস্তক্ষেপ করতে শর্ম্মিলা ↑কেমন↑ যেন ভয় করে। ↑সকরুণ স্বরে↑ অল্পসল্প প্রতিবাদ ↑মাত্র↑ করে' ~~তার~~ ↑স্বামীর↑ দৈহিক অনিয়ম তার ব্যাবসায়িক কৃচ্ছ্রসাধন ↑সম্ভ্রমের সঙ্গে↑ মেনে যেতে হয়। বন্ধুদের কাছে সর্ব্বদাই আক্ষেপ করে, কিন্তু সেই আক্ষেপের মধ্যে পূরো পরিমাণ গর্ব্ব ~~আছে~~ ↑থাকে↑।

একদিন ওর মোটরগাড়ির সঙ্গে আর কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হোলো জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্ম্মিলা খবর পেয়ে ব্যাকুল হয়ে উঠ্‌ল। *শশাঙ্ককে হাতে ধরে বল্‌লে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"* শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিলে, বল্‌লে, "আপদ পরের হাতেও আসে, ~~তাতে আঘাত কম লাগে না~~ ↑তাতেও যে হাড় ভাঙবে সে আমারি হাড়↑।" *একদিন কোন্ বাড়ি মেরামৎ তদন্ত করতে গিয়ে প্যাকবাক্সর ভাঙা ~~টুকরোর~~ ↑কাঠের↑ উপর পা ফেলতেই জুতোর তলা ~~ভেদ করে~~ ↑ফুঁড়ে↑ দুটো তিনটে পেরেক তার পায়ে গেল ফুটে। তখনি ডাক্তারের বাড়ি গিয়ে পায়ে আয়োডিনের ব্যাণ্ডেজ লাগিয়ে ধনুষ্টঙ্কারের টিকে নিলে। *অস্থির হয়ে উঠ্‌ল শর্ম্মিলা, বল্‌লে, কিছুদিন চুপ করে থাকো, যেয়ো না ~~কাজে~~ ↑বাইরে↑। *শশাঙ্ক সংক্ষেপে বল্‌লে, "সে কি হয়? কাজ আছে যে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে "কিন্তু—"

... টানা লিখে যাওয়ার পর প্রত্যেকটি '*' চিহ্নিত বাক্যের আগে P লিখে অনুচ্ছেদ বিভাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

"না, কিচ্ছু হয় নি।" বলে ব্যাণ্ডেজসুদ্ধ চলে গেল কাজে।

আগে হলে শর্ম্মিলা অনর্থপাত করত, জোর খাটাত, ডাক্তারের সঙ্গে নিজে পরামর্শ করত। কিন্তু এখন কেমন সাহস হয় না। পুরুষের জোর দেখা দিয়েছে ; ~~সে~~ ↑সবরকম যুক্তিতর্ক কাকুতি মিনতির বাইরে↑ একটি মাত্র কথা,—কাজ আছে। শর্ম্মিলার উদ্বেগের সীমা নেই। যতক্ষণ শশাঙ্ক বাড়ি ফিরে ↑না↑ আসে, ওর ভয় হতে থাকে, বুঝি একটা আপদ ঘটেচে। রোদ্দুরে ঘুরে ~~বাড়িতে ফিরে~~ ↑ক্লান্ত হয়ে↑ ~~বাড়ি ফিরে~~ আসে, মুখ চোখ লাল, শর্ম্মিলার মনে হয় ইনফ্লুয়েঞ্জা হোলো বুঝি। বেশি উদ্বেগ প্রকাশ করবার সময়ও পায় না, ~~সাহসও হয় না।~~ ↑ভরসাও পায় না।↑ সবচেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে শর্ম্মিলার অভিভাবকতা যদিও সঙ্কীর্ণ হয়ে এসেচে তবুও একদিনের জন্যেও শশাঙ্কর শরীরে রোগতাপের কোনো লক্ষণ দেখা যায় না।

ঘ: একদিন ওর মোটর গাড়ির সঙ্গে আর কার গাড়ির ধাক্কা লাগল। নিজে গেল বেঁচে, গাড়িটা হোলো জখম, পাঠিয়ে দিল তাকে মেরামত করতে। শর্ম্মিলা ব্যতিব্যস্ত হয়ে উঠল। ↑বাষ্পাকুল কণ্ঠে↑ বল্‌লে, "গাড়ি তুমি নিজে হাঁকাতে পারবে না।"

শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দিয়ে বল্‌লে, "পরের হাতের ~~আপদ সমান~~ (x...x) ~~হাড় ভাঙে~~ ↑আপদও একই জাতের দুষ্‌মন।"↑

একদিন কোন্‌ মেরামতের কাজ তদন্ত করতে ↑গিয়ে↑ জুতো ফুঁড়ে তার ↑পায়ে ফুটল ভাঙা প্যাক্‌বাক্সের↑ পেরেক। হাঁসপাতালে গিয়ে ব্যাণ্ডেজ বেঁধে ধনুষ্টঙ্কারের টীকে নিলে। সেদিন কান্নাকাটি করলে শর্ম্মিলা, "বললে কিছুদিন থাকো শুয়ে।"

শশাঙ্ক অত্যন্ত সংক্ষেপে বল্‌লে, "কাজ ~~আছে~~।" এর চেয়ে বাক্য আর সংক্ষেপ করা যায় না।

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "কিন্তু—"

~~তার কথা শেষ না হতেই~~ ↑এবার বিনা বাক্যেই↑ ব্যাণ্ডেজ সুদ্ধ চলে গেল কাজে।

জোর খাটাতে আর সাহস হয় না। আপন ক্ষেত্রে পুরুষের জোর দেখা দিয়েচে। যুক্তিতর্ক কাকুতি মিনতির বাইরে একটিমাত্র কথা, ~~জো~~ "কাজ আছে।" শর্ম্মিলা অকারণে উদ্বিগ্ন হয়ে বসে থাকে। দেরি হলেই ভাবে মোটরে বিপদ ঘটেচে। রোদ্দুর ~~থেকে ফিরে এলে~~ ↑লাগিয়ে↑ স্বামীর মুখ যখন দেখে ↑রক্তবর্ণ,↑ মনে করে নিশ্চয় ইনফ্লুয়েঞ্জা। ভয়ে ভয়ে আভাস দেয় ডাক্তারের —ঐখানেই থেমে যায়। মন খুলে উদ্বেগ প্রকাশ করতেও আজকাল ভরসা হয় না।

৬১. খ: শশাঙ্ক দেখ্‌তে দেখ্‌তে রোদে-পোড়া খট্‌খটে হয়ে উঠেছে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্ত্তা সংক্ষিপ্ত। (x) শর্ম্মিলার সেবা এই দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল ~~রাখতে চেষ্টা করে।~~ ↑রেখে চলে। কিছু↑ খাবার সর্ব্বদাই তৈরি রাখতে হয় ; স্বামী কখন হঠাৎ অসময়ে বলে ~~যে আর~~ ↑বসবে,↑ পাঁচ মিনিটের মধ্যে ~~আমাকে বেরতে হবে।~~ ↑~~আমার~~ বেরোনো চাই।↑ মোটর গাড়িতে ↑গোছানো থাকে↑ সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে ↑রুটি মাখন↑ বিস্কুট জাতীয় শুক্‌নো ~~খাবার গোছানো থাকে।~~ ↑খাবার।↑ সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহ ভাঁজ করা ~~থাকে~~, ↑আছে↑ পাছে সময়াভাবে ময়লা কাপড় পরেই ~~বেরোতে হয়।~~ ↑বেরিয়ে পড়ে।↑ ~~মনে করে~~ প্রতিদিন কোটের পকেটে কিছু টাকা রেখে দিতে হয়, আগে সে বালাই ছিল না, —কোর্ত্তার জেবে যে ফাউন্টেন পেন থাকে তার কালী ভর্ত্তি আছে কিনা

তাও ~~দেখতে হয়।~~ ↑মনে করে' দেখে নেয়।↑ ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ~~ঠোকা~~ ঠোকর মারা ভাষার মতো। শর্ম্মিলার যে সেবা ছিল শ্রাবণের ↑একটানা↑ বাদল, সেটা এসে ঠেকেছে শরতের ~~খণ্ডখণ্ড~~ ↑টুকরো↑ বৃষ্টির পসলায়। ~~মনটা হায় হায় করে।~~ ব্যবসার ↑মধ্যে↑ শর্ম্মিলার যে ~~একটা~~ ↑একটুখানি↑ যোগ ছিল সেটাও গেল কেটে, ওর সেই টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েচে, ~~এত কড়া হিসেবে~~ ↑একেবারে মাপজোখ করা কড়া*হিসেবে।↑ বাস্‌রে। ~~বা~~ ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না, খানিকটা ফাঁক রেখে দেয়, ↑~~স্বাতন্ত্র্য রাখে~~,↑ সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।

গ: শশাঙ্ক দেখতে দেখ্‌তে রোদে-পোড়া খট্‌খটে হয়ে উঠ্‌চে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁ্যাট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্ত্তা সংক্ষিপ্ত। শর্ম্মিলার সেবা এই দ্রুতলয়ের তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। ষ্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্ব্বদাই গরম করে ~~রাখে~~ ↑রাখতে হয়,↑ কখন হঠাৎ অসময়ে স্বামী বলে বসে, "চল্‌লুম, আজ আমার ফিরতে দেরি হবে।" মোটর গাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে রুটিমাখন বিস্কুট জাতীয় শুক্‌নো খাবার। একটা ওডিকলোনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচর করে রেখে দেয়, রোদ্দুরে ঘুরে এসে রুমালে ভিজিয়ে কপালে লাগাতে পারে। গাড়ি ফিরে এলে পরীক্ষা করে দেখে এগুলো ব্যবহারে লেগেছে কি না। প্রায়ই দেখ্‌তে পায় যেমন ছিল তেমনিই আছে, কাজে লাগাবার সময়ও পায় নি মনেও থাকে নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্য ভাবে ভাঁজ করা থাকে, পাছে সময়াভাবে ময়লা কাপড় পরেই বেরিয়ে পড়ে। তৎসত্বেও সপ্তাহে অন্তত চারদিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। কোর্ত্তার জেবে ফাউন্টেন পেন আছে, পূর্ব্বাভ্যাস মতো তাতে কালী ভর্ত্তি করতে গিয়ে দেখে কাজের মানুষ নিজের গরজে নিজেই ভর্ত্তি করে ~~রাখে।~~ ↑রেখেছে।↑

বাইরে বেরবার সময় আগে অল্প কিছু টাকা শর্ম্মিলা ওর টাকার থলিতে পূরে রেখে দিত। আজকাল শর্ম্মিলার এই আনুকূল্য বাহুল্য হয়ে উঠেছে। ↑শশাঙ্ক↑ বড়ো বড়ো অঙ্কের নোট এবং চেকবই একদিনো নিতে ↑~~সে~~↑ ভোলে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকরমারা ভাষার মতো, সেও চলতে চলতে, পিছু ডাকতে ডাকতে, ↑বল্‌তে বল্‌তে ওগো শুনে যাও কথাটা।↑ শর্ম্মিলার যে নিত্য সেবা ছিল শ্রাবণের একটানা বাদল, সেটা ↑টুকরো টুকরো হয়ে↑ এসে ঠেকেচে শরতের ~~টুকরো~~ বৃষ্টির পসলায়। ওদের ব্যবসার মধ্যে শর্ম্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল সেটাও গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েচে একেবারে মাপজোখ করা নিয়মিত হিসেবে। ↑দস্তুরমতো রসিদ নিয়ে।↑ শর্ম্মিলা মনে মনে বলে, বাস্‌রে, ভালোবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারেনা। একটা জায়গায় ফাঁকা রাখে, সেই খানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।

ঘ: শশাঙ্ক দেখতে দেখ্‌তে রোদে পোড়া, খট্‌খটে হয়ে উঠেচে। খাটো আঁট কাপড়, খাটো আঁট অবকাশ, চালচলন দ্রুত, কথাবার্ত্তা ↑স্ফুলিঙ্গের মতো↑ সংক্ষিপ্ত। শর্ম্মিলার সেবা এই

* তোলাপাঠের মাঝখানে তোলাপাঠ

দ্রুত লয়ের সঙ্গে তাল রেখে চলতে চেষ্টা করে। স্টোভের কাছে কিছু খাবার সর্ব্বদাই গরম রাখতে হয়, কখন স্বামী হঠাৎ অসময়ে বলে বসে, "চল্‌লুম, ফিরতে দেরি হবে।" মোটর গাড়িতে গোছানো থাকে সোডাওয়াটার এবং ছোটো টিনের বাক্সে শুক্‌নো জাতের খাবার। একটা ওডিকলোনের শিশি বিশেষ দৃষ্টিগোচর রূপেই রাখা থাকে, যদি মাথা ধরে। গাড়ি ফিরে ~~এসে~~ ↑এলে↑, পরীক্ষা করে দেখে কোনোটাই ব্যবহার করা হয় নি। মন খারাপ হয়ে যায়। সাফ কাপড় শোবার ঘরে প্রত্যহই সুপ্রকাশ্যভাবে ভাঁজ করা, তৎসত্ত্বেও অন্তত সপ্তাহে চারদিন কাপড় ছাড়বার অবকাশ থাকে না। ঘরকন্নার পরামর্শ খুবই খাটো করে আনতে হয়েছে, জরুরি টেলিগ্রামের ঠোকরমারা ভাষার ~~মতো~~ ↑ধরণে,↑ সেও চল্‌তে চল্‌তে, পিছু ডাকতে ডাকতে, বল্‌তে বল্‌তে, ওগো শুনে যাও কথাটা। ওদের ব্যবসার মধ্যে শর্ম্মিলার যে একটুখানি যোগ ছিল ~~সেও~~ (x...x) ↑তাও↑ গেল কেটে, ওর টাকাটা এসেছে সুদে আসলে শোধ হয়ে। সুদও দিয়েচে মাপজোখ করা হিসেবে, দস্তুরমতো রসিদ নিয়ে। শর্ম্মিলা বলে, "বাসরে, ভালবাসাতেও পুরুষ আপনাকে সবটা মেলাতে পারে না। একটা জায়গা ফাঁকা রাখে, সেইখানটাতে ওদের পৌরুষের অভিমান।"

৬২. খ: চাকরির জাল কাটিয়ে.....অসহিষ্ণু হয়ে ওঠে। [বর্জিত]

৬৩. খ: লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক এবার নিজেদের একটা বাড়ি খাড়া করেচে ভবানীপুরে। শর্ম্মিলার নিরুদ্ধ কাজের বেগ ↑অবরুদ্ধ সেবার বেগ↑ পড়ল এই বাড়িটার ~~দিকে~~ ↑পরে↑। গোছানো গাছানো সাজানো গোজানোর অন্ত নেই। হাঁফিয়ে উঠ্‌ল দুই দুই জন বেহারা। ছাতা মাথায় দিয়ে বাগান করা চল্‌চে, ↑বাড়ির↑ সাম্‌নে ফুলের ↑কেয়ারি,↑ পিছনে সবজির ↑ক্ষেত↑। বৈঠকখানা ঘরে শশাঙ্ক ↑আজকাল↑ প্রায়ই বসে না, —তবু তাকে উদ্দেশ করে কুশন তৈরি হোলো নানা ফ্যাশনের, ফুলদানীও একটা আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ফুলকাটা আবরণ। দিনের বেলায় শোবারঘরে শশাঙ্কর সমাগম বন্ধ হয়েছে ~~অনেক দিন ↑হোল আমলে↑~~ কেননা আজকাল তার পঞ্জিকায় ~~রবিবারের~~ (x...x) ~~সোমবারেরই সাদৃশ্য~~ ↑(x...x) রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই।↑ অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন ~~ওকে ছটফটানি ধরে। বেরোয় না বটে কিন্তু আপিসে~~ ↑ও ছুটোছাঁটা কাজ খুঁজে বের করে। আপিস ঘরে↑ গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র খুলে বসে। তবু ↑সাবেককালের নিয়মে↑ শোবার ঘরে আরাম করবার সোফা ~~একখানা~~ অপেক্ষা করে থাকে, পানের বাটাতে আগেকার দিনের মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় ঝোলানো থাকে পাৎলা সিল্কের পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি। অপিস ঘরটাতে হস্তক্ষেপ শক্ত কাজ, ওটা ~~তার~~ ↑মেয়েলি↑ এলেকার ~~মধ্যে পড়েনা~~, ↑বাইরে,↑ তা নিয়ে ~~মাঝে মাঝে~~ মৃদুমন্দ ধমক খেতেও হয়, তবু সেখানেও সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমবায়সাধনে শর্ম্মিলার অধ্যবসায় ~~হার মানেনা~~ ↑অপ্রতিহত↑।

গ: লাভের টাকা থেকে ↑শশাঙ্ক↑ মনের মতো করে নিজেদের একটা বাড়ি খাড়া করেচে ভবানীপুরে। এটা ভারি ওর সখের জিনিস হোলো। স্বাস্থ্যের দিক থেকে, আরামের দিক থেকে, শৃঙ্খলার দিক থেকে বিচার করে নানা রকমের প্ল্যান ↑নিজের বুদ্ধি থেকে↑ উদ্ভাবন ~~করেচে~~ এবং অত্যন্ত আধুনিক আবিষ্কার থেকে সংগ্রহ করেচে। ভাঁড়ার এবং রান্নাঘরের ↑এবং বাসন ধোবার↑ আশ্চর্য্য ব্যবস্থা দেখিয়ে শর্ম্মিলাকে ~~সে~~ বিস্ময়াভিভূত করবার ~~একটি~~ চেষ্টা ~~করেচে~~

↑তার↑। শর্ম্মিলাও নিরতিশয় বিস্মিত হতে ত্রুটি করে নি— যদিও সেই সঙ্গেই মনে মনে ভেবে রেখেচে ↑যথাসময়ে কাউকে কিছু না বলে↑ কোথায় কোথায় নিজের সুবিধামত বদল করে নেবে। এই সঙ্গে এঞ্জিনিয়ার ছোটখাটো কাপড় কাচবার কলেরও পত্তন করে রেখেছে, কি করে যে সেটা ব্যবহার করতে হবে এবং করলে কত যে সুবিধা তা বারবার করে বুঝিয়েছে। শর্ম্মিলাও খুব ↑স্পষ্ট↑ করে বুঝেচে ; সুবিধা বিচার করে ↑অতিরিক্ত↑ উচ্চকণ্ঠে উৎসাহ প্রকাশ করেচে এবং মনে মনে বলেচে কাপড় ↑আজও↑ যেমন ধোবার বাড়ি যাচ্ছে ↑কালও↑ তেমনি যাবে। ↑ময়লা কাপড়ের গর্দ্দভবাহনকে বুঝি, বিজ্ঞান বাহনকে বুঝিনে।↑ আলুর খোসা ছাড়াবার বৈদ্যুতিক যন্ত্র, সে এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার, দেখে শর্ম্মিলা ~~গালে হাত দিয়ে বসে পড়ল~~ ↑বিস্ময়ে অবাক, বল্লে, আলুর দম তৈরি* করার দুঃখ অংশ চিরকালের মতো *অন্তত বারো আনা* গেল ঘুচে। পরে প্রকাশ পেয়েছে সেই যন্ত্রটা ফুটো ডেকচি, জীর্ণ কাৎলি, অব্যবহার্য্য লোহার ট্যাঙ্কের সঙ্গে' এক শয্যায় ↑চিরবিস্মৃতির↑ বিশ্রাম লাভ করেচে।

বাড়িটা ↑যখন↑ শেষ হয়ে গেল(x) তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্ম্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেল। <এর মধ্যে কোনো অস্থিরতা নেই বলেই তার সুবিধে।< শশাঙ্ক ↑নিজের↑ কাজে ব্যস্ত থাকে, এই ব্যাপারে তার দিক থেকে সহযোগিতা উপলক্ষ্যে বাধা পাবার আশঙ্কা ছিল না। ↑কোনো কিছু↑ তার নাপছন্দ হলেও এ নিয়ে ↑যে↑ উপদ্রব ~~করবে এমন~~ ↑~~(x...x)~~ সে পরিমাণ তার↑ উদ্বৃত্ত উৎসাহের ↑~~তার~~↑ অভাব ছিল।

বাড়িটার উন্নতিসাধনে একলা লাগ্‌ল শর্ম্মিলা। গোছানো গাছানো সাজানো গোজানোর ধূম ~~লেগে~~ ↑পড়ে↑ গেল। হাঁপিয়ে উঠ্‌ল দুই দুই জন বেহারা। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চল্‌চে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানা ঘরে সে আজকাল প্রায় বসেই না, তবু তারই ক্লান্ত পৃষ্ঠদেশের উদ্দেশ্যে কুশন ~~তৈরি হোলো~~ ↑নিবেদন করা হচ্চে↑ নানা ফ্যাশনের, ফুলদানী একটা আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ↑ঝালরওয়ালা↑ ফুলকাটা আবরণ। শোবারঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম বন্ধ, কেননা আজকাল তার পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্যছুটিতে কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন ছুটোছাঁটা কাজ ↑কোথা থেকে↑ সে খুঁজে বের করে, আপিস ঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চল্‌চে, শোবার ঘরে মোটা গদির সোফার ↑সামনে↑ আছে (x...x) ↑পশমের চটিজোড়া, সেখানে↑ পানের বাটাতে আগেকার দিনের মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাৎলা সিল্কের পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি। আপিস ঘরটাতে হস্তক্ষেপ শক্ত কাজ, ↑সেটা মেয়েলি এলেকার বাইরে,↑ তবু শশাঙ্কর অনুপস্থিতিতে ঝাড়ন হাতে ↑শর্ম্মিলা↑ সেখানে প্রবেশ করে, এবং প্রয়োজনীয় অপ্রয়োজনীয় (x)জটিল বৈচিত্র্যের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার সমবায়সাধনে (x...x) ~~তার~~ তার অধ্যবসায় সেখানেও অপ্রতিহত।

ঘ: লাভের টাকা থেকে শশাঙ্ক মনের মতো বাড়ি খাড়া করেচে ভবানীপুরে। ওর সখের জিনিষ। স্বাস্থ্য আরাম শৃঙ্খলার ~~নানান প্রকার~~ ↑নিতুন নতুন ~~প্ল্যান মাথায়~~ ↑প্ল্যান ↑আসচে মাথায়↑। শর্ম্মিলাকে আশ্চর্য্য করবার চেষ্টা ~~তার~~। শর্ম্মিলাও বিধিমত আশ্চর্য্য হতে ত্রুটি করে

* তোলাপাঠের মাঝখানে তোলাপাঠ।

না। এঞ্জিনিয়র একটা কাপড় কাচা ক কলের পত্তন করেচে, শর্ম্মিলা সেটাকে ঘুরে ফিরে দেখে খুব তারিফ করলে। মনে মনে বল্‌লে "কাপড় আজও যেমন ধোবার বাড়ি* যাচ্চে কালও তেমনি যাবে। ময়লা কাপড়ের গর্দ্দভবাহনকে বুঝি ↑বুঝে নিয়েছি,↑ তার বিজ্ঞানবাহনকে বুঝিনে।" আলুর খোসা ছাড়াবার যন্ত্রটা দেখে তার তাক লেগে গেল, বল্‌লে, "আলুর দম তৈরি করবার বারো আনা দুঃখ যাবে কেটে।" পরে শোনা গেছে সেটা ফুটো ডেকচি ভাঙা কাৎলি প্রভৃতির সঙ্গে এক ↑বিস্মৃতি↑ শয্যায় (x...x) নৈষ্কর্ম্ম্য লাভ করেছে।

বাড়িটা যখন শেষ হয়ে গেল তখন এই স্থাবর পদার্থটার প্রতি শর্ম্মিলার রুদ্ধ স্নেহের উদ্যম ছাড়া পেল। ↑সুবিধা এই যে এর ধৈর্য অটল।↑ গোছানো গাছানো সাজানো গোজানোর মহোদ্যমে দুই দুইজন বেহারা হাঁপিয়ে উঠ্‌ল, একজন ↑দিয়ে গেল↑ জবাব ~~দিয়ে গেল~~। ঘরগুলোর গৃহসজ্জা চলেচে শশাঙ্ককে লক্ষ্য করে। বৈঠকখানা ঘরে সে আজকাল প্রায়ই বসে না তবু তারি ক্লান্ত মেরুদণ্ডের উদ্দেশে কুশন নিবেদন করা হচ্চে নানা ফ্যাশনের ; ফুলদানি একটা আধটা নয়, টিপায়ে টেবিলে ঝালরওয়ালা ফুলকাটা আবরণ। শোবার ঘরে দিনের বেলায় শশাঙ্কর সমাগম আজকাল বন্ধ, কেননা তার আধুনিক পঞ্জিকায় রবিবারটা সোমবারেরই যমজ ভাই। অন্য ছুটিতে কাজ যখন বন্ধ থাকে তখন ছুটোছাঁটা কাজ কোথা থেকে সে খুঁজে বের করে, আপিসঘরে গিয়ে প্ল্যান আঁকবার তেলা কাগজ কিম্বা খাতাপত্র ~~বের~~ নিয়ে বসে। তবু সাবেক কালের নিয়ম চল্‌চে। মোটা গদিওয়ালা সোফার সামনে প্রস্তুত থাকে পশমের চটি জোড়া। সেখানে পানের বাটায় আগেকার ~~নিয়মেই~~ মতোই পান থাকে সাজা, আলনায় থাকে পাৎলা সিল্কের পাঞ্জাবী, কোঁচানো ধুতি। আপিসঘরটাতে হস্তক্ষেপ করতে সাহসের দরকার, তবু শশাঙ্কের অনুপস্থিতিকালে ঝাড়ন হাতে শর্ম্মিলা সেখানে প্রবেশ করে এবং প্রয়োজনীয় ও অপ্রয়োজনীয় বস্তুসংঘের মধ্যে সজ্জা ও শৃঙ্খলার

[পাণ্ডুলিপির এই অংশে প্রথম খাতা (i) শেষ হয়েছে। কিন্তু পরবর্তী খাতার (ii) পাঠ এর পর থেকে শুরু হয়নি। দ্বিতীয় খাতাটিতে পরবর্তী অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে 'উর্ম্মিমালা' শীর্ষনামে। অর্থাৎ আকস্মিক ভাবে খণ্ডিত প্রথম অধ্যায়ের শেষাংশ হয়তো অন্য কোনো খাতা বা কাগজে লেখা হয়েছিল যা বর্তমানে পাওয়া যায়নি। স্মরণীয়, এই পাণ্ডুলিপির পাঠেই প্রথম অধ্যায় বিভাজন ও তার মাঝে মাঝে উপবিভাজনের সাক্ষাৎ পাওয়া যায়।]

৬৪. খ: এমনি করে শশাঙ্কর প্রত্যেক দিনই হয়ে উঠল জরুরী, উপার্জ্জনের প্রত্যেক অঙ্কেই নিরের্নব্বইয়ের[য] অসমাপিকা ধাক্কা। ~~আর~~ ↑অপরপক্ষে↑ শর্ম্মিলাও তার বর্ত্তমান সংসারের ফাঁক বোজাচ্চে নানাপ্রকার ↑~~বানিয়ে তোলা~~ অবান্তর↑ কর্ত্তব্যকে ~~বানিয়ে তুলে~~ ↑প্রশ্রয় দিয়ে↑। আগে তার যে আরাধনা ছিল প্রত্যক্ষে, এখন তার অনেকটাই ~~গেল~~ ↑প্রবৃত্ত হোলো↑ প্রতীকে।

গ: ~~এমনি করে~~ ↑একদিকে↑ শশাঙ্কর প্রতিদিনটাই ↑যেমন↑ হয়ে উঠ্‌চে জরুরি, তার উপার্জ্জনের প্রত্যেক অঙ্কটাতেই নিরেনব্বইয়ের অসমাপিকা ধাক্কা, তেমনি শর্ম্মিলাও তার বর্ত্তমান সংসারের সমস্ত ফাঁক বুজিয়ে নানা প্রকার অবান্তর কর্ত্তব্যকে ↑অহোরাত্র↑ প্রশ্রয় দিচ্চে। আগে তার যে আরাধনা ছিল, সে ছিল প্রত্যক্ষে, এখন ~~তার~~ সেই আরাধনার অনেকটাই প্রবৃত্ত হোলো প্রতীকে।

---

* পাশের মার্জিনে সংযোজন।

সহজে হয় নি, এ নিয়ে কঠিন আঘাত পেয়েচে। সেদিন যে ঘটনা ঘটল তার ব্যথা আজো ভুলতে পারচেনা। শশাঙ্কর জন্মদিন ঊনত্রিশে কার্ত্তিক। শর্ম্মিলার জীবনপঞ্জিকায় এইটে একটা বড়ো পরব। এবারেও নিমন্ত্রণ গেছে আত্মীয়স্বজনদের মধ্যে। বন্ধুদের দলে একজন ছিল ভালো গাইয়ে, সে থাকে এলাহাবাদে,—পূজোর ছুটি, ~~ছিল~~ তাকে বিশেষ অনুরোধ করে আনিয়ে নিয়েছে। কোনো একজন আধুনিক কবি এই উপলক্ষ্যে তাকে একটা কবিতাও দিলে পাঠিয়ে, শর্ম্মিলা ↑অসঙ্কোচে↑ তার বাড়িতে ~~গিয়ে~~ চড়াও হয়ে তার স্ত্রীর কাছে ধন্না দিয়েছিল। শশাঙ্ক তার সকালবেলাকার কাজ থেকে ফিরে এসে জিজ্ঞাসা করলে, ব্যাপারখানা কি। শর্ম্মিলা বল্‌লে, "তোমার জন্মদিন। আজ কিন্তু বিকেলে তোমাকে বেরতে দেবনা।"

"কাজ আছে।"

"তা থাক্ কাজ। আমার এখানে অকাজ, ~~সে~~ কাজের চেয়ে ↑সে অনেক↑ বেশি।"

"দেখ শর্ম্মিলা, বিজ্‌নেসের কাছে মৃত্যুদিন ছাড়া আর সব দিনকেই মাথা হেঁট করতে হবে।"

"আজ তোমার যা লোকসান হবে তার দণ্ড তোমাকে দিতে হবেনা, আমি দেব।"

"টাকার লোকসান কিছুই নয়। কোনো অছিলায় কাজ ফাঁকি দিতে থাকলে কাজের ভিৎ হয়ে যায় আলগা, সে আমি কিছুতে হতে দিতে পারব না।"

"সেই দিন ওর ছিল একটা বড়ো অ্যাপয়েন্ট্‌মেন্ট্। কেউন্‌জোর না ঢেঙ্কানাল, না কোন্ এক রাজার ম্যানেজার কে এক নতুন প্রাসাদ বানাবার পরামর্শ নিয়ে ওকে ডেকে পাঠিয়েছিল। আজকের দিনটা হটিয়ে দেওয়া সম্পূর্ণ অসম্ভব ছিল ↑না,↑ কিন্তু সেটা হোতো কাজের রীতিবিরুদ্ধ, যাকে বলে আন্‌বিজ্‌নেস্‌লাইক্। শর্ম্মিলাকে এত কথা বোঝানোও শশাঙ্ক অনাবশ্যক মনে করল না, ওর ভাবখানা এই যে, এ সব ব্যাপারে অন্যপক্ষের সঙ্গে পদে পদে রফানিষ্পত্তি করে কাজ করতে ~~চাইলে~~ ↑গেলে↑ কাজের চেয়ে কথার পরিমাণ অনেক বেড়ে যাবে। তাই যেটা হবার নয় সেটাকে সংক্ষেপে বল্‌তে চায়, "না, হবে না।"

শর্ম্মিলা ভয়ে ভয়ে বল্‌লে "আর কখনো কিছু বলব না, আজকের মতো কথা রাখো লোকজন ডাকা হয়ে গেছে।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "দেখ শর্ম্মিলা, আমাকে খেলনা বানিয়ে তুমি খেলা কোরো না" বলে সে বাইরে আপিস ঘরে চলে গেল। বুঝলে না যে, শর্ম্মিলার কোলে সন্তান নেই, তাই ~~ওকে~~ ↑স্বামীকে↑ নিয়ে নানা ছুতোয় খেলা করতে না পারলে ওর বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করতে থাকে।

চায়ের নিমন্ত্রণে লোকজন ~~হোলো~~ ↑এলো,↑ গানবাজনা হোলো, একজন ব্যঙ্গরসিক ছিল সে থিয়েটারের নানা রকম নকল করলে, শর্ম্মিলা খুব হাস্‌লে। সবাই বল্‌লে, "আজ ভারি আমোদ হোলো, এমন অনেকদিন হয় নি।"

রাত নটার সময় শশাঙ্ক ফিরে এল তখন সবাই ~~ফিরে~~ ↑চলে↑ গেছে। শশাঙ্ক যেখানে কাজের লোক সেখানে শর্ম্মিলা ↑আর↑ ঘেঁষতে সাহস করে না। কিন্তু তবু এই যে কঠোর রাস্তা দিয়ে ~~সে~~ ↑তার স্বামী↑ চলেছে, ↑স্ত্রীর মিনতিকেও মানে না,↑ আরাম চায় না, সেবা করতে গেলে অস্থির হয়ে উঠে, নিজের কাজকে শ্রদ্ধা করার দ্বারা নিজেকে শ্রদ্ধা করে, নিজের কাজকে শক্তিকে কোনো প্রকার প্রশ্রয়ের দ্বারা ক্ষুদ্র এবং দুর্ব্বল করতে চায় না, এই তপস্যাকে ~~ও~~ ↑শর্ম্মিলা↑ ভয়ের

সঙ্গে ভক্তি না করে থাকতে পারে না। ~~তার~~ ↑ওর↑ *হৃদয় কঠিন আঘাত পায় তবু সে আঘাতকে ↑মাথা হেঁট করে↑ স্বীকার করে। ~~পুরুষের কাজ,~~ ↑~~ওর পক্ষে অচিন্তনীয় তার রহস্য~~ ↑~~নির্ম্মমতার বিরাট~~ পুরুষের কাজ, তার রহস্য ওর কাছে অচিন্তনীয়, নির্ম্মম* ↑তার বিরাট↑ সত্তা ; সে গৃহকে পরিবারকে ছাড়িয়ে কোথায় চলে যায়, যায় দূর দেশে, দূর সমুদ্রতীরে, শত শত ↑অজানা↑ মানুষকে এক জালে বাঁধে, ~~এর কণ্ঠে~~ ↑একে যদি জড়াতে চায়↑ কোনো মেয়ের কোমল বাহুবন্ধনে, ~~এর সামনে~~ ↑~~ছোট ছোট থালায়~~ ↑~~তার ছোটখাটো~~ (x...x) এর চলবার রাস্তার সামনে যদি ~~সে~~ মেলে রাখে ছোট ছোট থালায় ছোটোখাটো ↑ঘরগড়া↑ নৈবেদ্য, তবে তাকে অবজ্ঞা করবে না তো কি ?—

[খাতার সতেরো সংখ্যক পাতার উপরের চার লাইন লেখার পর পরবর্তী পৃষ্ঠাগুলি খালি রেখে তৃতীয় অর্থাৎ 95(ii) পাণ্ডুলিপির পাঠ শেষ হয়েছে। মনে হয় এখানে পাঠটি অসম্পূর্ণ রেখে রবীন্দ্রনাথ নতুন খাতায় কিছু পরিবর্তনসহ উপন্যাসটি প্রথম থেকে লিখতে শুরু করেন।]

৬৫. খ: ~~অবশেষে~~ ↑ব্যাঙ্কে জমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি যখন ছুটে চলেছে ছয় সংখ্যার** অঙ্কের দিকে এমন সময়↑ শর্ম্মিলাকে ধরল দুর্ব্বোধ কোন্ এক রোগে, তারপর ওঠবার শক্তি রইল না।

এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা ~~র কারণ ঘটল~~ ↑সে↑ কথাটা বিবৃত করা দরকার।

ঘ: ব্যাঙ্কেজমা টাকায় সওয়ার হয়ে এ পরিবারের সমৃদ্ধি ~~যখন~~ ↑যে সময়টাতে↑ ছুটে চলেচে ছয় সংখ্যার অঙ্কের দিকে সেই সময়েই শর্ম্মিলাকে ধরল দুর্ব্বোধ কোন্ এক রোগে, ওঠবার শক্তি রইল না।

এ নিয়ে কেন যে দুর্ভাবনা সে কথাটা বিবৃত করা দরকার।

[চতুর্থ পাণ্ডুলিপিতে 95(iii) এই অংশটি দিয়ে তৃতীয় অধ্যায়ের সূচনা হয়েছে। সেখানে অধ্যায়ের নাম ছিল 'ঊর্ম্মিমালা'। বর্তমান মুদ্রিত পাঠে দ্বিতীয় অধ্যায়ের নাম 'নীরদ'।]

৬৬. খ: রাজারামবাবু ছিলেন শর্ম্মিলার বাপ, বরিশাল অঞ্চলে তাঁর মস্ত জমিদারী। ~~তাঁর~~ ↑হেমন্ত ছিল তাঁর↑ একমাত্র ছেলে। ~~হেমন্ত~~ ↑এম,এ, পাস করে আইন পড়চে এমন সময়ে↑ তার অন্ত্রে কিম্বা শরীরের কোন্ একটা যন্ত্রে কি একটা ~~রোগ ধরল~~ ↑বিকার ঘটল↑। ডাক্তারেরা কিছুই তার কিনারা পেলে না। ~~কলকাতায় সে~~ ↑পরিণামে পড়ল↑ ইংরেজ ডাক্তারের হাতে, ~~পড়ল,~~ ডাক্তার বল্‌লে, অস্ত্র করা চাই। অন্ত্রে যে জায়গাটা উদ্‌ঘাটিত হোলো সে জায়গায় ~~ই কোনো রোগের কোনো লক্ষণ নেই।~~ ↑নিঃসংশয়ভাবে অরুগ্ন।↑ অস্ত্রাঘাতেই মারা গেল ছেলেটি, সে ছুরির আঘাত বেদনা কিছুতেই গেল না বাপের মন থেকে। অন্তরে অন্তরে ↑মর্ম্ম↑ শোষণ করে' তাঁকেও টান্‌লে মৃত্যুর মুখে।

ঘ: রাজারামবাবু ছিলেন শর্ম্মিলার বাপ। বরিশাল ~~অঞ্চলে~~ ↑অঞ্চলে↑ এবং গঙ্গার মোহনার কাছে তাঁর অনেকগুলি মস্ত জমিদারী। তা ছাড়া জাহাজতৈরির ব্যবসায়ে (x...x) ↑তাঁর শেয়ার↑ আছে শালিমারের ঘাটে। তাঁর জন্ম সেকালের সীমানায় এ কালের সুরুতে। কুস্তিতে শিকারে লাঠিখেলায় ছিলেন ওস্তাদ। পাখোয়াজে তাঁর নাম ছিল প্রসিদ্ধ। তখনকার কালের গবর্মেন্টি

---

* পাতার তলায় ছোটো করে লেখা।

** তোলাপাঠের মাঝখানে তোলাপাঠ

হৌসে তাঁর ছিল (x...x) ↑প্রাইভেট দরজা দিয়ে প্রবেশ।↑ ম্যাজিস্ট্রেট জাতীয় পদস্থ ইংরেজ তাঁর বাড়িতে পূজা পার্ব্বণে শ্যাম্পেন প্রসাদ ভূরি পরিমাণেই ~~খেতেন গ্রহণ~~ ↑অন্তরস্থ↑ করতেন।

শর্ম্মিলার বিবাহের পরে তাঁর ঘরে ছিল বড়ো ছেলে হেমন্ত, আর ছোট মেয়ে উর্ম্মিমালা। ছেলেটিকে তাঁর অধ্যাপকবর্গ বল্‌তেন, দীপ্তিমান, ইংরেজিতে যাকে বলে ব্রিলিয়ান্ট্। চেহারা ছিল ↑পিছন ফিরে↑ চেয়ে দেখবার মতো। এমন বিষয় ছিল না যাতে তার ~~পরীক্ষার~~ ↑বিদ্যা না চড়েচে পরীক্ষা মানের↑ শেষ মার্কা পর্য্যন্ত ~~না চড়েচে~~। তা ছাড়া ব্যায়ামের উৎকর্ষে বাপের নাম রাখতে পারবে ~~স~~ এমন ~~লক্ষণ~~ ~~প্রকাশ পেয়েছিল~~ ↑দেখা যেত।↑ বলা বাহুল্য তার চারদিকে উৎকণ্ঠিত কন্যামণ্ডলীর কক্ষ প্রদক্ষিণ ~~চল~~ ↑সবেগে↑ চলছিল, কিন্তু বিবাহে তার মন ~~ছিল না।~~ ↑তখনো ছিল উদাসীন।↑ ~~তার~~ ↑উপস্থিত↑ লক্ষ্য ছিল য়ুরোপীয় বিশ্ববিদ্যালয়ে উপাধি সংগ্রহের দিকে। সেই উদ্দেশ্য মনে নিয়ে ফরাসি জর্ম্মন শেখা সুরু করেছিল। ~~তার~~ ↑~~আর~~↑ ~~এক সংকল্প ছিল (x...x) ছোটো বোন উর্ম্মিকে সকল বিষয়ে বিদূষী করে তুলবে। নিজেই ছিল তার প্রাইভেট টিউটার~~।

আর কিছু হাতে না পেয়ে ↑অনাবশ্যক হলেও↑ আইন পড়া যখন ~~সুরু~~ ↑আরম্ভ↑ করেছে এমন সময় ~~তার~~ ↑হেমন্তর↑ অন্ত্রে কিম্বা ↑শরীরের↑ কোন্ ~~একটা~~ যন্ত্রে কি একটা বিকার ঘটল ডাক্তাররা কিছুই তার কিনারা ~~পেল না।~~ ↑পেলেন না↑। গোপনচারী (x...x) ~~সুস্থ~~ ↑রোগ↑ সবল দেহে ~~যখন আশ্রয় নেয় তখন তাদের খোঁজ পাওয়াও যেমন শক্ত (x...x)তাড়ানোও~~ ↑যেন দুর্গের আশ্রয় পেলে, খোঁজ পাওয়াও যেমন শক্ত হোলো আক্রমণ করাও↑ তেমনি। ~~তখনকার~~ ↑সেকালের↑ এক ইংরেজ ডাক্তারের উপর রাজারামের বিশ্বাস ছিল প্রবল। অস্ত্রচিকিৎসায় ~~যে ছিল~~ ↑তিনি↑ যশস্বী। রোগীর দেহে অদৃশ্য রশ্মির ~~লাগিয়ে দেখলেন~~ ↑গুপ্তচর লাগালেন↑। মনে হোলো দেহের ~~গর্ত~~ ↑দুর্গম↑ গহনে শত্রু ↑এক জায়গায়↑ আছে লুকিয়ে, (x...x)অল্প একটুখানি ↑অস্পষ্ট↑ চিহ্ন ~~যেন তার~~ দেখা যাচ্চে। অস্ত্রের সাহায্যে পর্দ্দা ছিন্ন করে দিয়ে ~~যে জায়গাটা~~ ↑যেখানটা↑ ~~প্রকাশ হোলো সে জায়গাতে~~ ↑পেলে সেখানে↑ কল্পিত শত্রুও নেই, তার ↑কোনো↑ চিহ্নও নেই। ভুল সংশোধনের পথ ~~আর~~ রইল না, ছেলেটি মারা গেল। বাপের মনে ~~তার প্রকাণ্ড~~ ↑বিষম↑ আঘাত কিছুতেই শান্ত হতে চাইল না। মৃত্যু তাকে তত বাজে ~~না~~ ↑নি↑ কিন্তু অমন একটা ↑সুন্দর↑ দেহকে এমন করে খণ্ডিত করার স্মৃতিটা দিনরাত তার মনের মধ্যে কালো হিংস্র পাখীর মতো ↑তীক্ষ্ণ↑ নখ দিয়ে আঁকড়ে ধরে (x...x) ~~লাগল।~~ ↑রইল।↑ মর্ম্ম শোষণ করে টান্‌লে তাকে মৃত্যুর মুখে।

৬৭. খ: তার পূর্ব্বেই শর্ম্মিলার বিয়ে হয়ে গেছে, সন্তানদের মধ্যে বাকি আছে আর একটি মাত্র মেয়ে, উর্ম্মিমালা। বড়ো মেয়ের জন্যে কিছু টাকা রেখে বাকি সমস্ত সম্পত্তি রাজারাম দিয়ে গেলেন উর্ম্মির হাতে। সর্ত্ত এই রইল যে উর্ম্মি বি. এস্. সি পাস করে ডাক্তারি শিখতে যাবে ~~বি~~-য়ুরোপে, বাকি টাকা থেকে হেমন্তের নামে এমন একটি হাঁসপাতাল খুল্‌তে হবে ~~যাতে আধুনিক চিকিৎসার (x...x)কিছু বাকি না থাকে, ত্রুটি না থাকে।~~ ↑~~আভ্যন্তরিক রোগ নির্ণয়ের আয়োজনের কিছু না বাকি থাকে।~~ যেখানে↑ আভ্যন্তরিক রোগ নির্ণয় আয়োজনের কিছু না ত্রুটি থাকে।

ঘ: নতুন পাস করা তরুণ ডাক্তার নীরদ মুখুজ্জে ছিল শুশ্রূষার সহায়তা ~~করতে~~ ↑কাজে↑।

বরাবর ~~সে~~ জোর করে ↑সে↑ বলে এসেছে ভুল হচ্চে। সে নিজে ব্যামোর একটা স্বরূপ নির্ণয় করেছিল, ~~বলেছিল~~ ↑পরামর্শ দিয়েছিল↑ দীর্ঘকাল শুকনো জায়গায় হাওয়া বদল করতে, কিন্তু রাজারামের মনে তখনকার কালের সংস্কার ছিল অটল। সে জানত যমের সঙ্গে দুঃসাধ্য লড়াই বাধলে ~~ঠেকাবার জন্যে~~ ↑তার উপযুক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী (x...x) একমাত্র↑ ইংরেজ ডাক্তার ~~ছাড়া গতি ছিলনা~~।

↑এই ব্যাপারে↑ নীরদের পরে ~~তার অত্যন্ত~~ ↑অতিরিক্ত মাত্রায় তাঁর↑ স্নেহ ~~এবং অত্যন্ত শ্রদ্ধা হোলো।~~ ↑ও শ্রদ্ধা বেড়ে গেল ~~অসম্ভব রকম~~↑ তার ছোটো মেয়ে ঊর্ম্মির ↑অকস্মাৎ↑ মনে (x...x) হোলো, এ মানুষটার প্রতিভা ~~অসামান্য। তারা যে~~ (x...x) ~~তাকে~~ (x...x)~~পারত এই সান্ত্বনামাত্র এর উপর তার কৃতজ্ঞতার সীমা~~ ↑অসামান্য। তাই তো নিজের পরে এত বড়ো বিশ্বাস, ~~আর~~ আর অমন বিদ্যাদিগ্‌গজ↑ ডাক্তারের মতের বিরুদ্ধে নিজের মতকে নিঃসংশয়ে প্রচার করতে (x...x) ~~সঙ্কোচ করলে না~~ (x...x) ↑পারে, এমন (x...x) তার অসঙ্কুচিত সাহস।↑ এরপর ~~যে~~ (x...x) ↑হতে↑ ওর ভক্তি বাইরে থেকে প্রমাণের অপেক্ষা না করেও অন্তরের থেকে ↑আপনি↑ বেড়ে উঠতে লাগল।(x...x)

রাজারাম ~~তার~~ ছেলের স্মৃতিরক্ষার জন্যে আভ্যন্তরিক রোগের হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার সংকল্প করলে। ~~হৃদয়ে প্রবল আঘাত পেয়ে তার চিরসংস্কার এতদূর পর্য্যন্ত টলে গেছে যে ঊর্ম্মিকে ডাক্তারি শেখাবার~~ (x...x)~~স্থির করলে ওর তো উপার্জ্জনের প্রয়োজন নেই~~ (x...x) ঊর্ম্মির মনে এই প্রস্তাবটা এত ভালো লাগ্‌ল যে, ~~সে~~ বাবাকে গিয়ে ধরলে, আমাকে য়ুরোপে পাঠিয়ে দাও আমি ডাক্তার হয়ে এসে তোমার এই হাঁসপাতালের ভার নেব। এতেও তার বাবা রাজি হোলো। প্রবল আঘাতের বেদনায় তার চিরসংস্কারগুলো এতদূর পর্য্যন্ত ~~বিচলিত~~ ↑টলে গিয়েচে।↑ তার আপন ঘরের মেয়ে ডাক্তারি করবে এটাও তার সৃষ্টিছাড়া বলে মনে হোলোনা। রোগের হাত থেকে মানুষকে বাঁচানো বল্‌তে যে কতখানি বোঝায় ~~সে~~ আজ ~~তার~~ ↑সেটা আপন↑ মর্ম্মের মধ্যে বুঝেচে। তার ছেলে বাঁচেনি কিন্তু অন্যের ছেলেরা যদি বাঁচে তাহলে যেন তার ক্ষতিপূরণ হয়, তার শোকের লাঘব হতে পারে। মেয়েকে বল্‌লে, এখানকার য়ুনিভার্সিটিতে বিজ্ঞানের শিক্ষাটা শেষ করে দিয়ে ~~তুমি~~ যাও তুমি য়ুরোপে, ডাক্তারি শিখে এসোগে।

রাজারামের মনে আরো একটা ↑কথা↑ ঘুরে বেড়াচ্চে। সে তার ঐ নীরদ ছেলেটির কথা। একেবারে সোনার টুক্‌রো। যত দেখচে ততই ভালো লাগচে। ~~ডাক্তারি~~ পাস করেচে বটে, কিন্তু ডাক্তারি বিদ্যের (x...x) ↑সাত↑ সমুদ্রে ↑এখনো↑ দিনরাত সাঁতার কেটে ~~চে~~ ↑বেড়াচ্চে↑। অল্প বয়েস, অথচ আমোদপ্রমোদ কোনো কিছুতে ওর ↑একটুও↑ মন নেই।

হালের যত কিছু আবিষ্কার তাই উল্‌টে পাল্‌টে পড়চে, পরীক্ষা করচে,— তাতে ক্ষতি হচ্চে ওর পসারের। অন্য ডাক্তাররা ওকে পছন্দ করে না। ওর পক্ষ নিয়ে ঊর্ম্মি আত্মীয় বন্ধু মহলে ঝগড়া করেচে বিস্তর। জানা লোকের মধ্যে কারো ব্যামো হয়েচে খবর পেলেই ~~বলতে সঙ্কোচ করেনা~~ ↑সে যেন জিদ ধরে বসে একবার↑ দেখাও না নীরদ বাবুকে।

শেষকালে রাজারাম মেয়েকে আভাস দিলেন যে, নীরদের সঙ্গে ~~ঊর্ম্মির~~ ↑তার যদি↑ বিবাহ হয় তবে তিনি খুসি হন এবং নিশ্চিন্ত হতে পারেন। মেয়ে ~~সম্মতির দিকেই~~ ↑অনুকূল ইঙ্গিতেই↑ মাথাটা নাড়লে। কেবল ↑সেই সঙ্গে↑ জানালে, এ দেশের এবং বিলেতের শিক্ষার ↑পালা↑ সমাধা ~~হলে তার পরে বিবাহ~~ ↑করে বিবাহ তার পরিণামে↑।

বাবা বল্‌লেন, "সেই কথাই ভালো, ~~এবং~~ কিন্তু ~~ওদের~~ ↑পরস্পরের সম্মতিক্রমে↑ সম্বন্ধ পাকা হয়ে (x...x) গেলে, আর কোনো ভাবনা থাকে না।"

নীরদের সম্মতি পেতে দেরি হয় নি, ~~একথা বলা বাহুল্য।~~ ↑যদিও তার ভাবে প্রকাশ পেল, এটা উদ্‌বাহ বন্ধন* বৈজ্ঞানিকের পক্ষে ত্যাগস্বীকার।↑ তারপরে কথা রইল, পড়াশুনো এবং সকল বিষয়েই নীরদ ঊর্ম্মিকে পরিচালনা করবে, অর্থাৎ ভাবী পত্নীরূপে ওকে ধীরে ধীরে নিজের হাতে গড়ে তুল্‌বে। ~~আপনাকে এই~~ নতুন সৃষ্টিকার্য্যের উপাদানরূপে এই অসামান্য প্রতিভাসম্পন্ন যুবকের হাতে ↑আপনাকে↑ ছেড়ে দিতে ↑ঊর্ম্মি↑ কিছুমাত্র দ্বিধা করলে না। বরঞ্চ খুব একটা কৌতূহল এবং উৎসাহ ↑বোধ করলে এই আশ্চর্য্য মানুষের পরিচালনায়↑ নতুন অভিজ্ঞতার ~~এই~~ পথে প্রবেশ করতে।

~~তবু বুদ্ধি বিদ্যা তো অনেক দিন গড়ে উঠেছে ওর দাদার হাতে। ওর দাদা একেবারেই পাঠ্যগ্রন্থ (বদ্ধ ?) ছিল না। সে যা খুসি তাই পড়ত আর ওকেও পড়াত। পাখী এক ডালে বসে বসে খায় না, দাদার অনুসরণ করে ওরও মন ছিল সেই রকম। xমনেx খুব একটা কৌতূহল হোলো, মনে করলে নীরদের হাতে ওর বিদ্যার আর একটা দিক খুলে যাবে।~~

রাজারাম এই উপলক্ষ্যে ওঁর বড়ো জামাইকেও ডাক্‌লেন। মাঝে মাঝে উভয়কে নিমন্ত্রণ ~~করে~~ ↑উপলক্ষ্যে↑ চেষ্টা করলেন ~~ওদের~~ ↑পরস্পর↑ ভালো করে আলাপ করিয়ে দেবার। শশাঙ্ক শর্ম্মিলাকে ↑বলে,↑ "ছেলেটা অসহ্য জ্যাঠা, ও মনে করে ~~যেন~~ আমরা সবাই ওর ছাত্র, তাও যেন ↑পড়ে↑ আছি শেষ বেঞ্চির শেষ কোণে।"

শর্ম্মিলা হেসে বলে, "ওটা তোমার জেলাসি। কেন, আমার তো ওকে বেশ লাগে।"

শশাঙ্ক বলে, "~~তাহলে~~ ↑পরস্পর↑ ঠাঁই বদল করলে কেমন হয় ?"

শর্ম্মিলা বলে, "তাহলে তুমি হয় তো বাঁচো, আমার কথা আলাদা।" শশাঙ্কের প্রতি নীরদেরও যে ভ্রাতৃভাব বেড়ে উঠ্‌চে, তা মনে হয় না।

শশাঙ্ক নীরদকে ↑নিয়ে↑ তার শ্যালীকে প্রায় ঠাট্টা করে। "বলে, এবার তোমার নাম বদলাবার দিন এলো।"

"ইংরেজি মতে ?"

"না, বিশুদ্ধ সংস্কৃত মতে।"

"নতুন নামটা শুনি।"

"বিদ্যুৎলতা। নীরদের পছন্দ হবে।"

মনে মনে বলে, "সত্যি, ঐ নামটাই একে ঠিক মানায় ↑বটে↑।" ভিতরে ভিতরে একটা খোঁচা লাগে। ঐ ~~প্রিগ্‌ এর~~ ↑প্রিগ্‌টার↑ হাতে ~~আছে~~ পড়বে এমন মেয়ে !"—কার হাতে পড়লে যে ↑~~ওর মতে~~ শশাঙ্কের রুচিতে↑ ঠিক সন্তোষজনক এবং সান্ত্বনাজনক হতে পারত বলা শক্ত।

— ॥ —

* তোলাপাঠ মধ্যে তোলাপাঠ

অল্পদিনের মধ্যে রাজারামের মৃত্যু হোলো। উর্ম্মির ভাবী ~~স্বামী ও বর্ত্তমান পরিচালক~~ ↑স্বত্বাধিকারী↑ একাগ্রমনে তার ~~উন্নতি~~ ↑পরিণতি↑ সাধনের ভার নিলে।

উর্ম্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। তার চঞ্চল দেহে মনের উজ্জ্বলতা খেলিয়ে বেড়ায়। সকল বিষয়েই তার উৎসুক্য। সায়েন্সে যেমন তার মন, সাহিত্যে তার চেয়ে বেশি বই কম নয়। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করে না। রেডিয়োতে কান পাতে, অনেক সময় বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। জুওলজিকালে বারেবারে যায়, ভারি আমোদ লাগে, বিশেষত বাঁদরদের খাঁচার সামনে দাঁড়িয়ে। টেনিস্ খেলে, ব্যাড্‌মিন্টন খেলায় ওস্তাদ। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো। সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে (x...x) সাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনেটুনে ~~দিয়ে~~ ঘুরিয়ে ~~দিয়ে~~ ফিরিয়ে ঢিল দিয়ে আঁট ~~দিয়ে~~ করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্য ভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে পারেনা কিন্তু সেতার বাজায়। সেই সঙ্গীত দেখবার না শোনবার কে জানে। মনে হয় ওর আঙুলগুলি কোলাহল করচে। কথা ক'বার বিষয় নিয়ে ~~এর~~ অভাব ঘটেনা কখনো, হাসবার জন্যে সঙ্গত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, ↑যেখানে থাকে↑ সেখানকার ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে।

সবাই বলে উর্ম্মি ওর ভাইয়ের মতো। উর্ম্মি জানে ওর ভাই আপন প্রাণশক্তির প্রাচুর্য্য দিয়ে বাল্যকাল থেকে ওর মনকে মুক্তি দিয়েচে। ~~ও~~ ↑সে↑ বল্‌ত আমরা ঘরের লোককে নিয়মের ছাঁচে ঢেলে পুতুল গড়ে তুলি। ~~এদের~~ ↑তাই এই নির্জ্জীব~~দের~~ গুলোকে↑ বিধিবিধানের দড়ি বেঁধে চালাতে হয়, ↑তারা↑ নিজেরা চল্‌তে শেখে নি। সেইজন্যেই এতকাল ধরে বিদেশী মনিবেরা এত সহজে ~~আমাদের~~ ↑তেত্রিশ কোটিকে↑ নাচিয়ে বেড়িয়েচে। ~~আমার~~ সে মনে মনে ঠিক করে রেখেছিল "আমার যখন সময় ↑আসবে,↑ তখন এই তেত্রিশ কোটি ↑পরিমাণ↑ সামাজিক পৌত্তলিকতা ভাঙবার জন্যে কালাপাহাড়ি করতে বেরবো।" সময় হোলো না। কিন্তু উর্ম্মির মনকে খুবই সজীব করে রেখে দিয়ে গেছে।

— ॥ —

মুস্কিল বাধ্‌ল এই নিয়ে। নীরদের কার্য্যপ্রণালী অত্যন্ত বিধিবদ্ধ। উর্ম্মির পাঠ্য পর্য্যায়ের বাঁধা নিয়ম করে দিলে। ওকে উপদেশ দিলে নিজের উন্নতি সাধন করতে গেলে লক্ষ্য একাগ্র হওয়া চাই।

উর্ম্মি নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগল। মহৎ যে ব্রত সে গ্রহণ করেচে তার থেকে কথায় তার মন ↑~~কেবলি~~↑ ভ্রষ্ট ~~হচ্চে মনে করে~~ ↑হয়, তাই↑ নিজেকে সে ↑কেবলি↑ লাঞ্ছিত ~~করেচে~~ ↑করে।↑ তার তুলনায় নীরদের কী আশ্চর্য্য দৃঢ়তা, তপস্যার কি জোর। সকল প্রকার আমোদ আহ্লাদের প্রতি নীরদের কঠোর প্যুরিটানিক (x...x) বিরুদ্ধতা। এমন কি, আজকাল স্বদেশী ব্যাপার নিয়ে সর্ব্বদা যে সব আন্দোলন আলোড়ন চল্‌চে, ~~যদি~~ যা নিয়ে থেকে থেকে এক একবার সমস্ত প্রহর মেতে উঠ্‌চে, তার ধাক্কা ওকে স্পর্শই করে না। উর্ম্মির টেবিলে

গল্প কিম্বা হাল্কা সাহিত্যের কোনো বই যদি ~~বই~~ দেখে তবে তখনি সেটা বাজেয়াপ্ত করে দেয়। একদিন বিকেল বেলায় ঊর্ম্মির তদারক করতে গিয়ে ~~সে~~ শুন্‌লে, সে গেছে ইংরেজি নাট্যশালায় সালিভ্যানের মিকাডো অপেরার বৈকালিক অভিনয় ~~দেখতে~~ দেখবার জন্যে। তার দাদা থাকতে এ রকম সুযোগ প্রায় বাদ যেত না। সেদিন নীরদ তাকে কঠিন তিরস্কার করেছিল। ~~তাকে বললে~~, ↑অত্যন্ত গম্ভীরস্বরে বলেছিল,↑ "দেখো, তোমার দাদার মৃত্যুকে সার্থক করবার ভার নিয়েচ তুমি। সেই মহৎ সঙ্কল্পে তোমার জীবন নিবেদিত। এরি মধ্যে তুমি কি তা ভুল্‌তে আরম্ভ করেচো ?"

শুনে ঊর্ম্মির অত্যন্ত পরিতাপ বোধ হোলো। ভয় হোলো, শোকস্মৃতির প্রবলতা বুঝি ~~কমে~~ ↑সত্যই কমে↑ আস্‌চে—ধিক্‌, এত চাপল্য ওর চরিত্রে ! নিজের ~~বেশ~~ ↑কাপড় চোপড়↑ থেকে শোভার আভাস পর্য্যন্ত দূর করবার জন্যে সতর্ক হোলো। ~~কাপড়~~ ↑শাড়িটা↑ হোলো মোটা, তার রঙ সব গেল ঘুচে। চকোলেট খাওয়ার লোভটাকে মনে করলে অপরাধ, সেটা দিলে ছেড়ে। অবাধ্য মনটাকে প্রাণপণে বাঁধলে ~~তার~~ সঙ্কীর্ণ শুষ্ক কর্ত্তব্যের মধ্যে। দিদি তিরস্কার করে, শশাঙ্ক নীরদের উদ্দেশে যে সব ↑প্রখর↑ বিশেষণ ~~প্রয়োগ করে~~ ↑নিক্ষেপ↑ করে সেগুলোর ~~খুব~~ ↑ভাষা ভদ্র অভিধান বহির্ভূত↑ উগ্র ইংরেজি, এবং একটুও সুশ্রাব্য নয়।

নীরদের সব চেয়ে খারাপ লাগে যখন নিমন্ত্রণ আমন্ত্রণে ঊর্ম্মি তার দিদির ওখানে যায়। ওদের সঙ্গে ঊর্ম্মির যে আত্মীয় সম্বন্ধ ~~আছে~~ সেটা নীরদের সম্বন্ধকে খণ্ডিত করে, মনে হয় ওরি ↑দখলি↑ স্বত্বর ~~থেকে তারা কিছু অপহরণ~~ ↑সীমানার বেড়াকে তারা আলগা↑ করচে। নীরদ এক রকম করে ঊর্ম্মিকে জানিয়ে দিলে ওদের সঙ্গে সর্ব্বদা মেলামেশা ~~করাটা ঊর্ম্মির~~ চরিত্র গঠনের পক্ষে অস্বাস্থ্যকর। ঊর্ম্মির চরিত্র বল্লে যে পদার্থটা ~~বোধ~~ বোঝায় অন্তত তার (x...x) প্রথম বন্দকী ~~স্বত্বে~~ ↑দলিল↑ ওরি ~~হাতে বাঁধা~~, ↑সিন্দুকে আট্‌কে আছে,↑ সেই চরিত্রের কোথাও কিছু লোকসান হলে সে লোকসান ~~তো~~ নীরদেরই। অতএব অপ্রিয় হলেও সাবধান না হওয়াটা কর্ত্তব্যবিরুদ্ধ হবে। ↑নিষেধের ফলে↑ ভবানীপুর অঞ্চলে ঊর্ম্মির গতিবিধি আজকাল নানা প্রকার ছুতোয় বিরল হয়ে ~~এলো~~ ↑এসেচে↑। ঊর্ম্মি নিজেকে নীরদের মনের মতো করবার জন্যে ~~সে~~ ↑কঠিন↑ আত্মশাসনে প্রবৃত্ত ~~হোলো~~, কেনই বা হবে না, ও জানে, নীরদ ওকে নিয়ে নিজেকে ↑চিরজীবনের মতো↑ ভারাক্রান্ত করতে (x...x)স্বীকার করেছে সেটা ওর মহত্ত্ব, ওর স্যাক্রিফাইস্‌।

বিক্ষিপ্ত মনকে চারিদিক থেকে প্রতিসংহার করবার ~~যে দুঃখ সেটা তার~~ ↑~~শর্ম্মিলার~~ দুঃখটা ঊর্ম্মির↑ একরকম করে সয়ে আসচে। ~~কিন্তু~~ ↑তবুও↑ থেকে থেকে একটা বেদনা ~~ওর~~ মনে (x...x) ↑~~দুঃসহ~~ দুর্ব্বার↑ হয়ে ওঠে, সেটাকে চঞ্চলতা বলে ~~ও~~ সম্পূর্ণ চাপা দিতে পারে না। নীরদ ওকে কেবল চালনাই করে কিন্তু এক মুহূর্ত্তের জন্যে ↑(x...x)↑ ওর সাধনা না করে কেন ? এই সাধনার জন্যে ওর মন অপেক্ষা করে থাকে,—এই সাধনার অভাবেই ~~যে~~ ওর হৃদয়ের মাধুর্য্য পূর্ণ ~~পরিণতিতে গিয়ে~~ ↑বিকাশের দিকে↑ পৌছয় না, ওর সকল কর্ত্তব্য নির্জ্জীব নীরস হয়ে পড়ে। এক একদিন হঠাৎ মনে হয় যেন নীরদের চোখে একটা আবেশ এসেচে, যেন দেরী নেই, ~~কী একটা কথার এখনি প্রকাশ হবে।~~ ↑গভীরতম রহস্য এখনি ধরা পড়বে।↑ কিন্তু অন্তর্যামী জানেন, সেই ~~কথার~~ ↑গভীরের↑ ভাষা ~~ওর~~ ↑নীরদের↑ জানা নেই। বল্‌তে

পারে না ব্‌লেই বলবার ইচ্ছাকে সে দোষ দেয়। বিচলিত চিত্তকে মূক রেখেই সে যে চলে আসে এটাকে সে আপন শক্তির পরিচয় বলে মনে ↑গর্ব্ব↑ করে। ↑বলে সেন্টিমেন্টালি করা আমরা কম্ম নয়।↑ উর্ম্মির সেদিন কাঁদতে ইচ্ছা করে, কিন্তু এমনি তার দশা যে সেও ভক্তিভরে মনে করে এ'কেই বলে বীরত্ব। নিজের দুর্ব্বল মনকে তখন নিষ্ঠুরভাবে (x...x) ↑নির্য্যাতন↑ করতে থাকে। যত চেষ্টাই করুক না কেন, মাঝে মাঝে এ কথা ওর কাছে স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে, একদিন প্রবল শোকের মুখে যে কঠিন কর্ত্তব্য ও নিজের ইচ্ছায় ↑সে↑ গ্রহণ করেছিল কালক্রমে সেই শোক ↑আজ↑ শান্ত, ~~হয়ে এসেচে~~ এবং এখন ↑নিজের ইচ্ছা নিশ্চেষ্ট হয়ে আসাতে↑ অন্যের ইচ্ছাই ওকে ব্রতপালনে রেখেচে বেঁধে। ~~নিজের এই~~ ↑আপনার↑ দুর্ব্বলতায় লজ্জিত হয়ে↑সেই অন্যের ইচ্ছাকেই↑ সমস্ত শক্তি দিয়ে আঁকড়ে ধরে।

—॥—

নীরদ রিসার্চ্চের যে কাজ নিয়ে ছিল সেটা সমাপ্ত হোলো। য়ুরোপের কোনো বৈজ্ঞানিক সমাজে ↑লেখাটা↑ পাঠিয়ে দিলে। তারা প্রশংসা করলে, তার সঙ্গে সঙ্গে একটা স্কলারশিপ জুট্‌লো,—স্থির করলে সেখানকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ডিগ্রি নেবার জন্যে সমুদ্রে পাড়ি দেবে।

বিদায় নেবার সময় কোনো করুণ আলাপ হোলো না। কেবল এই কথাটাই বার বার করে বল্‌লে, যে, "আমি চলে যাচ্চি, ↑এখন↑ তোমার কর্ত্তব্যসাধনে শৈথিল্য করবে এই আমার আশঙ্কা।"

উর্ম্মি বল্‌লে, "কোনো ভয় করবেন না।"

নীরদ বল্‌লে, "কিরকম ভাবে চল্‌তে হবে, পড়াশুনো করতে হবে তার একটা বিস্তারিত নোট দিয়ে যাচ্চি।"

উর্ম্মি বল্‌লে, "আমি ঠিক সেই অনুসারেই চল্‌বো।"

<"তোমার ঐ আলমারির বইগুলি কিন্তু আমি আমার বাসায় নিয়ে গিয়ে বন্ধ করে রাখতে চাই।"

"নিয়ে ~~যাও~~" ↑যান↑ বলে উর্ম্মি চাবি দিলে তার হাতে।

সেতারটার দিকে একবার নীরদের চোখ পড়েছিল। দ্বিধা করে থেমে গেল।<

~~নী~~ অবশেষে নিতান্তই কর্ত্তব্যের অনুরোধে নীরদকে বলতে হোলো, "আমার কেবল একটা ভয় আছে, শশাঙ্কবাবুদের ওখানে আবার যদি তোমার যাতায়াত ~~বেশি করে সুরু হয় তাতে~~ ↑ঘন ঘন হতে থাকে তাহলে↑ তোমার নিষ্ঠা যাবে দুর্ব্বল হয়ে, ~~তাতে~~ কোনো সন্দেহ নেই। মনে কোরোনা, আমি শশাঙ্কবাবুকে নিন্দা করি। উনি ↑খুবই↑ ভালো লোক। ব্যবসায়ে ওরকম উৎসাহ ওরকম বুদ্ধি ~~খুব~~ কম বাঙালীর মধ্যেই দেখেচি। ওঁর একমাত্র দোষ এই যে, উনি কোনো আইডিয়ালকেই মানেন না। সত্যি বলচি ওঁর জন্যে অনেক সময়ই আমার ভয় হয়।"

এর থেকে শশাঙ্কের অনেক দোষের কথাই উঠ্‌ল এবং যে সব দোষ ↑আজ↑ ঢাকা পড়ে আছে সেগুলো ~~সে~~ বয়সের সঙ্গে একে একে ↑প্রবল আকারে↑ প্রকাশ হয়ে পড়বে এই অত্যন্ত ↑শোচনীয়↑ দুর্ভাবনার কথা ↑নীরদ↑ চেপে রাখতে পারল না। কিন্তু তা হোক্, তবু

উনি যে খুব ভালো লোক সে কথাও মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করতে চায়। সেই সঙ্গে এ কথাও বল্‌তে ~~চাই~~ চায় ওর সঙ্গ ↑দোষ↑ থেকে ওদের বাড়ির আবহাওয়া থেকে নিজেকে বাঁচানো ঊর্ম্মির পক্ষে বিশেষ দরকার। ওর মন ওদের সমভূমিতে যদি নেবে যায় সেটা হবে অধঃপতন।

~~উ~~ নীরদ এ ~~বিষয়ে ও~~ ↑নিয়ে ও↑যাতে ↑অনর্থক↑ ভয় না করে সে সম্বন্ধেও ঊর্ম্মি তাকে ~~আশ্বাস~~ আশ্বস্ত ~~দিল~~ ↑করলে↑।

নীরদ চলে গেলে ঊর্ম্মি নিজের প্রতি আরো কঠিন অত্যাচার ~~করে আরম্ভ করে দিলে~~ ↑করলে সুরু।↑ কলেজে যায়, আর বাকি সময় নিজেকে যেন ↑একেবারে↑ জেনেনার মধ্যে বদ্ধ করে ~~ফেল্‌লে~~ ↑রাখে।↑ সারাদিন পরে বাড়ি ফিরে ~~যত~~ এসে যতই তার শ্রান্ত মন ছুটি পেতে চায় ততই সে নিষ্ঠুরভাবে তাকে অধ্যয়নের ~~বিষয়~~ ↑শিকল জড়িয়ে↑ আটকে রাখে। পড়া এগোয় না, একই পাতার উপর বারবার করে ~~বেড়াতে হয়~~ ↑মন বৃথা↑ ঘুরে বেড়ায় তবু হার মানতে চায় না। নীরদ উপস্থিত নেই বলেই তার ↑দূরবর্ত্তী↑ ইচ্ছাশক্তি ওর প্রতি বেশি করে কাজ করতে লাগল।

নিজের উপর সব চেয়ে ধিক্কার হয় যখন কাজ করতে করতে আগেকার দিনের কথা কেবলি ফিরে ফিরে মনে আসে। যুবকমণ্ডলীর মধ্যে ওর ভক্ত ছিল অনেক। সেদিন তাদের কাউকে বা ও ↑~~সে~~↑ উপেক্ষা করেছে, কারো প্রতি ~~তার~~ ↑ওর↑ মনের টানও হয়েছিল। ↑~~তারপরে~~↑ ~~অল্প বয়সের উদ্দীপনায় তাদের কাউকে বা ভালোবাসচে বলে xমনেx~~ ↑~~সন্দেহ~~↑ ~~করেচে।~~ ↑~~ভালোবাসা পরিণত হয় নি।~~↑~~কেননা~~ ↑কিন্তু↑ ভালোবাসার ইচ্ছেটাই তখন ↑মৃদুমন্দ↑ বসন্তের হাওয়ার মতো ~~তার~~ মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াত। তাই ↑আপনমনে↑ গান গাইত গুন্‌গুন্‌ করে, পছন্দসই কবিতা কপি করে রাখত খাতায়।

আজকাল এক একদিন সন্ধেবেলায় বইয়ের পাতায় যখন চোখ আছে তখন এমন কোনো মানুষের ছবি ~~সে দিন ও~~ ↑(x...x) যে দিনকে↑ যে মানুষকে ↑পূর্ব্বে↑ সে ↑কখনোই↑ বিশেষভাবে আমল দেয়নি। এমন কি, ~~তাদের~~ ↑সে মানুষের↑ অবিশ্রাম আগ্রহে ↑সেদিন↑ তাকে বিরক্ত করেছিল। আজ বুঝি ~~তাদের~~ ↑তার↑ সেই আগ্রহটাই ~~ওর~~ নিজের ভিতরকার অতৃপ্তির বেদনাকে স্পর্শ করে করে যাচ্চে। প্রজাপতির ↑ক্ষণিক↑ হালকা ডানা ফুলকে যেমন বসন্তের স্পর্শ দিয়ে যায়।

এ সব চিন্তাকে যত বেগে সে মন থেকে দূর ~~থেকে~~ ↑করতে চায়↑ সেই ~~বেগই~~ বেগের প্রতিঘাতই চিন্তাগুলিকে ↑ততই↑ ওর মনে ঘুরিয়ে নিয়ে আসে। ~~এ সবের চিন্তাকে যতই দূর করে দিতে চায় ততই ওর অজ্ঞতা ওর মনে তখন হঠাৎ~~ ↑~~যেন~~↑ ~~ঘুরে বেড়াতে দেখা দিয়ে থাকে~~ ↑~~যায়~~↑~~।~~ ↑~~মরুভূমির মধ্যে যেমন ঘোলা জলের স্বপ্নটাও মনোহরা~~↑ নীরদের একখানা ফোটোগ্রাফ রেখেচে ~~আছে ওর~~ ডেস্কের উপর। তার দিকে একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকে। সে মুখে বুদ্ধির দীপ্তি আছে, আগ্রহের চিহ্ন নেই। সে ওকে ডাকে না, তবে ওর প্রাণ সাড়া দেবে কাকে। মনে মনে ↑কেবলি↑ জপ করে, কী প্রতিভা, কী তপস্যা, কী নির্ম্মল চরিত্র, ~~আমার~~ কী আমার অভাবনীয় সৌভাগ্য।

একটা বিষয়ে নীরদের জিত হয়েছে সে কথাটাও বলা দরকার। নীরদের সঙ্গে যখন

উর্ম্মির বিবাহের সম্বন্ধ হোলো শশাঙ্ক এবং ↑সন্দিগ্ধমনা↑ আরো (x...x) দশজন বিদ্রূপ করে হেসেছিল। বলেছিল, রাজারাম বাবু সাদালোক, ঠাউরে বসেছেন নীরদ আইডিয়ালিস্ট। ওর আইডিয়ালিজম-~~এর বাসা যে~~ ↑যে গোপনে↑ ডিম পাড়চে উর্ম্মির টাকার থলির মধ্যে, ~~এ~~ ↑এ↑ কথাটা কি লম্বা লম্বা সাধুবাক্য দিয়ে ঢাকা যায়। আপনাকে স্যাক্রিফাইস্ করেছে বই কি, কিন্তু যে-দেবতার কাছে, তাঁর মন্দিরটা ইম্পীরিয়াল ব্যাঙ্কে। আমরা সোজাসুজি শ্বশুরকে জানিয়ে ~~ছিলুম~~ ↑থাকি,↑ টাকার দরকার আছে, আর সে টাকা জলে পড়বেনা, তাঁরই মেয়ের সেবায় লাগবে। ইনি মহৎলোক, বলেন মহৎ উদ্দেশ্যের খাতিরেই বিয়ে করবেন। ↑তারপরে↑ সেই উদ্দেশ্যটাকে দিনে দিনে তর্জ্জমা করবেন শ্বশুরের চেক বইয়ের খাতায়।

নীরদ জানত এই রকম কথাবার্ত্তা ~~হবে~~ অপরিহার্য্য। উর্ম্মিকে বল্‌লে আমার বিয়ে করার একটা সর্ত্ত আছে ; তোমার টাকা থেকে এক পয়সা নেব না, নিজের উপার্জ্জন আমার একমাত্র অবলম্বন হবে। শ্বশুর ওকে য়ুরোপে পাঠাবার প্রস্তাব করেছিলেন ও কিছুতেই রাজি হল না। সে জন্যে অনেকদিন অপেক্ষা করতেও হোলো। রাজারাম বাবুকে জানিয়েছিল, হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠার উপলক্ষ্যে আপনি যত টাকা দিতে চান সমস্তই দেবেন আপনার মেয়ের নামে। আমি যখন ~~তার~~ ↑সেই হাসপাতালের↑ ভার নেব তার থেকে কোনো বৃত্তি নেব না। আমি ডাক্তার, জীবিকার জন্যে আমার ভাবনা নেই।

এই ~~উপলক্ষ্যে~~ ↑একান্ত নিস্পৃহতা ~~দিয়ে~~ দেখে↑ ওর পরে রাজারামের ভক্তি দৃঢ় হোলো, আর উর্ম্মি খুব গর্ব্ব অনুভব করলে। এই দেমাকের ↑ন্যায্য কারণ ঘটাতেই↑ শর্ম্মিলার মন ~~ওর~~ ↑নীরদের↑ পরে একেবারে বিরূপ হয়ে গেল। ~~আর~~ তারপর ~~ও যখন ওর তার~~ ↑থেকে নীরদ যখন↑ অভ্যাসমত বড়ো বড়ো কথা কইত শর্ম্মিলা ~~কথার~~ ↑আলাপের↑ মাঝখানে ~~থেকে উঠে~~ ↑উঠে পড়ে'↑ ঘাড় বাঁকিয়ে ঘর থেকে বেরিয়ে চলে যেত। ↑কিছুদূর পর্য্যন্ত শোনা যেত তার পায়ের শব্দ।↑ উর্ম্মির খাতিরে কিছু বলত না কিন্তু তার না-বলার ব্যঞ্জনা যথেষ্ট ~~প্রবল~~ ↑ভাবপ্রকাশক↑ ছিল।

প্রথম প্রথম নীরদ ↑প্রতি মেলে↑ চিঠিপত্রে চারপাঁচ ↑পাতা↑ ধরে বিস্তারিত উপদেশ ~~দিত~~ ↑দিয়ে এসেচে↑। কিছুদিন পরে ~~আসতে~~ ↑চমক লাগাতে↑ লাগ্‌ল টেলিগ্রাম। বড়ো বড়ো অঙ্কের টাকার ~~দাবী করে~~ ↑জরুরী দাবী,↑ কখনো বা অধ্যয়নের প্রয়োজনে, কখনো স্বাস্থ্যের, কখনো ভ্রমণের। যে গর্ব্ব এতদিন ↑উর্ম্মির↑ প্রধান ~~সম্পদ~~ ↑সম্বল↑ ছিল তাতে ~~আঘাত~~ ↑যথেষ্ট ঘা↑ লাগ্‌ল বটে কিন্তু মনে একটু সান্ত্বনাও পেলে ~~না~~। যত দিন ~~যাচ্চে~~ ↑যায়,↑ এবং নীরদের অনুপস্থিতি দীর্ঘ হয়ে ~~উঠ্‌চে~~, ↑ওঠে,↑ ততই উর্ম্মির পূর্ব্ব ~~স্বভাব~~ ↑স্বভাবটা↑ কর্ত্তব্যের বেড়ার মধ্যে ফাঁক খুঁজে ~~ছে~~ ↑বেড়ায়।↑ নিজেকে নানা ছলে ফাঁকিও দেয় অনুতাপও করে। এইরকম আত্মগ্লানির সময় নীরদকে ~~টাকা পাঠিয়ে ওর মন অনেকটা~~ ↑অর্থ সাহায্য ~~করে করবার দ্বারা~~ ওর পরিতপ্ত মনের↑ সান্ত্বনা ~~পেত~~ ↑জনক↑। সেই সান্ত্বনার ↑আরাম↑ বেড়ার ফাঁক আরো বাড়িয়ে দিতে লাগল। ↑প্রায়শ্চিত্ত সহজ হলে পাপটাও হয় সহজ।↑ নীরদ বারবার আপন প্রতিশ্রুতি ভাঙতে পারল বলেই এ পক্ষেও প্রতিজ্ঞার জোর আর তেমন শক্ত রইল না। নীরদের স্বাক্ষরিত কর্ত্তব্যের তালিকা এখনো ডেস্কের উপর আছে কিন্তু ↑আছে↑ ম্লান হয়ে ~~আছে~~।

~~ওর~~ ↑ঊর্ম্মির মনে↑ গ্লানির বিশেষ কারণ এই ~~হোলো এই~~ ↑যে,↑ টাকাটা পাঠাবার খবরটা দিদির এবং ভগিনীপতির কাছে ~~লুকোতে হয়েছে~~ ↑না লুকিয়ে থাকতে পারচে না। অবশ্য↑ ম্যানেজারকে ~~দায়ে পড়ে বলতে হোলো।~~ ↑না বলে উপায় নেই।↑ ম্যানেজার জানে নীরদের সঙ্গে ঊর্ম্মির বিবাহ স্থির অতএব এ সম্বন্ধে আপত্তি করলে ↑ভাবী↑ ফল ভালো ~~হবে না। কিন্তু~~ ↑না হতে পারে। তবু↑ সে যথেষ্ট অপ্রসন্ন হয়েচে তা অব্যক্ত, এমন কি, ব্যক্তভাবেই প্রকাশ হতে থাকল, ঊ ম্যানেজারের কাছে ঊর্ম্মির মাথা ↑হোলো↑ হেঁট ~~হয়ে গেল~~, বিশেষত যখন রাধাগোবিন্দ বাবুকে বলতে হোলো যে, কথাটা যেন দিদিরা কোনোমতে না শুনতে পান। ~~তখন এই অনুরোধের অপমান একে~~ ক্রমশ ~~এই~~ ↑ঘন ঘন↑ টাকা পাঠানো নিয়ে এত বাড়াবাড়ি হতে ~~লাগল~~ ↑চল্‌ল,↑ যে, অবশেষে ম্যানেজারবাবু এসে ঊর্ম্মিকে বল্‌লেন, "মা, ভালো ঠেকচে না। এক কাজ করা যাক, বরঞ্চ প্যাসেজের ব্যবস্থা করে পাঠানো ~~হোক~~ ↑যাক↑ উনি ফিরে আসুন।" ঊর্ম্মি তাতে রাজি হোলো না। কিন্তু ম্যানেজারের কথাটার ইঙ্গিত ওকে বাজ্‌ল। ↑সন্দেহ এল মনে।↑ ভাব্‌তে লাগ্‌ল, "আর চুপ করে থাক্‌তে পারিনে। দিদিকে হয়তো বল্‌তে হবে।" ~~এছাড়া~~ আরো একটা (x) সংশয় মনে ঘুরচে। ও ভাবচে, আমার গর্ব্বে আঘাত খুব লেগেচে কিন্তু মনের মধ্যে যথেষ্ট দুঃখ পাচ্চিনে কেন? আরো অনেক বেশি কষ্ট পাওয়া উচিত ছিল।

—॥—

৬৮. খ: শর্ম্মিলার রোগটাও ~~সেই রকমই~~ প্রচ্ছন্ন। ↑ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়।↑

ঘ: এই সময়ে শর্ম্মিলার রোগটা নিয়ে ভাবনা ধরিয়ে দিয়েচে। ভাইয়ের কথা মনে পড়িয়ে ভয় লাগিয়ে দেয়।

৬৯. খ: নানাদিক থেকে ~~তার~~ ব্যাধির ~~খোঁজ করতে।~~ ↑বাসা খুঁজতে।↑ শর্ম্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বল্‌লে, "সি আই ডি-দের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে ~~যে~~ নিরপরাধ।" শশাঙ্ক চিন্তিত মুখে বল্‌লে, "দেহটার খানাতল্লাসি ~~চলবে~~ শাস্ত্র মতেই ↑চলুক,↑ কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।

ঘ: নানা দিক্ থেকে ব্যাধির ~~বাসা খুঁজতে~~ ↑গহ্বরটা খুঁজে বের করতে।↑ শর্ম্মিলা ক্লান্ত হাসি হেসে বল্‌লে, "সি, আই, ডিদের হাতে অপরাধী যাবে ফসকে, খোঁচা খেয়ে মরবে নিরপরাধ।"

শশাঙ্ক চিন্তিতমুখে বল্‌লে, "দেহটার খানাতল্লাসি চলুক শাস্ত্রমতেই, কিন্তু খোঁচাটা কিছুতেই নয়।"

৭০. খ: শশাঙ্ক দুটো ভারি কাজ পেয়েছিল এই সময়টাতেই। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে, আর একটা টালিগঞ্জের দিকে মীরপুরের জমিদারদের নতুন বাগানবাড়িতে। পাটকলের ~~ইমারতটা~~ কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিনমাস। এই নিয়ে শশাঙ্কের ফুরসৎ ছিল না। শর্ম্মিলার ব্যামোর জন্যে মাঝেমাঝে তাকে আটকা পড়তে হয়। অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে। এ রকম কাজের ফরমাস্ বাঙালী এঞ্জিনিয়রদের হাতে আসেনা, সেই জন্যে ওর বিশেষ

ভয় পাছে বদ্‌নামের কারণ ঘটে। শর্ম্মিলার শরীরের দুঃখ ~~ওকে~~ ↑শশাঙ্ককে↑ অত্যন্ত <পীড়া দেয়। কাজ ~~ছুটি দিয়ে~~ ↑কামাই করে↑ ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে ↑নিরুপায় ভাবে এসে বসে।↑ মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে, কেমন আছ। তখনি শর্ম্মিলা উত্তর দেয় ভাল আছি। সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই ↑শশাঙ্ক↑ বিশ্বাস করে ~~নেয়।~~ ↑ছুটি পায়।↑ প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য্য গড়ে তোলবার সঙ্কল্প তার মনে দিনরাত্রি জাগচে। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্য্যে নয়, তার আকর্ষণ বড়ত্বে। যে কোন উপলক্ষ্যে যে কোন উপকরণ দিয়ে বড়ো কিছুকে সৃষ্টি করে তোলায় পুরুষের ↑আত্মসম্মানের↑ দায়িত্ব। শর্ম্মিলা যেমন সেবার দ্বারা ওকে তৃপ্ত করবার কথা ভাবে, তেমনি শশাঙ্ক ভাবে আপন গৌরব দিয়ে শর্ম্মিলাকে গৌরবান্বিত করবে। অর্থ জিনিষকে তুচ্ছ বলে অবজ্ঞা করা চলে যখন তাতে দিন যাপন হয় মাত্র, কিন্তু সেও মহৎ হয়ে ওঠে যখন শক্তি দিয়ে তাকে ~~উ~~ সমুচ্চ করে তোলা যায়। তখন সর্ব্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। কোনো উপকার পায় বলে নয়, তার বড়ত্ব দেখে। শর্ম্মিলার জন্যে উদ্বেগের মধ্যেই শশাঙ্ক না ভেবে থাক্‌তে পারে ↑না↑ তার জয়স্তম্ভ নির্ম্মাণে কোথাও কোনো বিঘ্ন হচ্চে কিনা। শর্ম্মিলা জানে শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, ↑নিজের↑ অবস্থাকে জয় ↑করতে↑ উদ্যত পুরুষের ↑পুরুষকারের↑ ভাবনা। তাতে সে মনে গর্ব্ব অনুভব করে। তাই শশাঙ্ক যে ওর রোগের সেবা নিয়ে নিজের কাজে ঢিল দেবে এ তার ↑সুখের কথা হলেও↑ ভালোই লাগে না। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

কিন্তু নিজের কর্ত্তব্য নিয়ে শর্ম্মিলার উৎকণ্ঠার অন্ত নেই। <* ~~এদিকে শর্ম্মিলার মনেও উৎকণ্ঠার অন্ত নেই~~।*

ঘ: এই সময়টাতেই শশাঙ্কের হাতে দুটো ভারী কাজ এসেছিল। একটা গঙ্গার ধারে পাটকলে, আর একটা টালিগঞ্জের দিকে, মীরপুরের জমিদারদের নূতন বাগানবাড়িতে। পাটকলের কুলিবস্তির কাজটা শেষ করে দেবার মেয়াদ ছিল তিনমাসের। গোটাকতক টিউবওয়েলেরও কাজ ছিল নানা জায়গায়। শশাঙ্কর একটুও ফুরসৎ ছিল না। শর্ম্মিলার ব্যামোটা নিয়ে প্রায় তাকে আটকা পড়তে হয় অথচ উৎকণ্ঠা থাকে কাজের জন্যে।

এতদিন ওদের বিবাহ হয়েচে কিন্তু এমন কোনো ব্যামো শর্ম্মিলার হয় নি যা নিয়ে শশাঙ্ককে ↑কখনো বিশেষ করে↑ ভাবতে হয়েচে। তাই এবারকার এই রোগটা নিয়ে ছেলেমানুষের মতো ছটফট করচে ওর মন। কাজ কামাই করে' ঘুরে ফিরে বিছানার কাছে নিরুপায় ভাবে এসে বসে। মাথায় হাত বুলিয়ে দেয়, জিজ্ঞাসা করে কেমন আছ। তখনই শর্ম্মিলা উত্তর দেয়, "ভালো আছি।" সেটা বিশ্বাস্য নয়, কিন্তু বিশ্বাস করতে একান্ত ইচ্ছা বলেই শশাঙ্ক ~~তাড়াতাড়ি~~ ↑অবিলম্বে↑ বিশ্বাস করে ছুটি পায়।

প্রকাণ্ড একটা ঐশ্বর্য্য গড়ে তোলবার সঙ্কল্প দিনরাত ↑জাগচে↑ তার মনে ~~জাগচে~~। তার আকর্ষণ ঐশ্বর্য্য নয়, বড়ত্বে। বড়ো কিছুকে গড়ে তোলাতেই পুরুষের দায়িত্ব। অর্থ জিনিষটাকে তুচ্ছ বলে' অবজ্ঞা করা চলে তখনি, যখন তাতে দিনপাত হয় মাত্র। যখন তা~~কের~~ ↑চূড়াকে↑ সমুচ্চ করে তোলা যায় তখনি সর্ব্বসাধারণে তাকে শ্রদ্ধা করে। উপকার পায় বলে নয়, তার

... এই বাক্যটি কেটে দিয়ে বাঁ পৃষ্ঠায় লেখা অংশটি সংযোজিত হয়েছে।

বড়ত্ব ~~দেখাটাতে যথেষ্ট~~ ↑দেখাটাতেই চিত্তস্ফূর্ত্তি।↑শর্ম্মিলার শিয়রে বসে ~~তার~~ শশাঙ্কর মনে যখন উদ্বেগ চল্‌চে সেই মুহূর্তেই ↑সে↑ না ভেবে ~~চলে না~~ ↑থাকতে↑ পারেনা তার কাজের সৃষ্টিতে ~~কম পড়চে~~ ↑অনিষ্টের↑ আশঙ্কা ↑ঘটচে↑ কোন্‌খানে। শর্ম্মিলা জানে, শশাঙ্কের এই ভাবনা কৃপণের ভাবনা নয়, নিজের অবস্থার নিম্নতল হতে জয়স্তম্ভ উর্দ্ধে গেঁথে তোলবার জন্যে পুরুষকারের ভাবনা। শশাঙ্কের এই গৌরবে শর্ম্মিলা গৌরবান্বিত। তাই সে যে ওর রোগের সেবা নিয়ে কাজে ঢিল দেবে এ তার পক্ষে সুখের কথা হলেও ভালোই লাগেনা। ওকে বারবার ফিরে পাঠায় তার কাজে।

৭১. খ: আবার, শর্ম্মিলারও সেই দশা,— [বর্জন]

৭২. খ: সে রইল বিছানায় পড়ে, এদিকে ঠাকুর চাকররা ~~যে~~ কি কাণ্ড করচে কে জানে। নিজে যা না দেখবে তাতেই গলদ থেকে যাবে এই সংস্কার ওর মনে বদ্ধমূল। নিজে না দেখবার অস্বস্তিটা কিছুতেই ওকে ছাড়তে চায় না। ~~ওর~~ মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্চে খারাপ, নাবার ঘরে গরম জল দিতে নিশ্চয় ভুলেছে, বিছানার চাদর বদল করা হয়নি, নর্দ্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়চে না। ওদিকে ধোবার বাড়ির কাপড় ফর্দ্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কি রকম উলট পালট হয় সে তো জানা আছে। থাক্‌তে পারেনা, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না হঠাৎ এ কী হোলো।

ঘ: সে রইল বিছানায় পড়ে, ঠাকুর চাকররা কী ↑কাণ্ড↑ করচে কে জানে। মনে সন্দেহ নেই যে রান্নায় ঘি দিচ্চে খারাপ, নাবার ঘরে যথাসময়ে গরম জল দিতে ভুলেচে, বিছানার চাদর বদল করা হয় নি, নর্দ্দমাগুলোতে মেথরের ঝাঁটা নিয়মিত পড়চে না। ওদিকে ধোবারবাড়ির কাপড় ফর্দ্দ মিলিয়ে বুঝে না নিলে কি রকম উলট পালট হয় তো জানা আছে। থাক্‌তে পারে না, লুকিয়ে বিছানা ছেড়ে তদন্ত করতে যায়, বেদনা বেড়ে ওঠে, জ্বর যায় চড়ে, ডাক্তার ভেবে পায় না, এ কী হোলো।

—॥—

৭৩. খ: ~~অবে~~ অবশেষে

৭৪. খ: উর্ম্মিমালাকে তার দিদি [এই পাণ্ডুলিপি থেকে 'উর্ম্মিলা'-র পরিবর্তে সর্বত্র 'উর্ম্মিমালা' লিখেছেন]

৭৫. ঘ: বোন [সংযোজন]

৭৬. ঘ: হয়ে মরতে পারচি নে।

৭৭. খ: এই [সংযোজন]

৭৮. ঘ: তাঁরা [বর্জন]

৭৯. ঘ: এসে [সংযোজন]

৮০. ঘ: বুঝেচি

৮১. ঘ: যে [বর্জন]

৮২. খ: চলবে

৮৩. ঘ: ['...ভাগ্যের খেলা চলবে শর্ম্মিলারই চোখে ধূলো দিয়ে।' বাক্য দিয়ে শেষ হওয়া অনুচ্ছেদের পর বেশ খানিকটা জায়গা ফাঁকা রেখে মাঝখানে 'ঊর্ম্মিমালা' শিরোনাম দিয়ে লেখা শুরু করেছিলেন। পরে 'ঊর্ম্মিমালা' শিরোনামটি কেটে দিয়েছেন।]

৮৪. খ: ঊর্ম্মিমালা যতটা দেখতে ভালো তার চেয়েও তাকে দেখায় ভালো। ~~তার কারণ~~ ↑~~নদীর জলের উপর সূর্য্যের আলো যেমন, তেমনি~~ তার চঞ্চল দেহে সর্ব্বদাই মনের উজ্জ্বলতা খেলিয়ে বেড়ায়।↑ সকল বিষয়েই তার ঔৎসুক্য। সায়েন্সে যেমন তার মন, সাহিত্যেও তেমনি। ময়দানে ফুটবল দেখতে যেতে তার অসীম আগ্রহ, সিনেমা দেখাটাকে সে অবজ্ঞা করেনা। রেডিয়োতে কান পাতে, অনেক সময় বলে, ছ্যাঃ, কিন্তু কৌতূহলও যথেষ্ট। জুওলজিকালে বারবার যায়, ভারি আমোদ লাগে। ~~তার সাজসজ্জা খুব সহজ অথচ পরিপাটি~~ টেনিস খেলে, ব্যাডমিন্টন্ খেলায় ওস্তাদ। তন্বী সে সঞ্চারিণী লতার মতো,—সাজসজ্জা সহজ এবং পরিপাটি। জানে কেমন করে সাড়িটাতে এখানে ওখানে অল্প একটুখানি টেনে দিয়ে ঘুরিয়ে দিয়ে টিল দিয়ে আঁট করে অঙ্গশোভা রচনা করতে হয়, অথচ তার রহস্য ভেদ করা যায় না। গান ভালো গাইতে পারে না, কিন্তু সেতার বাজায়,— ~~সে~~ সেই সঙ্গীত দেখবার, না শোনবার কে জানে; মনে হয় ওর আঙুলগুলি সুরে সুরে কোলাহল করচে। কথা ক'বার বিষয়ে ওর অভাব ঘটেনা কখনো, হাসবার জন্যে সঙ্গত কারণের অপেক্ষা করতে হয় না। সঙ্গদান করবার অজস্র ক্ষমতা, ~~ওর~~, যেখানে থাকে সেখানকার সমস্ত ফাঁক ও একলা ভরিয়ে রাখে।

ঘ: [উপরের অংশটি এই পাণ্ডুলিপির কাহিনীতে আরো আগে উপস্থাপিত হয়েছে। দ্র: টীকা ৬৭ ঘ:]

৮৫. খ: দিদির সেবা করবে বলেই কলেজ ফেলে এলো তাড়াতাড়ি। একদিন ডাক্তার হতে হবে একাজটা তারি অঙ্গ। ঘটা করে একটা চামড়া-বাধানো নোটবই হাত-ব্যাগে পূরল, তাতে রোগের ও শুশ্রূষার ডায়ারি রাখতে হবে। ডাক্তাররা পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এইজন্যে স্থির করলে দিদির রোগটা সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নিতে হবে। দ্রুতবুদ্ধি সময় লাগেনা পড়তে এবং বুঝতে। সঙ্কল্প ব্যর্থ হোলো, পড়াশোনার দরকার হোলো না, রোগটা রইল ~~বিশেষজ্ঞদের~~ ↑ওস্তাদদেরও↑ অগোচরে।

ঘ: দিদির সেবা করতে চলেচি বলে ঊর্ম্মির মনে খুব একটা উৎসাহ হোলো। এই কর্ত্তব্যের ~~কাছেই~~ খাতিরে অন্য সমস্ত কাজকে সরিয়ে রাখতেই হবে। উপায় নেই। তা ছাড়া এই শুশ্রূষার কাজটা ওর ভাবীকালের ডাক্তারী কাজেরই সংলগ্ন, এ তর্কও তার মনে এসেচে। ~~সে যে তার কাজের~~ ↑ও যে আপন মহৎ দায়িত্বের খাঁচা↑ থেকে কোনো ভদ্র ছুতোয় পালাতে পারলে ~~ও~~ বাঁচে বলেই দ্বিধা না করে চলে এসেচে এমন সংশয়কে মনে স্থান দিলে না।

ঘটা করে একটা চামড়া-বাঁধানো নোটবই নিলে। তার মধ্যে রোগের দৈনিক জোয়ার ভাঁটার পরিমাণটাকে রেখাঙ্কিত করবার ছক কাটা আছে। ডাক্তার পাছে অনভিজ্ঞ বলে অবজ্ঞা করে এই জন্যে স্থির করলে দিদির রোগ সম্বন্ধে যেখানে যা পাওয়া যায় পড়ে নেবে। ওর এম, এস্‌সি পরীক্ষার একটা বিষয় শরীরতত্ত্ব, এইজন্যে রোগতত্ত্বের পারিভাষিক বুঝতে ওর কষ্ট হবে না। অর্থাৎ দিদির সেবার উপলক্ষ্যে ওর কর্ত্তব্যসূত্র যে ছিন্ন হবে না বরঞ্চ আরো বেশি একান্তমনে ↑কঠিনতর চেষ্টায়↑ তারই অনুসরণ করা হবে এ কথাটা মনে সে নিশ্চিত করে

নিয়ে ওর পড়বার বই ও খাতাপত্র ব্যাগে পূরে ~~নিয়ে~~ ভবানীপুরের বাড়িতে এসে উপস্থিত হোলো। দিদির ব্যামোটা নিয়ে রোগতত্ত্ব সম্বন্ধে মোটা বইটা নাড়াচাড়া করবার সুযোগ ঘটল না। কেননা বিশেষজ্ঞেরাও রোগের সংজ্ঞা নির্ণয় করতে পারলে না।

৮৬. ঘ: কিন্তু দিদির শুশ্রূষা করতে গেলে, দিদি বলে, ↑মিথ্যা↑ সময় নষ্ট করচিস ~~কেন~~। অর্থাৎ ~~অন্যত্র~~ গুরুতর কর্ত্তব্য ~~কাজ আছে~~ ↑এখানে নয়, অন্যত্র।↑

৮৭. খ: কিন্তু দিদির অভিপ্রায়, গৃহরাজ্যে ওকে নিজের প্রতিনিধিপদে ভর্ত্তি করে। সেইখানে অরাজকতা ঘটচে ~~তার~~ আশু তার প্রতিবিধান চাই।

ঘ: আজ দিদির গৃহরাজ্যে প্রতিনিধিপদ ওর। ~~সে পদের দায়িত্ব কম নয়~~ সেখানে অরাজকতা ঘটচে, আশু তার প্রতিবিধান চাই। এ পদের অতি গম্ভীর দায়িত্ব।

৮৮. খ: সর্ব্বোচ্চ শিখরে

৮৯. খ: সেবায় [সংযোজন]

৯০. খ: ত্রুটি

৯১. খ: সেই

ঘ: এই

৯২. খ: ত্যাগস্বীকার

৯৩. খ: ঘরের ↑ছোটবড়↑ সমস্ত অধিবাসী~~দের~~র

৯৪. খ: সাধনার ↑বিষয়।↑

৯৫. খ: যে [বর্জন]

৯৬ খ: ~~স্নেহসিক্ত~~

৯৭. খ: ~~তার~~ হাসিও পায় অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েচে অথচ কোনো লক্ষ্য নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবার ঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে ↑এঞ্জিনিয়র↑ কাজের তাড়ায় দৌড় (x...x) ~~বেলা দুটোর সময়~~ ↑দিয়েচে বাইরে, ফিরে এসে↑ দেখে ~~তার~~ মেজে জলে থৈ থৈ করচে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। ~~এ মানুষকে নিয়ে কী করা যায়। ঘরেতে~~ ↑এ জায়গায়↑ কলটা বসাবার সময়তেই শর্ম্মিলা আপত্তি তুলেছিল। জানত (x...x) ~~এখানে আনলে~~ এই পুরুষটির হাতে ↑বিছানার পাশে↑ ঐ কোনাটাতে ↑প্রতিদিন↑ জলে স্থলে একটা অনাসৃষ্টি ~~অব্যবস্থা ঘটবে।~~ ↑বাধবে।↑ কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র কি না, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যতরকম অসুবিধা বাড়িয়ে তুলতেই ~~ওর~~ উৎসাহ। খামখা ~~একবার~~ ↑কী↑ মাথায় এল ↑একবার↑ নিজের প্ল্যানে একটা স্টোভ ~~তার এক~~ ↑বানিয়ে বসল।↑ এখানে একটা টানা দরজা, ওখানে একটা ~~চো~~ ধোঁওয়া বেরবার চোঙ, সেখানে একটা ছাই ~~টেনে বের করবার টেনে আনবার~~ ফেলবার* দেরাজ, তারপরে সেঁকবার ভাজবার সিদ্ধ করবার ↑জল গরমের↑ নানা প্রকার খোপ খাপ ↑কল কৌশল। উপস্থিত↑ ~~এ পাড়ার~~ শান্তিরক্ষার জন্যে ~~সেটা~~ ↑কলটাকে↑ মেনে নিতে হোলো, কিন্তু রইল সেটা পড়ে। ↑শর্ম্মিলা কোনোদিন সেটা ব্যবহার করেনি।↑ প্রাপ্তবয়স্ক শিশুদের এই ~~পুলো হোলো~~ খেলা।

---

* পাশে লিখে সংযোজন।

বাধা দিলে অনর্থ বাধে, ~~কিন্তু~~ ↑অথচ↑ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় ~~আর~~ মন যায় না, ~~অব্যবস্থার~~ ↑উদ্ভট একটা↑ সৃষ্টি করে, তারপরে নানারকম ↑ছলনায়↑ ~~করে~~ ভুলিয়ে ~~মেয়েদের~~ ↑স্ত্রীরা↑ সামলিয়ে ~~নিতে হয়~~ ↑নেয়।↑ ~~—ওর~~ ↑এই স্বামী পালনের↑ কাজ এতদিন ↑আনন্দে↑ করে এসেছে শর্ম্মিলা। ঘরে ওর ↑স্বামীর↑ আরাম, বাইরে ওর ↑স্বামীর↑ সম্মান (x) বজায় থাকে এই ওর অবিচলিত লক্ষ্য।

ঘ: হাসিও পায় অথচ মনটা স্নেহসিক্ত হয়ে ওঠে যখন দেখে চুরটের আগুনে ভদ্রলোকের আস্তিন খানিকটা পুড়েছে অথচ লক্ষ্যই নেই। ভোরবেলায় মুখ ধুয়ে শোবারঘরের কোণের কলটা খুলে রেখে এঞ্জিনিয়র ↑কাজের তাড়ায়↑ দৌড় দিয়েচে বাইরে, ফিরে এসে দেখে মেজে জলে থৈ থৈ করচে, নষ্ট হয়ে গেল কার্পেটটা। এই জায়গায় কলটা বসাবার সময়ে গোড়াতেই আপত্তি করেছিল শর্ম্মিলা। জানত এই পুরষটির হাতে বিছানার পাশে ↑অদূরে↑ ঐ কোণাটাতে প্রতিদিন জলেস্থলে একটা অনাসৃষ্টি বাধবে। কিন্তু মস্ত এঞ্জিনিয়র, বৈজ্ঞানিক সুবিধার দোহাই দিয়ে যত রকম অসুবিধাকে জটিল করে তুল্‌তেই ওর উৎসাহ। খামকা কী মাথায় এল একবার নিজের সম্পূর্ণ ওরিজিনাল প্ল্যানে একটা স্টোভ বানিয়ে বসল। তার এ দিকে দরজা, ও দিকে দরজা, এদিকে একটা চোঙ ও দিকে আরেকটা, ↑এক দিকে↑ আগুনের অপব্যয়হীন উদ্দীপন, আর একদিকে ঢালু পথে ছাইয়ের অধঃপতন—তারপরে সেঁকবার, ভাজবার, সিদ্ধ করবার জল গরমের নানা আকার আয়তনের খোপখাপ ↑গুহাগহ্বর↑ কলকৌশল। ~~শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্য~~ কলটাকে ↑উৎসাহের ভাষাতেই↑ মেনে নিতে হয়েছিল, ব্যবহারের জন্যে নয়, শান্তি ও সদ্ভাব রক্ষার জন্যে। প্রাপ্ত বয়স্ক শিশুদের এই খেলা। বাধা দিলে অনর্থ বাধে, অথচ দুদিনেই যায় ভুলে। চিরদিনের বাঁধা ব্যবস্থায় মন যায় না, উদ্ভট একটা কিছু সৃষ্টি করে, আর স্ত্রীদের দায়িত্ব হচ্চে, মুখে ওদের ~~চালিয়ে কাজে চালানো~~ ↑মতে সায় দেওয়া এবং কাজে↑ নিজের মতে ↑চলা↑। এই স্বামীপালনের ~~কাজ~~ ↑দায়↑ এত দিন আনন্দে ↑বহন↑ করে এসেচে শর্ম্মিলা। ~~ঘরে স্বামীর আরাম, বাইরে স্বামীর সম্মান বজায় থাকে এই তার অবিচলিত লক্ষ্য।~~

৯৮. খ: ~~মনে আছে, একবার ওরা বেড়াতে গিয়েছিল পশ্চিমের কোন্ পাহাড়ে। আগে থাকতে xগাড়িx~~ ↑~~কামরা~~↑ ~~রিজার্ভ করা ছিল। জংশনে এসে গাড়ি বদলিয়ে আহারের সন্ধানে গেছে। ফিরে এসে দেখে উর্দ্দিপরা পেয়াদারা ওদের xগাড়িটা দখলx~~ ↑~~বেদখল~~↑ ~~করবার উদ্যোগে xকরচেx~~ ↑~~আছে~~↑ ~~। ষ্টেশান মাস্টার এসে মস্ত এক জেনেরালের নাম করে বল্‌লে, কামরাটা তাঁরই, ভুলে xএদেরx~~ ↑~~অন্য~~↑ ~~নাম xদেওয়াx~~ ↑~~খাটানো~~↑ ~~হয়েচে। শশাঙ্ক অন্যত্র যাবার আয়োজন করচে, শর্ম্মিলা গাড়ির উপর উঠে দরজা আগলে xদাঁড়িয়েx বল্‌লে, "দেখতে চাই, কে আমাকে নামায়, ডেকে আনো তোমার জেনেরালকে।" শশাঙ্ক তখনো সরকারী কর্ম্মচারী, উপরওয়ালাদের xজাতকেx~~ ↑~~জ্ঞাতি গোত্রকে নিরাপদে~~↑ ~~এড়িয়ে চল্‌তে সে অভ্যস্ত; সে যত বলে, "দরকার কি, আরো তো গাড়ি আছে" শর্ম্মিলা কর্ণপাত করেনা। জেনেরাল দূর থেকে xভাবগতিকx~~ ↑~~স্ত্রী মূর্ত্তির উগ্রতা~~↑ ~~দেখে গেল হটে। শশাঙ্ক স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলে, "জানো এ লোকটা কে?" শর্ম্মিলা বল্‌লে, "জানবার দরকার নেই। তোমার কাছে ও বড়ো হতে পারে, কিন্তু আমার কাছে তুমিই বড়ো।" শশাঙ্ক xবললে,x~~ ↑~~জিজ্ঞাসা করলে,~~↑ ~~"যদি অপমান করে বস্‌ত।"~~

~~শর্ম্মিলা জবাব দিলে, "তখন আসত তোমার পালা। আমি রেখেছি তোমার মান, আমার মান xসম্মানx রাখতে হোত তোমাকে।"~~

[এই অংশ কেটে দিয়েছেন লেখার উপর আড়াআড়ি দাগ টেনে। তৃতীয় পাণ্ডুলিপিতে (95ii) এই অংশটি পৃথক পৃষ্ঠায় লিখে অন্যত্র সংযোজন করেছেন। দ্র. টীকা ৩৪. গ:।]

৯৯. খ: এমনি করে ~~একাগ্র লক্ষ্য নিয়ে~~ এতদিন কাটল। নিজেকে বাদ দিয়ে শশাঙ্কের জগৎকে শর্ম্মিলা কল্পনা করতেই পারে না। ↑আজ↑ ভয় হচ্চে ~~উভয়ের~~ ↑জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর↑ মধ্যে বুঝি বিচ্ছেদ ঘটে। ~~ওর ভয় হচ্চে, যদি মৃত্যু হয় তার~~ ↑এমন কি ওর আশঙ্কা যে↑ মৃত্যুর পরেও ~~বুঝি~~ শশাঙ্কের অযত্নের সংসারটা~~কে দেখে~~ ↑ওকে↑ নিরুপায়ে কষ্ট ~~পাবে~~ ↑দেবে↑। ভাগ্যে ঊর্ম্মি ছিল, ↑সে যখন↑ সংসারের কাজকর্ম্ম করে, তার মধ্যে ~~ও~~ ↑যতটা সম্ভব শর্ম্মিলা↑ নিজেকেই দেখে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্ব্বদাই কাজের ফরমাস করেচে ; ~~ওর~~

ওর সিগারেট কেসটা ভরে দেনা ঊর্ম্মি ;

দেখচিসনে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই ;

ঐ দেখ্, জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েছে, বেয়ারাকে যে সাফ করতে হুকুম করবে তার~~ও~~ হুঁস নেই ;

বালিসের ওয়ারগুলো বদ্‌লে দে না ভাই ;

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে ;

একবার আপিস্‌ঘরটা দেখে আসিস্ তো ঊর্ম্মি ;

< ~~কপি~~ ফুলকোপির চারাগুলো তুলে ~~রাখবার~~ ↑পোঁতবার↑ সময় হোলো মনে রাখিস্ ;—

মালীকে বলিস্ গোলাপের ডালগুলো যেন ছেঁটে দেয় ; <

ঐ দেখ্ কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে,—এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না— ঊর্ম্মি, দে তো, বোন, বুরুষ করে।"

ঘ: ~~এমনি করে তো~~ এতদিন ↑তো↑ কাটল। নিজেকে বাদ দিয়ে শশাঙ্কের জগৎকে শর্ম্মিলা কল্পনাই করতে পারে না। আজ ভয় হচ্চে ↑মৃত্যুর দূত এসে↑ জগৎ আর জগদ্ধাত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ↑ঘটায়↑ বুঝি বা। ~~ঘটে।~~ এমনকি ওর আশঙ্কা যে মৃত্যুর পরেও শশাঙ্কের ~~অযত্নের সংসার ওকে~~ ↑~~শর্ম্মিলার অশরীরী আত্মাকে~~ দৈহিক অযত্ন শর্ম্মিলার বিদেহী আত্মাকে↑ শান্তিহীন করে রাখবে। ভাগ্যে ঊর্ম্মি ছিল। সে ওর মতো শান্ত নয়। তবু ওর হয়ে কাজকর্ম্ম চালিয়ে নিচ্চে। সে ↑কাজো↑ তো মেয়েদের হাতের কাজ। ঐ স্নিগ্ধ হাতের স্পর্শ না থাক্‌লে পুরুষদের প্রতিদিনের জীবনের প্রয়োজনে রস থাকে না যে, সমস্তই যে কি রকম শ্রীহীন হয়ে যায়। তাই ঊর্ম্মি যখন তার সুন্দর হাতে ~~দিয়ে~~ ↑ছুরি নিয়ে↑ আপেলের খোসা ছাড়িয়ে ~~দেয়,~~ ↑কেটে কেটে রাখে,↑ কমলালেবুর কোওয়াগুলিকে গুছিয়ে রাখে সাদা পাথরের থালার এক পাশে, বেদানা ভেঙে তার দানাগুলিকে যত্ন করে সাজিয়ে দেয় তখন শর্ম্মিলা তার বোনের মধ্যে যেন নিজেকেই উপলব্ধি করে। বিছানায় শুয়ে শুয়ে তাকে সর্ব্বদাই কাজের ফরমাস করচে,—

ওর সিগারেট কেসটা ভরে দেনা ঊর্ম্মি ;

দেখচিসনে ময়লা রুমালটা বদলাবার খেয়াল নেই ;

ঐ দেখ্, (x) জুতোটা সিমেন্টে বালিতে জমে নিরেট হয়ে রয়েচে ; বেয়ারাকে সাফ করতে

~~বললে~~ হুকুম করবে তার হুঁস নেই ;

বালিশের ওয়ারগুলো বদ্‌লে দেনা ভাই ;

ফেলে দে ঐ ছেঁড়া কাগজগুলো ঝুড়ির মধ্যে ;

একবার আপিসঘরটা দেখে আসিস তো ঊর্ম্মি, আমি নিশ্চয় বলচি, ওর ক্যাশ বাক্সের চাবিটা ডেস্কের উপর ফেলে রেখে ~~চলে~~ বেরিয়ে গেছেন ;

ফুলকোপির চারাগুলি তুলে পোঁতবার সময় হোলো মনে থাকে যেন ;

মালীকে বলিস গোলাপের ডালগুলো ছেঁটে দিতে

ঐ দেখ্, কোটের পিঠেতে চুন লেগেছে ;—এত তাড়া কিসের, একটু দাঁড়াও না—ঊর্ম্মি, দে তো বোন, বুরুষ ক'রে।

— ॥ —

১০০. খ: ঊর্ম্মি যথাসাধ্য কাজ করে, তবু কাজে সে যে পটু তা বল্‌তে পারিনে। হাত তার সুনিপুণ, গুছিয়ে কাজ করতে পারত, কিন্তু ↑ঠিক সেবার স্বভাব বল্‌লে যা বোঝায় তা ওর নয়, তাই↑ মন পূরোপূরি সায় দেয় না। ~~তা হোক,~~ ↑তবুও↑ একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখা গেল, কাজ দিয়ে না হোক্ নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির মস্ত একটা অভাব সে পূরণ করেচে। সে অভাবটা যে কী তাও নির্দ্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না।

ঘ: ঊর্ম্মি বই-পড়া মেয়ে, কাজ-করা ↑মেয়ে↑ নয়, তবু ভারি মজা লাগচে। যে কড়া নিয়মের মধ্যে ↑সে ছিল↑ তার থেকে বেরিয়ে এসে ~~এ~~ ↑কাজ কর্ম্ম↑ সমস্তই ওর কাছে অনিয়মের মতোই ঠেকচে। এই সংসারের ~~কাজের~~ ↑কর্ম্মধারার↑ ভিতরে ভিতরে যে উদ্বেগ আছে সাধনা আছে, সে তো ওর মনে নেই ; সেই চিন্তার সূত্রটি আছে ওর দিদির মধ্যে। ~~ওর~~ ↑তাই ওর কাছে এই↑ কাজগুলো খেলা, এক রকম ছুটি, উদ্দেশ্য-বিবর্জিত উদ্যোগ। ও যেখানে এতদিন ছিল, এ তার থেকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র জগৎ, এখানে ওর কাছে ↑সম্মুখে↑ কোনো লক্ষ্য ↑তর্জ্জনী তুলে↑ নেই, অথচ দিনগুলো কাজ দিয়ে পূর্ণ। সে কাজ বিচিত্র। ভুল ~~করে~~ ↑হয়↑ ত্রুটি হয়, তার জন্যে কঠিন জবাবদিহী নেই। যদিবা দিদি একটু তিরস্কার করতে চেষ্টা করে, শশাঙ্ক হেসে উড়িয়ে দেয়, যেন ~~ওর~~ ↑ঊর্ম্মির↑ ভুলটাতেই ↑বিশেষ↑ একটা রস আছে। বস্তুত আজকাল ওদের ঘরকন্নাতে দায়িত্বের গাম্ভীর্য্য ~~নেই,~~ ↑চলে গেছে,↑ ভুলচুকে কিছু আসে যায় না এমন একটা আল্‌গা অবস্থা ↑ঘটেচে ;↑ এইটেই শশাঙ্কের কাছে ভারি আরামের ~~লাগচে~~ ↑ও কৌতুকের।↑ মনে হচ্চে যেন পিক্‌নিক্ চল্‌চে। আর ঊর্ম্মি যে কিছুতেই চিন্তিত নয়, দুঃখিত নয়, লজ্জিত নয়, সব তাতেই উচ্ছ্বসিত, এতে শশাঙ্কের ↑নিজের↑ মন থেকে তার ~~অত্যন্ত আঁটাআঁটি~~ কর্ম্মের পীড়নকে লঘু করে দেয়। কাজ শেষ হলেই এমন কি, না হলেও বাড়িতে ফিরে আসবার জন্যে ওর মন উৎসুক হয়ে ওঠে।

এ কথা মানতেই হবে ঊর্ম্মি কাজে পটু নয়। তবু একটা জিনিষ লক্ষ্য করে দেখা গেল কাজ দিয়ে না হোক্, নিজেকে দিয়েই এ বাড়ির মস্ত একটা অভাব পূরণ করেচে, সেই অভাবটা ঠিক যে কি তা নির্দ্দিষ্ট ভাষায় বলা যায় না। তাই শশাঙ্ক যখন বাড়িতে আসে তখন ~~ও~~

সেখানকার ~~সমস্ত~~ হাওয়ায় ভরা একটা নিবিড় ছুটি অনুভব করে। সেই ছুটি কেবল ঘরের ~~সেবা~~ ↑সেবায়↑ নয়, কেবল অবকাশমাত্রে নয়, তার একটা রসময় স্বরূপ আছে। ~~তার একটা প্রধান কারণ~~ ↑বস্তুত↑ ঊর্ম্মির (x...x) ছুটির আনন্দ এখানকার সমস্ত শূন্যকে পূর্ণ করেছে, তাকে নিত্যই ↑দিনরাত্রিকে↑ চঞ্চল করে রেখেছে। সেই চাঞ্চল্য কর্ম্মক্লান্ত শশাঙ্কের রক্তকে দোলায়িত করে তোলে। ↑অপরপক্ষে↑ শশাঙ্ক (x) ঊর্ম্মিকে নিয়ে আনন্দিত ~~হয়ে উঠেচে~~ সেই উপলব্ধিই ঊর্ম্মিকে আনন্দ দেয়। এতকাল সেই সুখটাই ঊর্ম্মি পায় নি। সে যে আপনার অস্তিত্বমাত্র দিয়ে কাউকে খুসি করতে পারে এই তথ্যটি অনেকদিন তার কাছে চাপা পড়ে গিয়েছিল ~~এই~~ এতেই তার যথার্থ গৌরবহানি হয়েছিল।

১০১. খ: অভ্যাস।

১০২. খ: ঠিক সময়ে ঠিক জিনিষের

১০৩. খ: হোলো কি হোলো না

১০৪. খ: ~~যেন~~ অকারণেই [সংযোজন]

১০৫. খ: আছে

১০৬. খ: শর্ম্মিলাকে সে ~~বললে~~, ↑বলে,↑ "তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্চ কেন? অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো ক্ষতি হয় না, সে তো ভালোই লাগে।" ↑ভালো যে কেন লাগে সেটা সুস্পষ্ট হবার সময় এখনো আসেনি।↑

ঘ: শর্ম্মিলাকে সে বলে, "তুমি খুঁটিনাটি নিয়ে অত ব্যস্ত হচ্চ কেন। অভ্যাসের একটু হেরফের হলে তো ~~ক্ষতি~~ ↑অসুবিধে↑ হয় না, সে তো ভালোই লাগে।"

১০৭. খ: এদিকে দেখচি ওর কাজের টানটাও সহজ হয়ে ~~আসচে~~ ↑এলো↑। এমন কি, ছুটি অসহ্য হচ্চে না। একটু দেরি হলেই (x) মুস্কিল হবে লোকসান হবে, এ সব উদ্বেগের কথা তেমন ↑সদা↑ সর্ব্বদা শোনা যায় না। মুনাফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ↑ওপারে↑ যে অঙ্কগুলো আছে, তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

ঘ: শশাঙ্কর মনটা এখন ~~মনটা এখন~~ জোয়ার ভাঁটার মাঝখানকার ↑নদীর↑ মতো। কাজের বেগটা থমথমে ~~এ~~ হয়ে এসেচে। একটু কোনো দেরিতেই বা বাধাতেই মুস্কিল হবে লোকসান হবে এমন তরো উদ্বেগের কথা সদাসর্ব্বদা শোনা যায় না। সে রকম কিছু প্রকাশ হলে ঊর্ম্মি তার গাম্ভীর্য্য ভেঙে দেয়, হেসে ওঠে, ~~বলে~~ মুখের ভাবখানা দেখে বলে, "আজ তোমার জুজু এসেছিল বুঝি, সেই লাল পাগড়িপরা ভাটিয়া বেনে—ভয় দেখিয়ে গেছে বুঝি?"

শশাঙ্ক বিস্মিত হয়ে বলে, "তুমি তাকে জান্‌লে কী করে?"

"আমি তাকে খুব চিনি। তুমি সেদিন বেরিয়ে গিয়েছিলে, ও একলা বারান্দায় বসে ~~ছিল~~ ছিল। আমিই তো তাকে নানা কথা বলে ভুলিয়ে রেখেছিলুম।"

"↑তা হলে↑ এখন থেকে সে রোজ আসবে যখন আমি বাড়ি থেকে বেরিয়ে যাবো।"

"আমাকে বলে যেয়ো ওর কাছ থেকে কী কাজ আদায় করতে হবে। ভাব দেখে বোধ হয় আমি পারব।"

আজকাল শশাঙ্কর মুনাফার খাতায় নিরেনব্বইয়ের ওপারে যে মোটা অঙ্কগুলো বসে

আছে তারা মাঝে মাঝে যদি একটু সবুর করে সেটাতে ব্যস্ত হয়ে ওঠবার মতো চাঞ্চল্য দেখা যায় না।

১০৮. খ: সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে ~~বসবার~~ ↑কানপাতবার↑ জন্যে ~~ইতিপূর্ব্বে~~ শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ ~~কোনদিন প্রকাশ পায় নি~~ ↑এতকাল↑ ~~অব্যক্তই ছিল~~ অনভিব্যক্তই ছিল, আজকাল ঊর্ম্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ বলে মনে হয় না। এমন কি ↑সে↑ সময়ে কাজের দূত কেউ দেখা করতে এলে বেয়ারাকে বলে, "বাবুকে একটু বস্‌তে বল্।" এরোপ্লেন ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম্ পর্য্যন্ত যেতে হোলো, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিয়ুমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতেখড়ি। এটা বিরক্তিজনক হতে পারত কিন্তু (x...x) হয় নি। ↑কেনবার দিকে ঊর্ম্মিলার ঝোঁক নেই, কেবল জিনিষপত্র উল্‌টেপাল্‌টে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায়, তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে পুরে ফেলে, খুল্‌তে দেয় না।

< বিকেল বেলায় শশাঙ্ক যখন ~~একটা~~ ডান হাতে লাল নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উস্‌কোখুস্‌কো করতে করতে আপিসের ডেস্কের উপর কোনো একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েচে, ঊর্ম্মি এসে বলে, চলো টেনিস খেলতে। শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।" কাজের গুরুত্বে ঊর্ম্মি একটুও ভয় পায় না, ওকে টানাটানি করে নিয়ে যায় খেলতে। এ খবরটা শর্ম্মিলা যদি পায় তবে ↑ভারি↑ বিরক্ত হয়। ঊর্ম্মিকে ডেকে বলে, "আর যাই করিস ওর আপিসে গিয়ে ওকে বিরক্ত করিসনে।" শর্ম্মিলার পূজোর ঘর অশুচি শশাঙ্কর পক্ষে যেমন অনধিগম্য, কাজের সময়ে শশাঙ্কর আপিসঘর শর্ম্মিলার পক্ষে তেমনি। পুরুষের সাধনা এইখানে, সেটাকে ও সর্ব্বান্তঃকরণে সম্ভ্রম করে। এই নিয়ে ঊর্ম্মিকে তার দিদির তিরস্কার যখন কঠিন হয়ে ওঠে তখন দরজার বাইরে থেকে শশাঙ্ক ~~কে~~ ↑তাকে↑ চোখ টিপ্‌তে থাকে, তার তাৎপর্য্য এই যে, ব্যাপারটা যত গুরুতর মনে করচ তেমন কিছুই নয়।

শর্ম্মিলা শশাঙ্ককে ~~এই~~ ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার অমন করে শুন্‌লে চলবে কেন ? সময় নেই অসময় নেই তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা ছেলে মানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধূলো না পেলে বাঁচবে কেন ?"

ঘ: সন্ধ্যাবেলায় রেডিয়োর কাছে কান পাতবার জন্যে শশাঙ্ক মজুমদারের উৎসাহ এতকাল অনভিব্যক্ত ছিল। আজকাল ঊর্ম্মি যখন তাকে টেনে আনে তখন ব্যাপারটাকে তুচ্ছ এবং সময়টাকে ব্যর্থ মনে হয় না। এরোপ্লেন ওড়া দেখবার জন্যে একদিন ভোরবেলা দমদম পর্য্যন্ত যেতে হোলো, বৈজ্ঞানিক কৌতূহল তার প্রধান আকর্ষণ নয়। নিয়ুমার্কেটে শপিং করতে এই তার প্রথম হাতেখড়ি। এর ↑(x...x) আগে↑ শর্ম্মিলা মাঝে মাঝে মাছমাংস ফলমূল ↑শাক↑ সবজি কিন্‌তে সেখানে যেত। সে জানত এ কাজটা বিশেষভাবে তারই বিভাগের। এখানে শশাঙ্ক যে তার সহযোগিতা করবে এমন কথা সে কখনো মনেও করেনি ইচ্ছেও করেনি। ~~কিছু কেনবার দিকে ঊর্ম্মির ঝোঁক নেই,~~ ↑কিন্তু ঊর্ম্মি তো কিন্‌তে যায় না,↑ কেবল জিনিষপত্র

উল্‌টে পালটে দেখে বেড়ায়, ঘেঁটে বেড়ায়, দর করে। শশাঙ্ক যদি কিনে দিতে চায় তার টাকার ব্যাগটা কেড়ে নিয়ে নিজের ব্যাগে রাখে।

শশাঙ্কের কাজের দরদ ঊর্ম্মি একটুও বোঝে না। কখনো কখনো অত্যন্ত বাধা দেওয়ায় শশাঙ্কের কাছে তিরস্কার পেয়েছে। তার ফল এমন শোকাবহ হয়েছিল যে তার শোচনীয়তা অপসারণ করবার জন্যে ~~ওকে~~ ↑শশাঙ্ককে↑ দ্বিগুণ সময় দিতে হয়েচে। ঊর্ম্মির চোখের জলের দুর্য্যোগ শশাঙ্কের পক্ষে বিপত্তিজনক। অথচ ও ↑যে কড়া↑ কাজের লোক সেটা তো ভুল্‌লে চল্‌বে না। তাই ~~মুস্কিলে~~ ↑সঙ্কটে↑ পড়ে' (x...x)অবশেষে বাড়ির বাইরে চেম্বারেই ওর সমস্ত কাজকর্ম্ম সেরে আসতে চেষ্টা করে। কিন্তু (x...x) অপরাহ্ণ পেরলেই সেখানে ~~ওর~~ থাকা ~~অসম্ভব~~ ↑দুঃসহ↑ হয়ে ওঠে। ~~এমন ঘটনা~~ ↑কোনো কারণে↑ যেদিন ~~ঘটেচে~~ ↑বিশেষ দেরি করে↑ সেদিন ঊর্ম্মির অভিমান প্রায় অশ্রুজলের সীমা পর্য্যন্ত ~~যায়~~ ↑এসে ঠেকে। ↑~~ও~~↑ শশাঙ্ক(x)↑ সইতে পারে না। ↑এবং এই অশ্রুবাষ্পাকুল অভিমানটা ভিতরে ভিতরে ওকে আনন্দ দেয়'।↑ ভালো মানুষটির মতো নষ্ট সময়ের জন্যে আবার পরের দিন সকালে উঠেই অনুতাপ করতে থাকে।

কোনো একটা ছুটির দিনে বিকেল বেলায় শশাঙ্ক যখন ডান হাতে লাল নীল পেন্সিল নিয়ে বাঁ হাতের আঙুলগুলো দিয়ে অকারণে চুল উস্‌কো খুস্‌কো করতে করতে আপিসের ডেস্কে~~র উপরে~~ ↑বসে↑ কোনো একটা দুঃসাধ্য কাজের উপর ঝুঁকে পড়েচে, ঊর্ম্মি এসে বলে, "চলো টেনিস্ খেলতে।"

শশাঙ্ক মিনতি করে বলে, "না ভাই, আজ না, এখন আমার ওঠবার জো নেই।"

কাজের গুরুত্বে ঊর্ম্মি ~~র~~ একটুও ভয় পায় (x) না। ↑বারবার করে↑ বলে, "না চলো।" (x...x)

শেষকালে ওর টানাটানিতে ↑শশাঙ্ক↑ কাজ ফেলেও যায় খেল্‌তে। এইরকম উৎপাত চল্‌ছে টের পেলে শর্ম্মিলা ~~অত্যন্ত~~ ↑বিষম↑ বিরক্ত হয়। কেননা ~~স্বামীর কাজটাকে ও ভক্তি করে বল্‌লেই হয়। এটা যে~~ ↑ওর মতে↑ পুরুষের সাধনার ক্ষেত্রে ~~এটা যে~~ মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ কোনোমতেই মার্জ্জনীয় নয়। ঊর্ম্মিকে শর্ম্মিলা বরাবর ছেলেমানুষ বলেই জেনেচে। আজো সেই ধারণাটা ওর মনে আছে। তা হোক, তাই বলে আপিসঘর তো ছেলেখেলার জায়গা নয়। তাই ঊর্ম্মিকে ডেকে যথেষ্ট কঠিনভাবেই তিরস্কার করে। সে তিরস্কারের নিশ্চিত ফল হতে পারত, কিন্তু স্ত্রীর ক্রুদ্ধ কণ্ঠস্বর শুনে শশাঙ্ক স্বয়ং দরজার বাইরে এসে দাঁড়িয়ে ~~ওকে~~ ↑ঊর্ম্মিকে↑ আশ্বাস দিয়ে চোখ টিপ্‌তে থাকে। তার অর্থ এই যে ব্যাপারটা এমন কিছু গুরুতর নয়, ভয় পেয়ো না।—(x) তাসের প্যাক দেখিয়ে ইসারা ~~দেখিয়ে ইসারা~~ করে, ↑ভাবখানা এই যে,↑ চলে এসো, আপিসে বসে তোমাকে পোকার্ খেলা শেখাব।" এখন ~~যে~~ খেলার সময় একেবারেই নয়, এবং খেলবার কথা মনে আনবারও ~~ওর~~ সময় ওর ছিল না। কিন্তু দিদির কঠোর ভর্ৎসনায় ঊর্ম্মির মনে বেদনা লাগ্‌চে এটা তাকে যেন ঊর্ম্মির চেয়েও বেশি বাজে। ও নিজেই তাকে অনুনয় এমন কি, ঈষৎ তিরস্কার করে ~~ওর~~ কাজের ক্ষেত্র থেকে সরিয়ে রাখ্‌তে পারত কিন্তু শর্ম্মিলা যে এই নিয়ে ঊর্ম্মিকে শাসন করবে এইটে সহ্য করা ওর পক্ষে বড়ো কঠিন।

শর্ম্মিলা শশাঙ্ককে ডেকে বলে, "তুমি ওর সব আবদার অমন করে শুন্‌লে চলবে কেন ? সময় নেই, অসময় নেই, তোমার কাজের লোকসান হয় যে।"

শশাঙ্ক বলে, "আহা, ছেলেমানুষ, এখানে ওর সঙ্গী নেই কেউ, একটু খেলাধূলো না পেলে বাঁচবে কেন ?"

১০৯. ঘ: ছেলেমানুষী

১১০. খ: ↑যখন↑

১১১. খ: তার পাশে চৌকি টেনে নিয়ে এসে

১১২. খ: আমাকে [বর্জন]

১১৩. খ: সহজেই বোঝে,

১১৪. খ: নিয়মগুলো

১১৫. খ: ~~ওর~~

১১৬. খ: হয়ে ওঠে।

১১৭. খ: ওকে প্রব্লেম দেয়, ও কষে নিয়ে আসে।

১১৮. খ: যখন [বর্জন]

১১৯. খ: তদন্ত করতে যায়,

১২০. খ: প্রশ্ন করে [সংযোজন]

ঘ: ·প্রশ্ন করে [বর্জন]।

১২১. খ: তর্ক

১২২. খ: কবিত্বর

ঘ: কবিত্বের

১২৩. খ: দিনের কাজ সেরে আজকাল বাড়ি ফিরতে তত বেশি দেরি হয় না। কেননা ↑লাল দিঘিতে↑ চেম্বারে বসে যে সব কাজ করত এখন সেগুলো বাড়িতেই নিয়ে আসে। লাইন টানা আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেচে। ঊর্ম্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে ~~তার~~ কাজ এগোয়, খুব ~~যে~~ দ্রুত বেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

ঘ: এখন তাই চেম্বারের কাজ যখন বাড়ি নিয়ে আসে তা নিয়ে মনে আশঙ্কা থাকে না। লাইন টানা আঁক কষার কাজে তার সঙ্গী জুটেচে। ঊর্ম্মিকে পাশে নিয়ে বুঝিয়ে বুঝিয়ে কাজ এগোয়। খুব দ্রুতবেগে এগোয় না বটে, কিন্তু সময়ের দীর্ঘতাকে সার্থক মনে হয়।

১২৪. খ: এইখানটাতে শর্ম্মিলাকে ~~একটু কেমন যেন~~ ↑রীতিমতো↑ ধাক্কা দেয়। ঊর্ম্মির ছেলেমানুষীও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনাও (x) ভালোই লাগে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে ~~যেখানে স্বামীর সঙ্গে~~ (x...x) ↑~~ওর বনের~~ (x...x)↑ ~~সেখানে ঊর্ম্মির এই সহজে প্রবেশাধিকার ওকে যেন কেমন x বাধা দেয়~~x ↑~~পীড়া দেয়~~↑ ~~নিজের স্ত্রী বুদ্ধির যে~~ <স্বামীর সঙ্গে ~~নিজের~~ স্ত্রী বুদ্ধির যে দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য্য ,বলে মেনে নিয়েছিল সেখানে ঊর্ম্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগেনা। পুরুষের কর্ম্মক্ষেত্রে মেয়েদের অনধিকার প্রবেশ এটা যে নিতান্তই স্পর্দ্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেচেন স্বধর্ম্ম।<

মনে মনে ~~একটু~~ অধীর হয়েই এক দিন ~~তাকে~~ জিজ্ঞাসা করলে, "↑আচ্ছা ঊর্ম্মি,↑ তোর

কি ঐ সব আঁকা জোখা আঁক কষা সত্যিই ভালো লাগে।" *উর্ম্মি বল্‌লে, "আমার ভারি ভালো লাগে দিদি।"

শর্ম্মিলা একটু অবিশ্বাসের বাঁকা সুরে বল্‌লে, "হাঁ, ভালো লাগে! ওকে খুসি করবার জন্যে দেখাস্ যেন ভালো লাগে!"

↑না হয় তাই হোলো।↑ খাওয়ানো দাওয়ানো সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুসি ~~করলে সেটা ওর ভালোই লাগে।~~ ↑করাটা ~~ওর~~ তো শর্ম্মিলার** সম্পূর্ণ মনঃপূত।↑ কিন্তু ~~এখানেও নিজে নাগাল পায় না, ↑বুঝি↑ তাই ওকে ব্যথা দিতে থাকে, থাকতে পারে না,~~ ↑এ খুসিটা ওর খুসির সঙ্গে মেলেনা। মনে করে উর্ম্মির এটা স্বাভাবিক কখনোই নয়, কেবল দেমাক। থাকতে পারে না,↑ শশাঙ্ককে ডেকে বলে, ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করো কেন? ওতে যে তোমার সময় নষ্ট ↑কাজের ক্ষতি↑ হয়। ও ছেলেমানুষ, এ সব কী বুঝবে।"

শশাঙ্ক বলে, "আমার চেয়ে কম বোঝেনা।" মনে করে, এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি ~~খুসি করাই~~ ↑আনন্দ দেওয়াই↑ হোলো। নির্ব্বোধ!

[এর পর বাঁ দিকে পাতায় লিখে অংশটি সংযোজনের জন্য দাগ দিয়ে চিহ্নিত করেছিলেন। কিন্তু পরবর্তী অংশ লেখার সময় তিনি বাঁ পাতার রচনাটিকে সরিয়ে নিয়ে গিয়ে আরো দু পৃষ্ঠা পরে "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।" বাক্যের পর যোগ করার কথা ভাবেন ও সেই অনুসারে বাঁ পাতার মাথায় "(ক) ১৫ ~~পর~~ পৃষ্ঠায়" লিখে এবং ১৫-সংখ্যক পৃষ্ঠার নির্ধারিত স্থানে (ক) লিখে সংযোজন স্থানটি নির্দেশ করেন। এছাড়াও সম্ভবত অংশটি স্থানান্তরিত করার কথা ভাবার সময়ই ঐ বাঁ পাতার অব্যবহিত পরবর্তী দুটি বাঁ দিকের পাতাতে আরো খানিকটা লিখে একসঙ্গে যোগ করে দিতে চান।

কিন্তু পরবর্তী পাণ্ডুলিপি অর্থাৎ ঘ-এর পাঠ লক্ষ্য করলে দেখা যায়, সংযোজনের জন্য লেখা তিনটি পাতার মধ্যে প্রথম পাতার পাঠটি রবীন্দ্রনাথ পুনরায় ফিরিয়ে এনেছেন আগের জায়গায় অর্থাৎ '...দিদিকে বুঝি ~~খুসি করাই~~ ↑আনন্দ দেওয়াই↑ হোলো। নির্ব্বোধ!' বাক্যের পর। এখানে অংশটি রবীন্দ্রনাথ প্রথমে যেখানে সংযোজন করার কথা ভেবেছিলেন এবং একবার ভিন্ন ভাবনার পর আবার সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে পরের পাণ্ডুলিপিতে যেখানে ফিরিয়ে এনেছিলেন সেই স্থানে রাখা হলো। পাণ্ডুলিপি খ-এ বাঁ পাতায় লেখা অংশটি—]

< নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল তখন শর্ম্মিলা সেটা যে শুধু ↑অগত্যা↑ মেনে নিয়েছিল তা নয় তাতে গর্ব্ববোধ করত। তাই ↑ইদানীং↑ আপন সেবাপরায়ণ হৃদয়ের অনেক দাবীই সে কমিয়ে এনেছিল। ও ~~বোধ~~ বলত পুরুষ মানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্ম্মের পথে ওরা ভাগ্য জয় করবে, সে জন্যে যদি ~~দুঃখও~~ ক্লেশ পায় তবে আমি যেন দুর্ব্বল হয়ে বাধা না দিই। দেয়নি বাধা। দেখেচে, আরাম তুচ্ছ করে ও প্রাণপণে কাজ করেচে। কঠোর সাধন ক্ষেত্রের দিকে দূরের থেকে সে আপন শ্রদ্ধা ~~পাঠিয়েছে।~~ ↑নিবেদন করেচে↑ চাকরির বন্ধন থেকে মুক্ত হবার পরেই শশাঙ্কর যে পৌরুষ প্রকাশ পেয়েছে

* P চিহ্ন দিয়ে অনুচ্ছেদ বিভাজনের নির্দেশ

** তোলাপাঠের মধ্যে তোলাপাঠ।

তা দেখে ও আনন্দিত, ~~হয়েছে,~~ সেই সঙ্গে যখন দেখলে ~~ওর~~ ↑স্ত্রীর↑ সেবাযত্নের ~~বন্ধন~~ ↑জাল↑ থেকেও ওর স্বামী অনেকটা পরিমাণে নিজেকে ছাড়িয়ে ~~নিয়েছে~~ নিল, ↑তখন↑ তার দুঃখও সগর্ব্বে ভুলতে পারলে। কিন্তু আজ ওর এ কী হার! ঐ ~~ছোট~~ ↑একরত্তি↑ মেয়ে এসে ~~এই~~ অল্প কয়দিনেই ওর এত বড়ো সাধনার আসন থেকে এই পুরুষকে বিচলিত করে দিলে! বুঝতে পারচে না, যারা ওর সঙ্গে কাজ করে তারা ওর এই শৈথিল্যে ওকে কী রকম অবজ্ঞার ~~করে।~~ ↑চোখে আজ দেখে।↑ সেই অবজ্ঞা, সেই পুরুষের ↑পরাভব,↑ সকল দুঃখের উপরে আজ শর্ম্মিলাকে এত করে মারচে। <

ঘ: এইখানটাতে শর্ম্মিলাকে রীতিমত ধাক্কা দেয়। ঊর্ম্মির ছেলেমানুষীও সে বোঝে, তার গৃহিণীপনাও ভালো লাগে, কিন্তু ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে স্বামীর সঙ্গে স্ত্রী বুদ্ধির যে দূরত্বকে স্বয়ং অনিবার্য্য বলে মেনে নিয়েছিল সেখানে ঊর্ম্মির অবাধে গতিবিধি ওর একটুও ভালো লাগে না। ওটা যে নিতান্তই স্পর্দ্ধা। আপন আপন সীমা মেনে চলাকেই গীতা বলেন স্বধর্ম্ম।

মনে মনে অত্যন্ত অধীর হয়েই একদিন ওকে জিজ্ঞাসা করলে, "আচ্ছা ঊর্ম্মি, তোর কি ঐ সব আঁকা জোখা আঁককষা ট্রেস্ করা সত্যিই ভালো লাগে।"

"আমার ভারি ভালো লাগে দিদি।"

শর্ম্মিলা অবিশ্বাসের সুরে বললে, "হাঁঃ, ভালো লাগে! ওকে খুসি করার জন্যেই দেখাস যেন ভালো লাগে।"

না হয় তাই হোলো। খাওয়ানো ↑পরানোর↑ সেবা যত্নে শশাঙ্ককে খুসি করাটা তো শর্ম্মিলার মনঃপূত। কিন্তু এই জাতের খুসিটা ওর নিজের খুসির সঙ্গে মেলে না।

শশাঙ্ককে বারবার ডেকে বলে, "ওকে নিয়ে সময় নষ্ট করো কেন? ওতে যে তোমার কাজের ক্ষতি হয়। ও ছেলেমানুষ, এ সব কী বুঝবে!"

শশাঙ্ক বলে, "আমার চেয়ে কম বোঝে না!"

মনে করে এই প্রশংসায় দিদিকে বুঝি আনন্দ দেওয়াই হোলো। নির্ব্বোধ!

নিজের কাজের গৌরবে শশাঙ্ক যখন আপন স্ত্রীর প্রতি মনোযোগকে খাটো করেছিল, তখন শর্ম্মিলা সেটা যে শুধু অগত্যা মেনে নিয়েছিল তা নয়, তাতে সে গর্ব্ব বোধ করত। তাই ইদানীং ~~তার~~ ↑আপন↑ সেবাপরায়ণ হৃদয়ের দাবি অনেক পরিমাণেই কমিয়ে এনেছে। ও বল্‌ত, পুরুষমানুষ রাজার জাত, দুঃসাধ্য কর্ম্মের অধিকার ওদের নিয়তই প্রশস্ত করতে হবে। নইলে তারা মেয়েদের চেয়েও নিচু হয়ে যায়। কেননা মেয়েরা আপন স্বাভাবিক মাধুর্য্যে ভালোবাসার জন্মগত ঐশ্বর্য্যেই সংসারে প্রতিদিন আপন আসনকে সহজেই সার্থক করে। কিন্তু পুরুষের নিজেকে সার্থক করতে হয় প্রত্যহ যুদ্ধের দ্বারা। সেকালে রাজারা বিনা প্রয়োজনেই রাজ্যবিস্তার করতে বেরোতো। ~~সে~~ রাজ্য লোভের জন্যে নয়, নূতন করে পৌরুষের গৌরব ~~রক্ষার জন্যে~~ প্রমাণের জন্যে। ~~ঐ~~ এই গৌরবে মেয়েরা যেন বাধা না দেয়। শর্ম্মিলা বাধা দেয় নি, ইচ্ছা করেই শশাঙ্ককে তার লক্ষ্য সাধনায় সম্পূর্ণ পথ ছেড়ে দিয়েছে। এক সময়ে তাকে ওর ~~সেবাজালে~~ ↑সেবাজালে↑ জড়িয়ে ফেলেছিল, মনে দুঃখ পেলেও সেই জালকে ~~ও~~ ক্রমশ খর্ব্ব করে' এনেছে। এখনো সেবা যথেষ্ট করে, ~~ও~~ কিন্তু অদৃশ্যে নেপথ্যে।

~~কিন্তু~~ ↑হায় রে,↑ আজ ওর স্বামীর এ কী পরাভব দিনে দিনে প্রকাশ হয়ে পড়চে।

রোগশয্যা থেকে সব ও দেখতে পায় না, কিন্তু স্পষ্ট অনুভব করে। শশাঙ্কের মুখ দেখলেই বুঝতে পারে, সে যেন সর্ব্বদাই কেমন আবিষ্ট হয়ে আছে। অথচ ঐ একরত্তি মেয়েটা এসে অল্প এই ক দিনেই এক এতবড়ো সাধনার আসন থেকে এই পুরুষকে বিচলিত করে দিলে। ~~যেখানে ও যথার্থ শক্তিশালী সেইখানেই~~ আজ ~~ওর~~ ↑স্বামীর↑ এই অশ্রদ্ধেয়তা ~~উ~~ শর্ম্মিলাকে ~~তার~~ রোগের বেদনার চেয়েও বেশি করে বাজচে।

১২৫. খ: এদিকে শশাঙ্কর আহার বিহার বেশবাসের ↑চিরাচরিত↑ ব্যবস্থায় নানা রকম ত্রুটি হচ্চে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা শশাঙ্কর বিশেষ রুচিকর ও উপযোগী, ↑খেতে বসে হঠাৎ↑ ~~প্রায়~~ দেখা যায় সেটা ~~দিতে ভুল হয়েছে।~~ ↑অবর্ত্তমান। তার কৈফিয়ৎ মেলে, কিন্তু পূর্ব্বকালে কৈফিয়তেরও অবকাশ ছিল না, এ রকম ভুল↑ ~~একদা~~ ছিল অমার্জ্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য ; ~~কিন্তু~~ ↑সেই বিধিবদ্ধ↑ সংসারে ↑আজ↑ এত বড়ো যুগান্তর ঘটেচে যে, গুরুতর ত্রুটিগুলোও ~~হাসির~~ কৌতুকের বিষয় হয়ে উঠেছে। রান্নায় ~~ক~~ অপরাধ বা আহার্য্যের আয়োজনে ↑ব্যত্যয়↑ ঘটলে পুরুষমানুষ ~~দুর্য্যোগ xঘটিxবাধিয়ে থাকে,~~ ↑হঠাৎ সাংঘাতিক হয়ে ওঠে, সে↑ (x)রকম অন্যায় ↑এখন অনায়াসে↑ ঘটচে। কিন্তু দোষ দেব কাকে। দিদির নির্দ্দেশমতো ঊর্ম্মি যখন রান্নাঘরে বসে পাক প্রণালীর পরিচালন কার্য্যে মন দিয়েচে, শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, "ও সব এখন থাক।"

কেন, কী করতে হবে।

চলো, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিল্‌ডিংটা দেখ্‌বে। ওটার গুমর দেখলে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব। এত বড়ো প্রলোভনে কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্ম্মির মনও তৎক্ষণাৎ ~~উৎসুক~~ ↑চঞ্চল↑ হয়ে ওঠে। খবরটা পেয়ে শর্ম্মিলা বাধা দিতে উদ্যত হয়ে হঠাৎ থেমে যায়। আরামের কথা তুলে কী হবে, যখন স্পষ্টই দেখা যাচ্চে আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েচে খুসি।

ঘ: শশাঙ্কের আহার বিহার বেশবাসের চিরাচরিত ব্যবস্থায় নানারকম ত্রুটি হচ্চে সন্দেহ নেই। যে পথ্যটা তার বিশেষ রুচিকর, ↑সেটাই↑ ~~খেতে বসে দৃষ্ট~~ ↑খাবার সময় হঠাৎ↑ দেখা যায় ~~সেটা~~ অবর্ত্তমান। তার কৈফিয়ৎ মেলে, কিন্তু কোনো কৈফিয়ৎকে এ সংসার এতদিন আমল দেয় নি। এসব অনবধানতা ছিল অমার্জ্জনীয়, কঠোর শাসনের যোগ্য ; সেই বিধিবদ্ধ সংসারে আজ এতবড়ো যুগান্তর ঘটেচে যে গুরুতর ত্রুটিগুলোও (x...x)~~বিষয়~~ ↑প্রহসনের মতো↑ হয়ে উঠল। দোষ দেব কাকে ? দিদির নির্দ্দেশ মতো ঊর্ম্মি যখন রান্নাঘরে বেতের মোড়ার উপর বসে পাক প্রণালীর পরিচালনকার্য্যে ~~মন দিয়েচে।~~ ↑নিযুক্ত,↑ সঙ্গে সঙ্গে পাচক ঠাকরুনের পূর্ব্বজীবনের বিবরণগুলির পর্য্যালোচনাও ~~করচে~~ চলচে, এমন সময় শশাঙ্ক হঠাৎ এসে বলে, "ও সব এখন থাক্।"

"কেন, কী করতে হবে ?"

"আমার এ বেলা ছুটি আছে, চলো ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের বিল্‌ডিংটা দেখবে। ওটার গুমর দেখ্‌লে হাসি পায় কেন তোমাকে বুঝিয়ে দেব।"

এত বড়ো প্রলোভনে কর্ত্তব্যে ফাঁকি দিতে ঊর্ম্মির মনও তৎক্ষণাৎ চঞ্চল হয়ে ওঠে। শর্ম্মিলা জানে, পাকশালা থেকে তার সহোদরার অন্তর্দ্ধানে আহার্য্যের স্বাদ উৎকর্ষ সম্বন্ধে কোনো

ব্যত্যয় ঘটবে না, তবু স্নিগ্ধ হৃদয়ের যত্নটুকু শশাঙ্কের আরামকে অলঙ্কৃত করে। কিন্তু আরামের কথা তুলে কী হবে, যখন প্রতিদিনই স্পষ্টই দেখা যাচ্চে, আরামটা সামান্য হয়ে গেছে, স্বামী হয়েছে খুসি।

১২৬. খ: এইখানটাতেই শর্ম্মিলার মনে অশান্তি। রোগশয্যায় এপাশ ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বারবার করে বলচে, মরবার আগে বুঝে গেলুম, আর সবই করেচি কেবল খুসি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম, ঊর্ম্মির মধ্যে নিজেকেই দেখ্‌তে পাব, কিন্তু ↑ও তো↑ আমি নয়, ওযে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে। জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গাও আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে ↑সব↑ শূন্য হয়ে যাবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসচে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। ঊর্ম্মি তখন শশাঙ্কর সঙ্গে (x...x) পিঙপঙ খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বল্‌লে, "ঊর্ম্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

ঊর্ম্মি আলমারিতে চাবি সবে লাগিয়েচে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বল্‌লে, "ও সব পরে হবে, ঢের সময় আছে, খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি"

"আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসচি।"

দিদি ছুটি দিলে, সেই সঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘ নিঃশ্বাস পড়ল। দাসীকে ডেকে বল্‌লে, "দে তো আমার মাথায় ঐ ঠাণ্ডা জলের পটি।"

< নিজেকে বুঝতে ঊর্ম্মির সময় লাগল কিন্তু ~~এখন বুঝেচে~~ ↑হঠাৎ বুঝল।↑ এতদিন শশাঙ্ককে তার কাজের থেকে ছিনিয়ে নিয়ে আপন নানাপ্রকার খেয়ালে খেলায় ~~তাকে~~ ঘুরিয়ে নিয়ে বেড়াল তাকে। দিদি রাগ করত কিন্তু সেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব ~~সে~~ ↑ঊর্ম্মি↑ বোঝে নি, এমন কি তা নিয়ে হাল্‌কা মনে হেসেচে।

অবশেষে একদিন ~~ওঁর~~ দিদি ওকে ডেকে পাঠিয়ে বল্‌লে, "তোর ছেলেমানুষী নিয়ে প্রতিদিন ওঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কী কাণ্ড করেচিস তা জানিস্ ঊর্ম্মি।"

ঊর্ম্মি ভয় পেয়ে গেল, বল্‌লে, "কী হয়েচে দিদি।"

দিদি বল্‌লে, "মথুর দাদা জানিয়ে গেলেন, মেয়াদের মধ্যে কাজ হয়নি বলে ব্যবসায়ে মস্ত লোকসানের দায়িক হতে হয়েচে। তিনি এখন স্বতন্ত্র হবেন, আর এই দণ্ডটা সম্পূর্ণ বহন করতে হবে আমাদেরই।"

ঊর্ম্মির বুক ধক করে উঠল, তার মুখ বিবর্ণ হয়ে গেল। এক মুহূর্ত্তে যেন বিদ্যুতের আলোয় তার মনের একটা প্রচ্ছন্ন রহস্য তার ↑কাছে↑ প্রকাশ হয়ে উঠল। স্পষ্ট বুঝল কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মেতে। শশাঙ্কের কাজ ~~ত~~ যেন ~~তার~~ ↑ঊর্ম্মির↑ প্রতিযোগী হয়ে উঠেছিল। ↑ওর সঙ্গে তার আড়াআড়ি।↑ কাজের থেকে ছাড়িয়ে নিয়ে ওকে ↑কাছে↑ পাবার জন্যে ↑ঊর্ম্মি↑ অস্থির হয়ে উঠত। রাগারাগি করত যদি কাজ থেকে ফিরে আস্‌তে ~~ওর~~ ↑শশাঙ্কর↑ দেরি হোত। শশাঙ্ক যখন স্নান করতে গেছে তখন ওদের কাজের কথা নিয়ে যদি লোক আসত ঊর্ম্মি চাকরকে দিয়ে বলে পাঠিয়েছে এখন দেখা হবে না। মনেও

ভাবেনি তার ফল কী হতে পারে। এমন একটা ↑দুরন্ত↑ নেশায় ওকে পেয়েচে। হঠাৎ তার শোচনীয়তা সম্পূর্ণ বুঝতে পেরে দিদির পায়ের উপর পড়ে কাঁদতে লাগল। দিদি ওর মাথায় আস্তে আস্তে হাত-বুলিয়ে বল্‌লে, কিছু ভাবিস্‌নে, যা হয় একটা উপায় হবে।

ঊর্ম্মি উঠে বসে বল্‌লে, "দিদি তোমাদেরই ↑বা↑ কেন লোকসান হবে? আমারো তো টাকা আছে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "পাগল হয়েছিস? আমার টাকা বুঝি ↑কিছু↑ নেই? আমি মথুরদাদাকে বলেচি ওঁকে যেন কিছু না বলেন। কাজ যেমন চলছিল তেম্‌নি চলুক, টাকা আমি শোধ করে দেব।"

"মাপ করো, দিদি, আমাকে মাপ করো। আমি বুঝতে পারিনি"—বলে শর্ম্মিলার পায়ে সে মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।

শর্ম্মিলা চোখের জল মুছে বল্‌লে, "কে কাকে মাপ করবে বোন? সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।" পূর্ব্ব পৃষ্ঠায়* <

[পূর্বে উল্লিখিত (১২৪খ:) সংযোজনের জন্য লেখা তিনটি বাঁ পৃষ্ঠার পাঠের মধ্যে দ্বিতীয় ও তৃতীয় পাতায় লেখা অংশ এইটি।]

ঘ: এইদিক থেকে শর্ম্মিলার মনে এল অশান্তি। রোগশয্যায় এপাশ ওপাশ ফিরতে ফিরতে নিজেকে বারবার করে বলচে, "মরবার আগে এই কথাটুকু বুঝে গেলুম আর সবই করেচি, কেবল খুসি করতে পারিনি। ভেবেছিলুম ঊর্ম্মির মধ্যে নিজেকেই দেখতে ~~পাচ্চি~~ ↑পাব,↑ কিন্তু ও তো আমি নয়, ও যে সম্পূর্ণ আর এক মেয়ে।" জানলার বাইরের দিকে তাকিয়ে তাকিয়ে ভাবে আমার জায়গা ও নেয় নি, ওর জায়গাও আমি নিতে পারব না। আমি চলে গেলে ক্ষতি হবে কিন্তু ও চলে গেলে ↑সব↑ শূন্য হবে।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ মনে পড়ে গেল, শীতের দিন আসচে, গরম কাপড়গুলো রোদ্দুরে দেওয়া চাই। ঊর্ম্মি তখন শশাঙ্কর সঙ্গে পিং পং খেলছিল, ডেকে পাঠালে।

বল্‌লে, "ঊর্ম্মি, এই নে চাবি। গরম কাপড়গুলো ছাদের উপর রোদে মেলে দে গে।"

ঊর্ম্মি আলমারিতে চাবি সবে লাগিয়েচে এমন সময় শশাঙ্ক এসে বল্‌লে, "ও সব পরে হবে, ঢের সময় আছে। খেলাটা শেষ করে যাও।"

"কিন্তু দিদি—"

**" আচ্ছা, দিদির কাছে ছুটি নিয়ে আসচি।"

"দিদি ছুটি দিলে, সেই সঙ্গে বড়ো একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পড়্‌ল। দাসীকে ডেকে বল্‌লে, "দে তো আমার মাথায় ঠাণ্ডা জলের পটি।"

—॥—

---

* রবীন্দ্রনাথের হস্তলিখিত নির্দেশ।

** এই বাক্যের মাথায়, পৃষ্ঠার সূচনায় একটি 'x' চিহ্ন ও পরবর্তী পৃষ্ঠার "আমার মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেচি।" বাক্যের পর আর একটি 'x' চিহ্ন দেওয়া হয়েছে।

১২৭. ঘ: [পূর্ববর্তী অংশে পরিচ্ছেদ বিভাজনের চিহ্ন দেওয়ার পর খানিকটা ফাঁক রেখে পরবর্তী পরিচ্ছেদ শুরু করেছিলেন—]

যদিও অনেকদিন পরে হঠাৎ ঊর্ম্মি ছাড়া পেয়ে একেবারে যেন আত্মবিস্মৃত হয়ে গিয়েছিল, তবু হঠাৎ এক একদিন (x) মনে (x)পড়ত্ ওর জীবনের কঠিন দায়িত্ব। ও তো স্বাধীন নয়, ও যে বাঁধা ওর ব্রতের সঙ্গে। তারি সঙ্গে মিলিয়ে যে বাঁধন ওকে ~~এক জনের~~ ↑ব্যক্তিবিশেষের↑ সঙ্গে বেঁধেচে তার অনুশাসন আছে ওর পরে। ওর দৈনিক কর্ত্তব্যের খুঁটিনাটি ~~সে—~~↑সেই তো↑ স্থির করে দিয়েচে। ওর পরে তার চিরকালের অধিকার এ কথা ঊর্ম্মি ↑কোনোমতে↑ অস্বীকার করতে পারে না। যখন নীরদ উপস্থিত ছিল তখন স্বীকার করা সহজ ছিল, জোর পেত মনে। এখন ওর ইচ্ছে একেবারেই বিমুখ হয়ে গেছে অথচ ওর কর্ত্তব্যবুদ্ধি তাড়া দিচ্চে। কর্ত্তব্যবুদ্ধির ~~এই~~ অত্যাচারেই ~~ওর~~ মন আরো যাচ্ছে বিগড়িয়ে। নিজের এই অপরাধ ক্ষমা করা বড়ো কঠিন হয়ে উঠল ↑বলেই অপরাধ প্রশ্রয় পেতে লাগল। বেদনায় আফিমের প্রলেপ দেবার জন্যে↑ ~~তাই~~ শশাঙ্ককে নিয়ে খেলা করে আমোদ করে নিজেকে ↑সর্ব্বক্ষণ↑ ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। বলে যখন সময় আসবে তখন সব ঠিক হয়ে যাবে, এখন ~~আগে থাকতে~~ (x...x) ~~আছে।~~ ↑যে কয়দিন ছুটি↑ ও সব কথা থাক। আবার ↑হঠাৎ এক↑ একদিন মাথা ঝাঁকানি দিয়ে বই খাতা ট্রাঙ্কের থেকে বের করে' তার উপরে মাথা গুঁজে বসে। তখন শশাঙ্কর পালা। বইগুলো টেনে নিয়ে ↑পুনরায়↑ বাক্সজাত করে' সেই বাক্সর উপর চেপে বসে। ↑ঊর্ম্মি↑ বলে, "শশাঙ্কদা, ভারি অন্যায়। আমার সময় নষ্ট কোরো না।"

শশাঙ্ক বলে, "তোমার সময় নষ্ট করতে গেলে আমারো সময় নষ্ট। অতএব শোধ বোধ।"

তার পরে খানিকক্ষণ কাড়াকাড়ির চেষ্টা করে' অবশেষে ↑ঊর্ম্মি↑ হার মানে। সেটা যে ওর পক্ষে অত্যন্ত আপত্তিজনক তা মনে হয় না। এই রকম বাধা পেলেও ~~ওর~~ কর্ত্তব্যবুদ্ধির পীড়ন দিন পাঁচ ছয় ↑(x...x)↑একাদিক্রমে চলে তার পরে আবার তার জোর কমে' যায়। শশাঙ্ককে বলে, শশাঙ্কদা, আমাকে দুর্ব্বল মনে কোরোনা। আমার মনের মধ্যে প্রতিজ্ঞা দৃঢ় করেই রেখেচি।"

"অর্থাৎ ?"

"অর্থাৎ এখানে ডিগ্রি নিয়ে য়ুরোপে যাব ~~পড়তে~~ ডাক্তারি শিখতে।"

"তার পরে ?"

"তার পরে হাঁসপাতাল প্রতিষ্ঠা করে তার ভার নেব।"

"আর কার ~~কার~~ ভার নেবে ? ঐ যে নীরদ মুখুজ্জে বলে একটা (x...x) ইন্‌সাফারেব্‌ল"

শশাঙ্কর মুখে চাপা দিয়ে বলে, "চুপ করো। ঐ সব কথা বলো যদি তোমার সঙ্গে একেবারে ঝগড়া হয়ে যাবে।"

—॥—

অনেকদিন পরে আজ বিলেত থেকে ওর নামে নীরদের চিঠি এসেচে। ভয়ে খুলতেই পারছিল না। মনে জানে নিজের তরফে অপরাধ জমা হয়ে উঠেছে। নিয়মভঙ্গর কৈফিয়ৎ-

স্বরূপ এর আগে দিদির রোগের উল্লেখ করেছিল। কিছুদিন থেকে কৈফিয়ৎটা প্রায় ↑এসেছে↑ মিথ্যে হয়ে ~~এসেচে~~। শশাঙ্গ বিশেষ জিদ করে শর্ম্মিলার ↑জন্যে↑ দিনে একজন রাত্রে একজন নার্স নিযুক্ত করে দিয়েছে। ডাক্তারের বিধান মতে রোগীর ঘরে সর্ব্বদা আত্মীয়দের আনাগোনা তারা রোধ করে থাকে। ↑ঊর্ম্মি↑ মনে জানে, নীরদ ~~ওর সেই পুরাতন~~ ↑দিদির রোগের↑ কৈফিয়ৎটাকেও ~~উড়িয়ে দিয়ে লম্বা ভর্ৎসনা করবে~~, ↑গুরুতর মনে করবে না,↑ বল্‌বে, "ওটা কোনো কাজের কথা নয়।" 'বস্তুতই তো কাজের কথা নয়। ↑আমাকে তো দরকারই হচ্চে না।'↑ অনুতপ্তচিত্তে স্থির করলে এবারে দোষ স্বীকার করে ক্ষমা চাইবে। বলবে আর কখনো ত্রুটি হবে না, যদি সম্ভব হয়, (x)দিদির বাড়ি ছেড়ে নিজের বাড়ি যাবে। কিছুতে নিয়ম ভঙ্গ করবে না। ↑চিঠি খোলবার আগে অনেক দিন পরে↑ আবার বের করলে সেই ফোটোগ্রাফখানা। ~~যেখানে বসে সেখানে~~ ↑নিজের লেখাপড়ার↑ টেবিলের উপর রেখে দিলে। জানে, ঐ ছবিটা দেখলে শশাঙ্ক খুব বিদ্রূপ করবে। ~~ও~~ ↑তবু ঊর্ম্মি↑ কিছুতেই কুণ্ঠিত হবে না তার বিদ্রূপে ; এই তার প্রায়শ্চিত্ত। নীরদের সঙ্গে ওর বিবাহ হবে এই প্রসঙ্গটা এ বাড়িতে ও চাপা দিত। < ~~আজ স্থির করলে~~ অন্যেরাও তুলত না কেননা এ প্রসঙ্গটা এখানকার সকলের অপ্রিয়। আজ হাত মুঠো করে ↑ঊর্ম্মি↑ স্থির করলে < ওর সকল ব্যবহারেই এই সংবাদটা জোরের সঙ্গে ~~ব্যবহার~~ ↑ঘোষণা↑ করবে। এখানে আসার কিছুদিন পর থেকে লুকিয়ে রেখেছিল এন্‌গেজ্‌মেন্ট আংটি। সেটা বের করে পরলে। আংটিটা নিতান্তই কম দামের, —নীরদ আপন ~~অনেষ্ট~~ ↑অনেস্‌ট্‌↑ গরিবিয়ানার গর্ব্বের দ্বারাই ঐ সস্তা আঙটির দাম ↑হীরের চেয়ে বেশি↑ বাড়িয়ে দিয়েছিল। তার ভাবখানা এই যে, 'আঙটির দামেই ~~যাদের~~ ↑আমার↑ ~~দাম আমি সে দলের মানুষ নই।~~ ↑নয়, আমার দামেই আঙটির।↑

~~এমন করে~~ নিজেকে শোধন করে নিয়ে ↑ঊর্ম্মি↑ অতি ধীরে ধীরে লেফাফাটা খুল্‌লে।

চিঠিখানা ↑পড়ে↑ লাফিয়ে উঠ্‌ল ~~ঊর্ম্মি~~। ইচ্ছে করল নাচতে। কিন্তু নাচ ওর অভ্যাস নেই। সেতারটা ছিল বিছানার উপর, সেটা তুলে নিয়ে ঝনাঝন্‌ ঝঙ্কার দিয়ে যা-তা বাজাতে লাগল।

শশাঙ্ক ঘরে ঢুকে জিজ্ঞাসা করলে, "ব্যাপারখানা কি ? বিয়ের দিন স্থির হয়ে গেল বুঝি ?"

"হাঁ শশাঙ্কদা, স্থির হয়ে গেছে।"

"কিছুতেই নড়চড় হবে না ?" "কিছুতেই না।"*

"তা হলে এই বেলা সানাই বায়না দিই, আর ভীমনাগের সন্দেশ ?"

"তোমাকে ~~কিছুই~~ ↑কোনো চেষ্টা↑ করতে হবে না।"

"নিজেই সব করবে ? ধন্য বীরাঙ্গনা।

আর, কনেকে আশীর্ব্বাদ ?"

"সে আশীর্ব্বাদের টাকাটা আমার ↑নিজের↑ পকেট থেকেই গেছে।"

↑"মাছের তেলেই মাছ ভাজা ?↑ ভালো বোঝা গেল না।"

---

* এক লাইনে লিখে দাগ টেনে নিচের লাইনে নিয়ে যাওয়ার নির্দেশ।

** পরের লাইনে লিখে দাগ টেনে ওপরের লাইনে যোগ করার নির্দেশ

"এই নাও, বুঝে দেখ।"

বলে চিঠিখানা ওর হাতে দিলে।

পড়ে শশাঙ্ক হো হো করে হেসে উঠল। লিখেচে, যে-রিসার্চ্চের ↑দুরূহ↑ কাজে নীরদ (x...x) আত্মনিবেদন করতে চায়, ভারতবর্ষে তা সম্ভব নয়। সেইজন্যেই ওঁর জীবনে আর একটা ↑মস্ত↑ স্যাক্রিফাইস্ ~~ওকে করতে~~ ↑মেনে নিতে↑ হোলো। ঊর্ম্মির সঙ্গে বিবাহের সম্বন্ধ (x)বিচ্ছিন্ন না করলে উপায় নেই। ↑একজন য়ুরোপীয় মহিলা ওকে বিবাহ করে ওর কাজে আত্মদান করতে সম্মত হয়েচেন।↑ কিন্তু ↑ওর↑ কাজটা ↑সেই↑ একই, ভারতবর্ষেই ~~করি আর~~ ↑করা হোক আর↑ এখানেই ~~করি~~। রাজারামবাবু যে কাজের জন্য অর্থ দিতে চেয়েছিলেন, তার কিয়দংশ সেখানে নিযুক্ত করলে অন্যায় হবে না। ↑তাতে↑ মৃতব্যক্তির পরে সম্মান করাই হবে।"

শশাঙ্ক বল্লে, ↑"জীবিত ব্যক্তিটাকে↑ কিছু কিছু দিয়ে যদি সেখানেই আটকে রাখতে পারো তো মন্দ হয় না। টাকাটা বন্ধ করলে পাছে ক্ষিদের জ্বালায় ↑মরিয়া হয়ে↑ এখানে দৌড়ে আসে এই ভয় আছে।" ঊর্ম্মি হেসে বল্লে, "সে ভয় যদি তোমার মনে থাকে, ~~তাহলে~~ টাকা তুমিই দিয়ো, আমি এক পয়সাও দেব না।"

শশাঙ্ক বল্লে, "আবার তো মন বদল হবে না? অভিমান তো অটল থাকবে?"

"বদল হলে তোমার তাতে কী শশাঙ্কদা?"

"প্রশ্নের সত্য উত্তর দিলে ~~তোমার~~ অহঙ্কার বেড়ে যাবে, অতএব ↑তোমার হিতের জন্যে↑ চুপ করে রইলুম। কিন্তু ভাবচি, লোকটার গণ্ডদেশ তো কম নয়, ইংরেজিতে যাকে বলে চীক্।"

—॥—

~~মুক্তির~~ ঊর্ম্মির মনের মধ্যে থেকে প্রকাণ্ড একটা ভার নেমে গেল-- বহুদিনের ভার। মুক্তির আনন্দে ও কি যে করবে তা ভেবে পাচ্চে না। ওর সেই কাজের ফর্দ্দটা ছিঁড়ে ফেলে দিলে। (x...x) ↑গলিতে↑ ভিক্ষুক দাঁড়িয়ে ভিক্ষা চাইছিল, জান্‌লা থেকে আঙটিটা ছুঁড়ে ফেল্‌লে তার দিকে।

শশাঙ্ককে বল্লে, "আজ কিন্তু তুমি কাজে বেরোতে পাবে না।"

"সমস্ত দিন~~—না~~?"

"সমস্ত দিনই।"

"কী করতে হবে?"

"মোটরে করে উধাও হয়ে যাব।"

"দিদির কাছে ছুটি নাও।"

"না, ফিরে এসে দিদিকে বলব, তখন বকুনি খাব। সে বকুনি সইবে।"

এমনি করে কিছুদিন ও ~~খুব~~ ↑উদ্দাম↑ একটা মাতামাতি করে বেড়াল, কয়দিন শশাঙ্করও সব কাজ গেল ঘুলিয়ে। মনের ভিতরে ভিতরে সে বুঝেচে যে, এটা ভালো হচ্চে না। কাজের ক্ষতি খুব গুরুতর হওয়াও অসম্ভব নয়। রাত্রে বিছানায় শুয়ে শুয়ে দুর্ভাবনায় দুঃসম্ভাবনাকে

বাড়িয়ে বাড়িয়ে দেখে। কিন্তু পরের দিনে আবার ~~গা ঢেলে দেয়~~ ↑সে স্বাধিকার প্রমত্ত,↑ মেঘদূতের যক্ষের মতন ~~স্বাধিকার প্রমত্ত~~।

—॥—

শশাঙ্ক

কিছু ~~দিন~~ ↑কাল↑ এইরকম গেল, ↑লাগল↑ চোখে ঘোর ~~লাগে~~ মন ↑উঠল↑ আবিল হয়ে ~~উঠে~~।

নিজেকে বুঝতে ঊর্ম্মির সময় ~~লাগল~~ ↑লেগেছে,↑ কিন্তু ~~এক~~ (x...x) ↑হঠাৎ↑ বুঝলে।

মথুরদাদাকে ঊর্ম্মি কি জানি কেন ভয় করত, এড়িয়ে বেড়াত তাকে। একদিন ~~মথুর~~ সকালে ↑তিনি↑ দিদির ঘরে এসে বেলা দুপুর পর্য্যন্ত কাটিয়ে গে~~লেন~~ল।

তারপরে দিদি ঊর্ম্মিকে ডেকে পাঠালে~~ন~~। মুখ তার কঠোর অথচ শান্ত। বললে ~~ন,~~ "প্রতিদিন ওঁর কাজের ব্যাঘাত ঘটিয়ে কি কাণ্ড করেছিস জানিস তা?"

ঊর্ম্মি ভয় পেয়ে গেল। বল্‌লে, " কী হয়েচে দিদি?"

দিদি বল্‌লে, "মথুরদাদা জানিয়ে গেল, কিছুদিন ধরে যখন ↑তোর ভগ্নীপতি↑ নিজে ~~উনি~~ কাজ ↑একেবারে↑ দেখেন নি যার উপরে ভার দিয়েছিলেন, সে মালমসলায় ~~এমন~~ ↑দুহাত চালিয়ে↑ চুরি করেচে, ~~সে~~ বড়ো বড়ো গুদামঘরের ছাদ একেবারে ঝাঁজরা হয়ে গেছে, ~~এবার জল পড়ে~~ ↑সেদিনকার বৃষ্টিতে ধরা পড়েচে,↑ মাল যাচ্চে নষ্ট হয়ে। মস্ত ↑অখ্যাতি এবং↑ লোকসানের দায় পড়েচে ঘাড়ে। মথুরদাদা ~~এখন~~ স্বতন্ত্র হবেন।"

ঊর্ম্মির বুক ধক্ করে উঠল, তার মুখ ~~বিবর্ণ হয়ে গেল~~ ↑হয়ে গেল পাঁশের মতো।↑ এক মুহূর্ত্তে বিদ্যুতের আলোয় ~~তার~~ ↑আপন↑ মনের প্রচ্ছন্ন রহস্য প্রকাশ পেলে। স্পষ্ট বুঝলে, কখন অজ্ঞাতসারে তার মনের ভিতরটা উঠেছিল মাতাল হয়ে,— ~~সে~~ ভালোমন্দ কিছুই বিচার করতে পারে নি। শশাঙ্কর কাজটাই যেন ~~ওর~~ ↑ছিল তার↑ প্রতিযোগী (x...x)তারই সঙ্গে ওর আড়াআড়ি। কাজের থেকে ↑ওকে↑ ছাড়িয়ে নিয়ে সর্ব্বদা ↑সম্পূর্ণ↑ কাছে পাবার জন্যে ঊর্ম্মি কেবল ↑ভিতরে ভিতরে↑ ছটফট করত। ~~শশাঙ্ক~~ (x...x) কতদিন এমন ঘটেচে, শশাঙ্ক ↑যখন↑ স্নান ~~করতে গেছে~~ এমন সময় ~~ওদের~~ কাজের কথা নিয়ে লোক এসেচে ; ঊর্ম্মি কিছু না ভেবে বলে পাঠিয়েছে, "বল্‌গে এখন দেখা হবে না।" ভয়, পাছে স্নান করে এসেই ↑শশাঙ্ক↑ আর অবকাশ না পায়, পাছে এমন করে ↑কাজে↑ জড়িয়ে পড়ে ~~কাজে~~ যে ঊর্ম্মির দিনটা হয় ব্যর্থ। ~~সেই~~ ↑তার↑ দুরন্ত নেশার ~~সম্পূর্ণ~~ ↑সাংঘাতিক↑ ছবিটা ~~সম্পূর্ণ~~ ↑সুস্পষ্ট↑ ~~ওর~~ চোখে ~~পড়ল~~ ↑জেগে উঠল।↑ তৎক্ষণাৎ দিদির পায়ের উপর আছাড় খেয়ে পড়ল। বারবার করে ↑রুদ্ধপ্রায় কণ্ঠে↑ বল্‌তে লাগল "তাড়িয়ে দাও তোমাদের ঘর থেকে ↑আমাকে।↑ এখনি ↑দূর করে↑ তাড়িয়ে দাও।"

আজ দিদি নিশ্চিত স্থির করে বসেছিল কিছুতেই ঊর্ম্মিকে ক্ষমা করবে না। মন গেল গলে। ~~ভাবলে, আমি তো মরতে বসেচি, যতটা পারি সব আপদ মিটিয়ে দিয়ে যাই।"~~

আস্তে আস্তে ঊর্ম্মির মাথায় হাত বুলিয়ে বল্‌লে, "কিছু ভাবিসনে, যা হয় একটা উপায় হবে।"

ঊর্ম্মি উঠে বস্‌ল। বল্‌লে,"দিদি, তোমাদেরই বা কেন লোকসান হবে। আমারও তো টাকা আছে।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "পাগল হয়েছিস ? আমার বুঝি কিছু নেই। মথুরদাদাকে বলেচি, এই নিয়ে তিনি যেন কিছু গোল না করেন। লোকসান আমি পূরিয়ে দেব। আর তোকেও বল্‌চি আমি যে কিছু জানতে পেরেচি এ কথা ~~তিনি যেন~~ ↑যেন তোর ভগ্নীপতি↑ না টের পান।"

"মাপ করো দিদি, আমাকে মাপ ~~কোরো~~, ↑করো"↑ এই বলে ঊর্ম্মি আবার দিদির পায়ের উপর পড়ে ~~বারবার~~ মাথা ঠুক্‌তে লাগ্‌ল।

শর্ম্মিলা চোখের জল মুছে ক্লান্ত সুরে বল্‌লে, "কে কাকে মাপ করবে বোন ? সংসারটা বড়ো জটিল। যা মনে করি, তা হয় না, যার জন্যে প্রাণপণ করি তা যায় ফেঁসে।"

—॥—

১২৮. খ: ~~কিছুদিন থেকে ঊর্ম্মিলার কেমন যেন ভাবান্তর দেখা যায়।~~ দিদিকে ছেড়ে নড়তে চায় না।

ঘ: ~~ঊর্ম্মি~~ দিদিকে ছেড়ে ~~আর~~ ↑ঊর্ম্মি এক মুহূর্ত্ত↑ নড়তে চায় না।

১২৯. ঘ: দিনরাত লেগেচে শুশ্রূষায়। [বর্জন]

১৩০. খ: ওষুধপত্র

১৩১. ঘ: নাওয়ানো, খাওয়ানো, শোওয়ানো

১৩২. ঘ: ↑আবার↑ বই পড়তে আরম্ভ করেছে, সেও দিদির বিছানার পাশে বসে।

১৩৩. খ: অজস্র হাসিখুসি চঞ্চলতা চাপা পড়ে আসচে। দিদি কাজে পাঠায়, সংক্ষেপে সেরে ফিরে আসে তখনি। দিদির যদি কঠিন ব্যামো না হোত ও ছুটে চলে যেত কলেজে।

ঘ: দিদির কঠিন ব্যামো, নইলে ছুটে ↑চলে↑ যেত নিজেদের বাড়িতে। ↑কিন্তু↑ ভেবে দেখেচে, সেখানে আপদের সম্ভাবনা আরো বেশি। নিজেকেও আর বিশ্বাস করে না, শশাঙ্ককেও না।

১৩৪. খ: ফল হোলো এই যে, শশাঙ্ক বারবার আসে যায় রোগীর ঘরে। পুরুষ মানুষ বলেই বোঝেনা ওর ~~এ~~ ছটফটানির তাৎপর্য্য স্ত্রীর কাছে পড়চে ধরা, লজ্জায় মরচে ঊর্ম্মি~~লা~~। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুটবল্ ম্যাচের তাগিদ নিয়ে, ব্যর্থ হয়। ↑পেন্সিলের দাগ দেওয়া↑ খবরের কাগজ মেলে ধরে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম, ফল হয় না কিছুই। হতভাগার এই অনর্থক পীড়নে প্রথম প্রথম শর্ম্মিলা মনে মনে বড় দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখ্‌লে ওর বেদনা উঠ্‌চে প্রবল হয়ে ;—মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখে পড়েচে কালী। হঠাৎ এবাড়িতে আনন্দের যে একটা বান ডেকে এসেছিল সে ~~ও~~ গেল ~~সে~~ নেমে, অথচ পূর্ব্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না। একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার ~~চিন্তায়~~ ↑চর্চ্চায়↑ উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাতো প্রায় ন্যাড়া করে, আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল শিকির শিকিতে। শর্ম্মিলা তাই নিয়ে ঝগড়া করে হাল ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু ঊর্ম্মি~~লার~~র উচ্চহাস্যসংযুক্ত আপত্তি নিষ্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগ সাধন

ঐ মাথায় এই প্রথম ঘটল। আজকা‹' সেই উপেক্ষিত কেশোন্নতিতেই ধরা পড়েচে অন্তর বেদনা। এনিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্ম্মিলা উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছে। তাকে স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ‹ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টনটন্ করে উঠ্‌চে, তার রোগের ব্যথাকে দিচ্চে এগিয়ে।

ঘ: ফল হোলো এই যে,শশাঙ্ক বারবার আসে রোগীর ঘরে। পুরুষ মানুষের অন্ধতাবশতই বুঝতে পারেনা ছটফটানির তাৎপর্য্য স্ত্রীর কাছে পড়ছে ধরা, লজ্জায় মরচে ঊর্ম্মি। শশাঙ্ক আসে মোহনবাগান ফুট্‌বল্ ম্যাচের প্রলোভন নিয়ে ; ব্যর্থ হয়। পেন্সিলের দাগ-দেওয়া খবরের কাগজ্ মেলে দেখায় বিজ্ঞাপনে চার্লি চ্যাপলিনের নাম। ফল হয় না কিছুই।

হতভাগার এই নিরর্থক নিপীড়নে প্রথম প্রথম শর্ম্মিলা বড়ো দুঃখেও সুখ পেত। কিন্তু ক্রমে দেখলে ওর ~~বেদনা~~ ↑যন্ত্রণা↑ উঠচে প্রবল হয়ে, মুখ গেছে শুকিয়ে, চোখের ↑নীচে↑ পড়েচে কালী। ~~আজকাল~~ ঊর্ম্মি খাওয়ার সময় কাছে বসে না, সেজন্য ওর খাওয়ার ~~আনন্দ~~ ↑উৎসাহ এবং↑ পরিমাণ কমে যাচ্চে তা ওকে দেখলেই বোঝা যায়। সম্প্রতি হঠাৎ এ বাড়িতে আনন্দের যে বান ডেকে এসেছিল সেটা গেছে সম্পূর্ণ ভাঁটিয়ে, অথচ পূর্ব্বে ওদের যে একটা সহজ দিনযাত্রা ছিল সেও রইল না।

একদা শশাঙ্ক নিজের চেহারার চর্চ্চায় উদাসীন ছিল। নাপিতকে দিয়ে চুল ছাঁটাতো প্রায় ন্যাড়া করে। আঁচড়াবার প্রয়োজন ঠেকেছিল শিকির শিকিতে। শর্ম্মিলা তাই নিয়ে অনেকবার প্রবল বাগ্‌বিতণ্ডা করে হাল ছেড়ে দিয়েচে। কিন্তু ঊর্ম্মির উচ্চহাস্যসংযুক্ত ↑সংক্ষিপ্ত↑ আপত্তি নিস্ফল হয় নি। নূতন সংস্করণের কেশোদ্‌গমের সঙ্গে সুগন্ধি তৈলের সংযোগসাধন শশাঙ্কর মাথায় এই প্রথম ঘটল। কিন্তু আজকাল অনাদৃত কেশোন্নতিবিধানেই ধরা পড়চে অন্তরবেদনা। এনিয়ে প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য তীব্র হাসি আর চলে না। শর্ম্মিলার ~~উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠল~~ ↑উৎকণ্ঠা তার ক্ষোভকে ছাড়িয়ে গেল।↑ স্বামীর প্রতি করুণায় ও নিজের প্রতি ধিক্কারে তার বুকের মধ্যে টন্‌টন্ করে উঠচে, ~~ওর~~ রোগের ব্যথাকে দিচ্চে এগিয়ে।

—॥—

১৩৫. খ: হঠাৎ এক সময়ে তার ~~রোগ~~ ↑ব্যামো↑ অতিমাত্রায় বেড়ে উঠল। সবারই আশঙ্কা হোলো বাঁচানো আর যায় না। ডাক্তাররা গম্ভীর হয়ে ↑মৃদু কণ্ঠে↑ পরামর্শ করে, বেশি কিছু বলে না। শর্ম্মিলা নিজে স্থির করেচে ভাইয়ের মধ্যে যে মৃত্যু বাসা বেঁধেছিল সেই মৃত্যুই ওর উপরে ভর করেচে। মনে মনে বল্‌লে, "ভালোই হোলো, ঘর শূন্য করে যাব না, জীবনের শেষ দান দিয়ে যেতে পারব, ↑এতদিন পরে↑ খুসি করবার (x...x) আয়োজন।" দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

ঘ: হঠাৎ একসময়ে ওর ব্যামো ~~অতি~~ ↑যেন শেষ↑ মাত্রায় বেড়ে উঠল। সবারই আশঙ্কা হোলো বাঁচানো আর যায় না। ডাক্তাররা গম্ভীর মুখে পরামর্শ করে চাপা গলায়, বেশি কিছু বলে না। শর্ম্মিলা নিশ্চিত ধরে নিয়েচে, ওর ভাইয়ের দেহে যে মৃত্যু বাসা করেছিল ওর দেহেও সেই মৃত্যুই ভর করেচে। মনকে বুঝিয়ে বল্‌লে, "ভালোই হয়েচে। ঘর শূন্য

করে যাব না। ওঁকে দিয়ে যেতে পারব ↑জীবন পেরিয়ে↑ আমার ~~জীবনের শেষ~~ ↑চরম↑ দান, ~~এতদিন পরে~~ ↑আমার পালা শেষ করে↑ খুসি করবার আয়োজন।" দুই চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ল।

১৩৬. খ: উর্ম্মি~~লা~~

১৩৭. খ: তো

ঘ: যে

১৩৮. ঘ: সে তো ধরাই পড়েচে।

১৩৯. খ: উর্ম্মি~~লা~~

১৪০. খ: মৃত্যুর চেয়ে তো সত্য কিছু নেই। তাকে মেনে নিলুম। আর তুই মেনে নে জীবনে যা কিছু বাকি রইল আমার। আপন মায়ের পেটের বোন তুই, ↑একই রক্ত মাংস ;↑ তোর সঙ্গে আমার তফাৎ নাই রইল।"

ঘ: মৃত্যুর চেয়ে সত্য আর তো কিছু নেই। তাকে জোড় হাতে মেনে নিলুম। তুই মেনে নে, ~~জীবনে~~ ↑এ জন্মে↑ যা কিছু বাকি রইল আমার। আপন মায়ের পেটের বোন্ তুই। একই রক্ত মাংস। তোর সঙ্গে আমার তফাৎ নাই রইল।"

১৪১. খ: উর্ম্মি

১৪২. ঘ: দিদি ধীরে ধীরে ওর হাতের উপর হাত বুলিয়ে বল্‌লে,

১৪৩. ঘ: এক [সংযোজন]

১৪৪. খ: অপরাধ তাঁরই।

ঘ: অপরাধ তাঁরই। [বর্জন]

১৪৫. ঘ: উর্ম্মি জান্‌লার বাইরে অন্ধকারের দিকে অনিমেষ দৃষ্টি মেলে চুপ করে রইল।

শর্ম্মিলা ওর হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "তোর কাছে আমার আর একটি অনুরোধ আছে। যেমন তোরা খেলাধূলো করছিলি তেম্‌নিই করিস। আমার এই শেষবেলাতে ও যেন আমাকে—" বলে আর কথা শেষ করতে পারলে না, বাষ্পগদগদ কণ্ঠ স্তব্ধ হোলো—উর্ম্মিকে বুকের উপর টেনে নিয়ে তার মাথায় চুমো খেলে।

—॥—

১৪৬. খ: ময়দানে হবে ফৌজদের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এলো, "যাবে উর্ম্মি দেখতে? ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেচি।"

উর্ম্মি তখনি বল্‌লে, "যাব"।

শশাঙ্ক এত ঔদার্য্য প্রত্যাশা করে নি।

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস?"

উর্ম্মির সার্কাস দেখবার ভারি সখ, বল্‌লে, "যাব বৈ কি।"

তারপরে, বোটানিকাল গার্ডেন?

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে ওর মনে সায় দিচ্চে না।

তখন দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। রাজমিস্ত্রিদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হোলো। ↑আর সারাদিন কাটচে ধূলো বালির মধ্যে।↑ মাঝে মাঝে হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে ভেঙে পড়বে।

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরে আসা অসঙ্গত হোলো না।

শর্ম্মিলার জন্যে দিনে রাত্রে উপযুক্ত নার্স আছে, ভাবনা নেই। বস্তুত একমাত্র ভাবনার বিষয় শশাঙ্ক। ঘরে রুগী, ↑সে↑ তার কোনো কাজেই আসে না, মিছিমিছি মনটাকে বিগড়িয়ে রাখে।

ঘ: ময়দানে হবে কেল্লার ফৌজদের যুদ্ধের খেলা। শশাঙ্ক ভয়ে ভয়ে জিজ্ঞাসা করতে এলো, "যাবে উর্ম্মি দেখতে। ভালো জায়গা ঠিক করে রেখেচি।"

উর্ম্মি কোনো উত্তর দেবার পূর্ব্বেই শর্ম্মিলা বলে উঠ্‌ল, "যাবে বৈকি। নিশ্চয় যাবে। একটু বাইরে ঘুরে আস্‌বার জন্যে ও যে ছট্‌ফট্‌ করচে।

প্রশ্রয় পেয়ে দুদিন না যেতেই জিজ্ঞাসা করলে, "সার্কাস?"

এ প্রস্তাবে উর্ম্মির উৎসাহই দেখা গেল।

তারপরে, "বোটানিকাল গার্ডেন?"

এইটেতে একটু বাধল। দিদিকে ফেলে বেশিক্ষণ দূরে থাকতে উর্ম্মির মন সায় দিচ্চে না।

দিদি স্বয়ং পক্ষ নিল শশাঙ্কর। ~~বললে, "আমাকে~~ ↑রাজ্যের↑ রাজমজুরদের সঙ্গে দিনে দুপুরে ঘুরে ঘুরে খেটে খেটে মানুষটা যে হয়রান হোলো—সারাদিন কেবল কাট্‌চে ধুলোবালির মধ্যে। হাওয়া না খেয়ে এলে শরীর যে পড়বে ভেঙে।"

এই একই যুক্তি অনুসারে স্টীমারে করে রায়গঞ্জ পর্য্যন্ত ঘুরে আসা অসঙ্গত হোলো না।

শর্ম্মিলা মনে মনে বলে, যার জন্যে কাজ খোয়াতে ওর ভাবনা নেই তাকে সুদ্ধ খোয়ানো ওর সইবে না।

—॥—

১৪৭. খ: ['শশাঙ্কর মনে যে কথাটা চাপা'—পৃষ্ঠার ওপরের লাইনে এই অসম্পূর্ণ বাক্যটি লিখে কেটে দিয়ে পরের লাইনে একই বাক্য দিয়ে শুরু করেছেন। সম্ভবত পূর্বের রচনাংশের সঙ্গে এই অংশের মাঝখানে কিছুটা ফাঁক রাখতে চাইছিলেন।]

শশাঙ্কর মনে যে কথাটা চাপা ছিল তার আর আবরণ রইল না। কেউ তাকে কিছু বলেনি বটে কিন্তু চারদিক থেকে একটা যেন সমর্থন পাচ্চে। শর্ম্মিলা কথায় কথায় দুজনকে এমন করে একত্রে টানচে যে শশাঙ্ক মনে করে ~~তার~~ ↑শর্ম্মিলার↑ দিকে ~~থেকে কোনো~~ ব্যথা ↑মাত্র↑ নেই, সে ওকে খুসি দেখেই খুসি। ↑ব্যাপারটা এতই সহজ।↑ বরাবরই তো তাই হয়ে এসেছে এক্ষেত্রেও যে সেই রকম হবে এটা তো ↑কোনো↑ সাধারণ মেয়ের পক্ষে সম্ভব ~~হোতো না~~ ↑হতে পারত না,↑ কিন্তু শর্ম্মিলা যে অসাধারণ। শর্ম্মিলার একটা বড়ো ফটোগ্রাফ আপিসের ডেস্কের উপর ~~অবশেষে একটি~~ ↑শশাঙ্ক↑ রেখে দিলে, তার সামনে ফুলদানিতে

মালী রোজ ফুল দিয়ে ~~যেত~~ ↑যায়।↑

চারদিকের ভাবগতিক এত ~~সহজ হয়ে এল,~~ ↑নিষ্কণ্টক হোলো↑ যে, একদিন শশাঙ্ক ঊর্ম্মির হাত ধরে অনায়াসে বলতে পারল যে, "তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী, তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি তো পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের ↑অনেক↑ অনেক উপরে।"

ঘ: শশাঙ্ককে স্পষ্ট করে কেউ কিছু বলে নি বটে কিন্তু চারিদিক থেকেই সে একটা অব্যক্ত সমর্থন পাচ্চে। শশাঙ্ক একরকম ঠিক ~~রকম~~ করে নিয়েছে, শর্ম্মিলার মনে বিশেষ কোনো ব্যথা নেই, ওদের দুজনকে একত্র মিলিয়ে খুসি দেখেই সে খুসি হয়েছে। সাধারণ মেয়ের পক্ষে এটা সম্ভব হতে পারত না কিন্তু শর্ম্মিলা যে অসাধারণ। শশাঙ্ক চাকরির আমলে একজন ইংরেজ আর্টিস্ট্ রঙীন পেন্সিল দিয়ে শর্ম্মিলার একটা ছবি এঁকেছিল। এতদিন সেটা ছিল পোর্টফোলিয়োর মধ্যে, সেইটেকে বের করে বিলিতী দোকানে খুব দামী ফ্যাশানে বাঁধিয়ে নিয়ে আপিস ঘরে যেখানে বসে ঠিক তার ~~সামনে~~ ↑সমুখে↑ দেয়ালে ঝুলিয়ে রাখলে। ~~ওর~~ সামনের ফুলদানিতে রোজ মালী ফুল দিয়ে যায়।

অবশেষে একদিন ~~সে~~ শশাঙ্ক ~~তার~~ বাগানে সূর্য্যমুখী কি রকম ফুটেচে দেখাতে দেখাতে হঠাৎ ঊর্ম্মির হাত চেপে ধরে বল্‌লে, "তুমি নিশ্চয় জানো, তোমাকে আমি ভালোবাসি। আর তোমার দিদি, তিনি তো দেবী। তাঁকে যত ভক্তি করি জীবনে আর কাউকে তেমন করিনে। তিনি পৃথিবীর মানুষ নন, তিনি আমাদের অনেক উপরে।"

১৪৮. খ: ~~বস্তুত শশাঙ্ককে নিয়ে দুই বোনের মধ্যে~~ ↑x~~অন্তরে~~x↑ ~~কোনো বাধা নেই।~~ ঊর্ম্মি এটা ↑স্পষ্ট↑ বুঝেচে দিদির অবর্ত্তমানে সব চেয়ে যেটা সন্তোষের বিষয় সেটা তাকে নিয়েই। এই সংসারে আর কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করলে দিদিকে বাজত, অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও ~~সে~~ ↑দিদি↑ মনে মনে সইতে পারত না। ~~শরীর যে দিন অল্প একটু ভালো থাকে,নার্সের যে দিন সম্মতি পায় সেদিন~~

ঘ: ~~শর্ম্মিলা~~ একথা দিদি বারবার ~~বলে~~ ↑করে'↑ ঊর্ম্মিকে স্পষ্ট বুঝিয়ে দিয়েচে যে, তার অবর্ত্তমানে সব চেয়ে যেটা সান্ত্বনার বিষয় সে ঊর্ম্মিকে নিয়েই। এ সংসারে অন্য কোনো মেয়ের আবির্ভাব কল্পনা করতেও দিদিকে বাজত,অথচ শশাঙ্ককে যত্ন করবার জন্যে কোনো মেয়েই থাকবে না এমন লক্ষ্মীছাড়া অবস্থাও দিদি মনে মনে সইতে পারত না। ব্যবসার কথাও দিদি ওকে বুঝিয়েচে, বলেচে, যদি ~~ওর~~ ভালোবাসায় বাধা পায় তা হলে সেই ধাক্কায় ওর কাজকর্ম্ম সব যাবে নষ্ট হয়ে। ওর মন যখন ↑তৃপ্ত হবে↑ তখনই আবার কাজকর্ম্মে আপনি আসবে শৃঙ্খলা।

১৪৯. খ: ['শরীর যেদিন অল্প একটু ভালো থাকে, নার্সের যে দিন সম্মতি পায় সেদিন'—
•পর্যন্ত লেখার পর কেটে দিয়ে 'দুর্লক্ষণ যেদিন প্রবল হয়ে উঠেছে স্বামীকে শর্ম্মিলা ডেকে পাঠালে।....' অর্থাৎ পূর্ব অনুচ্ছেদটি বর্জন করে সেই স্থানে পরবর্তী অনুচ্ছেদটি লিখেছিলেন। কিন্তু পরে ঐ অনুচ্ছেদের 'দুর্লক্ষণ যেদিন....ডেকে পাঠালে।' অর্থাৎ প্রথম বাক্যটি কেটে দিয়ে বাঁ দিকের পৃষ্ঠায় নতুন অংশ লিখে যোগ করার নির্দেশ দিয়েছেন। বাঁ পৃষ্ঠায় লেখা অংশটি—]

< মন থেকে তার এবং বাহির থেকে বাধা যখন হাল্‌কা হয়ে গেছে তখন শশাঙ্কর মন উঠ্‌ল মেতে। যেন চারদিকের হাওয়া থেকে ↑হিল্লোলে হিল্লোলে একটা↑ নেশা আসচে ; যেন ↑সে↑ চলে গেছে চন্দ্রলোকে, সেখানে ভারাকর্ষণ লঘু, সংসারের সব দায়িত্ব সেখানে সুখ তন্দ্রায় বিলীন। আজকাল রবিবার পালনে বিশুদ্ধ খৃষ্টাণের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্ম্মিলাকে গিয়ে বল্‌লে, "দেখ, পাটের সাহেবদের কাছ থেকে ষ্টীম লঞ্চটা পাওয়া গেছে, ↑কাল রবিবার ~~আছে~~,↑ মনে করচি ~~কাল~~ ভোরে ঊর্ম্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ড হারবারের দিকে যাব, সন্ধ্যের আগেই আসব ফিরে।" শর্ম্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন মুচড়ে দিলে, বেদনায় কপালের চামড়া কুঞ্চিত হয়ে উঠল। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না। ~~কেবল~~ ↑শর্ম্মিলা↑ একবার জিজ্ঞাসা করলে "খাওয়া দাওয়ার কী হবে।" শশাঙ্ক বল্‌লে, "সে আমি হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেচি।"—এই সব ঠিক করবার ভার একদিন ছিল শর্ম্মিলারই উপর, তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন, আজ সব উলটে গেল। যেমনি শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা যেয়ো," অমনি এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক দ্রুত বেরিয়ে ~~ছুটল~~ গেল ছুটে। শর্ম্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে মনে মনে বল্‌তে লাগল, "আর কেন ↑বেঁচে↑ আছি।" 'কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সম্বৎসরিক, আজ পর্য্যন্ত এ অনুষ্ঠানে ~~ওদের~~ কোনো দিন ছেদ পড়ে নি। বিছানায় শুয়ে শুয়ে শর্ম্মিলা সমস্ত আয়োজন করছিল। আর কিছু (x...x) নয়, বিয়ের দিন শশঙ্ক যে (x) লাল বেনারসি জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাতে হবে, নিজেও পরবে বিয়ের চেলি,—ওর গলায় মালা পরিয়ে ওকে ~~সা~~ খাওয়াবে সাম্‌নে বসিয়ে, জ্বালবে ধূপবাতি, পাশের ঘরে গ্র্যামোফোনে বাজাবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে গয়না কিম্বা একটা কোনো সখের জিনিষ কিনে দিত। শর্ম্মিলা ভেবেছিল সেই রকম একটা বুঝি ওকে এনে দেবে, কাল পাবে জানতে।

আজ আর ও কিছুতেই সহ্য করতে পারচে না, ঘরে যখন কেউ নেই তখন থেকে থেকে বলে বলে উঠ্‌চে, "মিথ্যে, মিথ্যে, মিথ্যে, কী হবে আর এই খেলায়।" রাত্রে ঘুম হোলো না। ভোরবেলা শুন্‌তে পেলে মোটর গাড়ি দরজার কাছ থেকে চলে গেল।

এরপর থেকে রোগের লক্ষণ ক্রমেই বাড়াবাড়ির দিকে চলল। ↑(x...x)↑ ক'দিন থেকে ~~ও কেবলি ভেবেচে~~ ↑~~ওর বুক~~ *কটা কথা বুকের মধ্যে* উঠচে পড়চে—↑ "ব্যর্থ হয়েচে, সবই ব্যর্থ হয়েচে।" অনেক কালের অনেক সুখের দিনের কথা ↑ছবির মতো জাগে↑ মনে ; (x...x) আর সেই সঙ্গে প্রশ্ন ~~ওঠে~~ ↑উঠচে↑ সেগুলো কি সবই ফাঁকি ? ~~কী হবে দুঃখ করে~~ পিছনের দিকে প্রাণ দিয়ে যা কিছু গড়েছিলুম, সে তো পড়ল ~~সবই~~ ভেঙে, এখন সামনের দিকে কিছু গড়ে উঠুক যা টিঁকবে। আমার মরণের উপর তারি ভিৎ পত্তন হোক্।

দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠ্‌ল সেদিন শর্ম্মিলা ডেকে পাঠালে তার স্বামীকে। <

ঘ : শশাঙ্কের মন উঠেচে মেতে। ও এমন একটা চন্দ্রলোকে আছে যেখানে সংসারের সব দায়িত্ব সুখতন্দ্রায় লীন। আজকাল রবিবার-পালনে বিশুদ্ধ খৃষ্টানের মতোই ওর অস্খলিত নিষ্ঠা। একদিন শর্ম্মিলাকে গিয়ে বল্‌লে, "দেখো, পাটের সাহেবদের কাছে তাদের

---

* তোলাপাঠের মধ্যে তোলাপাঠ

ষ্টীমলঞ্চ্ পাওয়া গেছে, আজ রবিবার, মনে করচি, ভোরে ঊর্ম্মিকে নিয়ে ডায়মণ্ড হার্ব্বারের দিকে যাব, সন্ধ্যার আগেই আসব ফিরে।"

শর্ম্মিলার বুকের শিরাগুলো কে যেন দিলে মুচড়ে, বেদনায় কপালের চামড়া উঠ্‌ল কুঞ্চিত হয়ে। শশাঙ্কের চোখেই পড়ল না। শর্ম্মিলা কেবল একবার জিজ্ঞাসা করলে, "খাওয়াদাওয়ার কী হবে?" শশাঙ্ক বল্‌লে, "সে সব হোটেলের সঙ্গে ঠিক করে রেখেচি।"

একদিন এই সমস্ত ঠিক করবার ভার ছিল শর্ম্মিলার উপর, তখন শশাঙ্ক ছিল উদাসীন। আজ সমস্ত উলটপালট হয়ে গেল।

যেমনি শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আচ্ছা, তা যেয়ো", অমনি মুহূর্ত্ত অপেক্ষা না করে শশাঙ্ক বেরিয়ে গেল ছুটে। শর্ম্মিলার ডাক ছেড়ে কাঁদতে ইচ্ছে করল। বালিশের মধ্যে মুখ গুঁজে বারবার বলতে লাগল, "আর কেন আছি বেঁচে।"

কাল রবিবারে ছিল ওদের বিবাহের সাম্বৎসরিক। আজ পর্য্যন্ত এ অনুষ্ঠানে কোনোদিন ছেদ পড়ে নি। এবারেও ~~বি~~ স্বামীকে না বলে, বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত আয়োজন করছিল। আর কিছুই নয়, বিয়ের দিন শশাঙ্ক যে লাল বেনারসির জোড় পরেছিল সেইটে ওকে পরাবে, নিজে পরবে বিয়ের চেলি, স্বামীর গলায় মালা পরিয়ে ওকে খাওয়াবে সামনে বসিয়ে, জ্বালাবে ধূপবাতি; পাশের ঘরে গ্রামাফোনে বাজবে সানাই। অন্যান্য বছর শশাঙ্ক ওকে আগে থাকতে না জানিয়ে একটা কিছু সখের জিনিষ কিনে দিত। শর্ম্মিলা ভেবেছিল এবারেও নিশ্চয় দেবে, কাল পাব জানতে।

আজ ও আর কিছুই সহ্য করতে পারচে না। ঘরে যখন কেউ নেই তখন কেবলি বলে বলে উঠ্‌চে, "মিথ্যে মিথ্যে মিথ্যে, কি হবে এই খেলায়।"

রাত্রে ঘুম হোলো না। ভোরবেলা শুন্‌তে পেলে মোটর গাড়ি দরজার কাছ থেকে ~~সরে~~ চলে গেল।

এখন থেকে রোগ দ্রুত বেড়ে চল্‌ল। দুর্লক্ষণ যেদিন অত্যন্ত প্রবল হয়ে উঠেছে সেদিন শর্ম্মিলা ডেকে পাঠালে স্বামীকে।

১৫০. ঘ: সন্ধেবেলা

১৫১. খ: "তোমাকেই ভগবান বরদান করেছিলেন আমাকে। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেননি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েচে, মাপ কোরো আমাকে।" বলে শশাঙ্কর পা বুকে টেনে নিলে।

ঘ: "জীবনে আমি যে বর পেয়েছিলুম ভগবানের কাছে, সে তুমি। তার যোগ্য শক্তি আমাকে দেন নি। সাধ্যে যা ছিল করেছি। ত্রুটি অনেক হয়েচে, মাপ কোরো আমাকে।"

১৫২. ঘ: ↑অনেক বেশি↑

১৫৩. খ: —আমার চরম সৌভাগ্য এই যে, আমি চলে গিয়েও তোমাকে সুখী করে গেলুম।"

ঘ: মরবার কালেই আমার সৌভাগ্য পূর্ণ হোলো, তোমাকে সুখী করতে পারলুম।"

১৫৪. খ: ~~দরজায় ধাক্কা দিয়ে~~ ↑বাইরে থেকে↑

১৫৫. খ: এইখানেই |বর্জন|

১৫৬. ঘ: এই অংশের পরে পরিচ্ছেদ বিভাজন চিহ্ন '— ॥ —'

১৫৭. খ: এই নিয়ে অনেক টাকা ↑ও↑ অনেক সময় ব্যয় করেচেন।

ঘ: এই নিয়ে অনেক টাকা ↑ও↑ অনেক সময় ব্যয় করেচেন। [বর্জন]

১৫৮. খ: আমাদের [বর্জন]

১৫৯. ঘ: এই [বর্জন]

১৬০. খ: বাবাজির

১৬১. ঘ: ↑দুধ↑

১৬২. খ: এই [সংযোজন]

১৬৩. খ: চিকিৎসার [সংযোজন]

ঘ: চিকিৎসার [বর্জন]

১৬৪. খ: উপকরণ।

১৬৫. খ: শর্ম্মিলা সম্পূর্ণ অবিশ্বাসের সঙ্গেই হেসে বল্‌লে, "আচ্ছা দাও ওষুধ, খাব।" শশাঙ্ক কোনো রকম হাতুড়েদের দেখতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্ম্মিলা বললে, "আর কোনো ফল হবে না, কিন্তু মামা তো সান্ত্বনা পাবেন।"

ঘ: শশাঙ্ক কোনোরকম হাতুড়েদের দেখতে পারত না। সে আপত্তি করলে। শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আর কোনো ফল হবে না, ↑অন্তত↑ মামা সান্ত্বনা পাবেন।"

১৬৬. খ: প্রথম দু দিনের ওষুধে নিঃশ্বাসের কষ্ট কমে গেল, আর নাক মুখ দিয়ে মাঝে মাঝে রক্ত উঠছিল সেটা গেল বন্ধ হয়ে। মৃত্যুকে ঠেকাতে পারুক বা না পারুক নিরন্তর যন্ত্রণা থেকে শর্ম্মিলা নিষ্কৃতি পেল।

তারপরে সাত দিন গেল, পনেরো দিন গেল, শর্ম্মিলা উঠে বসল, বিছানা ছেড়ে বেড়াতেও কষ্ট হয় না। ডাক্তার বল্‌লে, এমন অনেক সময় হয়, মৃত্যুর ধাক্কাতেই শরীরের প্রচ্ছন্ন শক্তি মরিয়া হয়ে উঠে শরীরকে বাঁচিয়ে তোলে।

ঘ: দেখতে দেখতে ফল হোলো। নিঃশ্বাসের কষ্ট কমলো, রক্ত ~~ও~~ ওঠা গেল বন্ধ হয়ে।

সাত দিন গেল, পনেরো দিন গেল, শর্ম্মিলা উঠে বসল।

ডাক্তার বল্‌লে, মৃত্যুর ধাক্কাতেই অনেক সময় শরীর মরিয়া হয়ে উঠে ↑শেষ-ঠেলায়↑ আপনাকে আপনি বাঁচিয়ে তোলে।

১৬৭. খ: ['শর্ম্মিলা বেঁচে উঠল।' বাক্যের পর কিছুটা ফাঁক দিয়ে পরবর্তী অনুচ্ছেদে লিখেছেন—]

~~ইতিমধ্যে শর্ম্মিলা অনেক কথাই ভাবল।~~ ↑যতই সেরে উঠ্‌চে ততই শর্ম্মিলা দিনরাত* কত কথাই ভাবচে।↑ তার বেঁচে ওঠাটাই যেন মরার চেয়েও ~~দুঃখের বিষয়~~ ↑দুর্ঘটনা↑ না হয় এই তার হোলো পণ।

ঘ: [এই পাণ্ডুলিপিতে অতিরিক্ত ফাঁক না রেখে পরবর্তী অনুচ্ছেদে লিখেছেন]

তখন সে ভাবতে লাগ্‌ল, "কী করি। শেষকালে বেঁচে ওঠাটাই কি মরার বাড়া হয়ে ~~উঠল~~ দাঁড়াবে।"

---

* তোলাপাঠের মধ্যে তোলাপাঠ।

১৬৮. খ: বিদায় নেবার জন্যে ঊর্ম্মিলা জিনিষপত্র গোচাচ্ছে। দিদি এসে বল্‌লে, না, তুই যেতে পারবি নে।

ঘ: ওদিকে ঊর্ম্মি জিনিষপত্র গোছাচ্চে। ↑এখানে↑ তার পালা শেষ হোলো। দিদি এসে বল্‌লে, "তুই যেতে পারবি নে।"

১৬৯. খ : লোকনিন্দা ! বিধাতা ↑স্বয়ং↑ অন্তরে বসে তোদের মিলিয়েছেন মানুষের মুখের কথা তোদের পৃথক করবে ? আমি তো তা ঘটতে দেব না।

ঘ: "লোক নিন্দা ! বিধির বিধানের চেয়ে বড়ো ↑হবে↑ লোকের মুখের কথা !"

১৭০. খ : শশাঙ্ককে ডাকিয়ে শর্ম্মিলা বল্‌লে, "চলো আমরা (x..x)যাই নেপালে। সেখানে রাজ দরবারে কাজ নিয়ো, কোনো কথা উঠ্‌বেনা।

ঘ: শশাঙ্ককে ডাকিয়ে বল্‌লে, "চলো, আমরা যাই নেপালে। সেখানে রাজদরবারে তোমার কাজ পাবার কথা হয়েছিল—চেষ্টা করলেই পাবে। কোনো কথা উঠবে না।"

১৭১. খ: শর্ম্মিলা যেটা স্থির করে সেটাকে সিদ্ধ করবার আয়োজন নিজেই করে। তর্ক বিতর্কের ~~কোনো~~ অপেক্ষা রাখে না।

ঊর্ম্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়। শশাঙ্ক তাকে বল্‌লে, "আজ তুমি যদি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে কী দশা হবে বুঝতে পারো না কি।"

~~চুপ করে রইল ঊর্ম্মি।~~ ↑শশাঙ্ক তার হাত চেপে ধরলে, ঊর্ম্মি সরিয়ে নিল না।↑ তার বড়ো বড়ো দুই চোখ তাকিয়ে রইল দূরের আকাশে।

~~শশাঙ্ক বল্‌লে, বাইরের কথা ভেবো না। সব চেয়ে বড়ো সত্য আছে ভিতরে, অন্তর্যামীর দৃষ্টির সামনে। দু দিন পরে আর সমস্তই মিলিয়ে যাবে, এইটেই থাকবে চিরকাল।" ঊর্ম্মি~~ ↑অনেকক্ষণ পরে↑ বল্‌লে, "আমি কিছুই ভেবে উঠ্‌তে পারচি নে। তোমরা দুজনে যা স্থির করবে তাই হবে।"

ঘ: ~~সেই~~ শর্ম্মিলা কাউকে দ্বিধা করবার অবকাশ দিল না। যাবার আয়োজন চলচে।

ঊর্ম্মি তবু বিমর্ষ হয়ে কোণে কোণে লুকিয়ে বেড়ায়। শশাঙ্ক তাকে বল্‌লে, "আজ যদি তুমি আমাকে ছেড়ে যাও তাহলে কী দশা হবে ভেবে দেখো।"

ঊর্ম্মি বল্‌লে, "আমি কিছু ভাবতে পারিনে। তোমরা দুজনে যা ঠিক করবে তাই হবে।"

— ॥ —

১৭২. খ: < নেপালে যাওয়ার তাগিদের আর একটা কারণ ঘটেচে। শশাঙ্কদের কন্ট্রাক্টরি ব্যবসার (x...x) ↑বাদেও↑ ঝড়িয়ার ↑খনিতে↑ কয়লা ~~কেনাবেচা~~ নিয়ে ~~একটা স্পেকুলেসন্~~ ↑তেজিমন্দি↑ চল্‌ছিল। ওর শরিক মথুর সাবধানী লোক, সে ওতে রাজি হয় নি। সমস্ত ঝুঁকি নিয়েছিল শশাঙ্ক। লাভও হতে আরম্ভ হয়েছিল। কখন ওর মনোযোগের ত্রুটি হয়েছে, যার বায়না ছিল শস্তা বাজারে তার দাম দিতে ↑হয়েচে↑ চড়া বাজারে, ↑যে সময়ে সাবধান হতে পারত সেই সময় গেছে ফস্‌কে।↑ ওর এতদিনের এতবড়ো সঞ্চয় গেল হঠাৎ তলিয়ে। শর্ম্মিলার শরীর অসুস্থ, ওকে ~~এ~~ খবর দেয় নি। শুধু তাই নয়, শর্ম্মিলার বাপের দেওয়া অনেক দামের

গহনাপত্র ব্যাঙ্কে ছিল সেফ ডিপজিট, তাও স্ত্রীকে না বলে বন্ধক রেখে টাকা ধার করতে হয়েচে। আপাতত না বলবার প্রধান্ কারণ এই যে, স্থির করেছিল, একদিন যখন ধার শোধ করে গহনা উদ্ধার করবে তখন সব কথা বল্‌বে স্ত্রীকে। (x) শর্ম্মিলার শরীর এখনো যথেষ্ট দুর্ব্বল আছে, তাই ওকে আর কিছু না বলে কেবল বল্‌লে, নেপালে বসৎ করাই স্থির করেচি তাই এখানকার ব্যবসা সমস্তই গুটিয়ে নিতে হোলো।

শর্ম্মিলা বল্লে, ভালই করেচ।

কিন্তু মনে মনে সে ↑বড়ো↑ ব্যথা পেলে। কেননা এতদিন ধরে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যদিও তার সঙ্গে ~~ওর মমতা~~ [?] ↑প্রত্যক্ষ পরিচয়↑ ছিল অস্পষ্ট তবু তার উপর ওর মমতা ছিল গভীর, ↑তার সম্বন্ধে গর্ব্ব ছিল প্রবল।↑ তার জন্যে কেবল যে ওর স্বামীই ~~আপন~~ শক্তি ও সময় উৎসর্গ করেছিল তা নয় ওর ~~নিজের~~ ↑আপন হৃদয়ের↑ অনেক প্রবল দাবীকে ও ইচ্ছে করেই ↑দিনে দিনে↑ ঠেকিয়ে রেখেচে। শশাঙ্কর এতদিনের এত বড়ো ↑আশা↑ আকাঙ্ক্ষা প্রতিদিন (x) বেড়ে উঠ্‌ছিল ↑উজ্জ্বল↑ রূপ নিয়ে, সে যে আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে ~~যাবে সে কথা আর কিছুদিন আগে কে মনে করতে পারত। আর~~ ↑গেল↑ এই শূন্যতা কি একদিন পরিতাপ আনবেনা মনে ? যাকে নিয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয়তো তাকে মাপ করতে পারবে না। ↑নিজের↑ নেশার জন্যে লজ্জা পাবে, ↑~~লোকে সম্পূর্ণ~~↑ দোষ দেবে মদকে। <

[পাণ্ডুলিপি ঘ: -এ এই অংশ গৃহীত হয় নি।]

১৭৩. খ: নেপালে যাবার সমস্ত ঠিক ~~হয়ে গেছে~~। ↑সেখানে দরবারে↑ এদের আত্মীয় আছে, তার কাছ থেকেও আশ্বাস এল। উর্ম্মিলা বললে, দুদিন সময় দাও, জিনিষপত্র গুছিয়ে আনিগে।

ঘ: গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তারপর সময় যখন কাছে এসেছে উর্ম্মি বললে আর দিন সাতেক অপেক্ষা করো, ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসিগে।

১৭৪. ঘ: এই সময়ে মথুর এল শর্ম্মিলার কাছে মুখ ভার (x) করে। বল্‌লে, "তোমরা চলে যাচ্চে ঠিক সময়েই। তোমার সঙ্গে কথাবার্ত্তা স্থির হয়ে যাবার পরেই আমি আপোষে শশাঙ্কের জন্যে কাজ বিভাগ করে দিয়েছিলেম। আমার সঙ্গে ওর লাভ লোকসানের দায় জড়িয়ে রাখিনি। ↑সম্প্রতি↑ কাজ গুটিয়ে নেবার ~~জন্যে~~ ↑উপলক্ষ্যে↑ শশাঙ্ক (x) কদিন (x) ধরে হিসাব বুঝে নিচ্ছিল। দেখা গেল তোমার টাকা সম্পূর্ণ ডুবেছে। তা ছাপিয়েও যা দেনা ~~আছে~~ ↑জমেছে↑ তাতে বোধ হয় বাড়ি বিক্রি করতে হবে।"

শর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "সর্ব্বনাশ এতদূর এগিয়ে চলেছিল উনি জান্‌তে পারেন নি !"

মথুর বল্‌লে, "সর্ব্বনাশ জিনিষটা ↑অনেক সময়↑ বাজ পড়ার মতো, যে মুহূর্ত্তে মারে তার আগে পর্য্যন্ত জানা যায় না। ↑সম্পূর্ণ জানান্ দেয় না।↑ ও বুঝেছিল ওর লোকসান হয়েছে। তখনো অল্পেই সামলে নেওয়া যেত। কিন্তু দুর্বুদ্ধি ঘটল ; ব্যবসার গলদ তাড়াতাড়ি শুধ্‌রে নেবে মনে করে ~~কয়লার খনিতে~~ আমাকে লুকিয়ে পাথুরে কয়লার খনিতে ~~স্পেকুলেশন~~ ↑তেজিমন্দি↑ সুরু করলে। সস্তার বাজারে যা কিনেচে চড়ার বাজারে তার দাম শোধ করতে হোলো। হঠাৎ আজ দেখলে হাউয়ের মতো ওর সব গেছে উড়েপুড়ে, বাকি রইল ছাই। এখন

ভগবানের কৃপায় নেপালে কাজ পেলে তোমাদের আর কিছুই ভাবতে হবেনা।"

শর্ম্মিলা দৈন্যকে ভয় করে না। বরঞ্চ ও জানে অভাবের দিনে স্বামীর সংসারে ওর স্থান আরো বেড়ে যাবে। দারিদ্র্যের ~~দুঃখকে~~ ↑কঠোরতাকে↑ যথাসম্ভব ~~চাপা দিয়ে~~ ↑মৃদু করে এনে↑ দিন চালাতে পারবে এ বিশ্বাস ওর আছে। বিশেষত গয়না যা হাতে রইল তা নিয়ে এখনো কিছুকাল বিশেষ দুঃখ পেতে হবে না। এ কথাটাও ↑সসঙ্কোচে↑ মনে উঁকি মেরেচে যে শ উর্ম্মির সঙ্গে বিয়ে হলে তার সম্পত্তিও তো স্বামীরই হবে। কিন্তু শুধু জীবন যাত্রাই তো যথেষ্ট নয়। এতদিন ধরে নিজের শক্তিতে নিজের হাতে স্বামী যে সম্পদ সৃষ্টি করে তুলেছিল, যার খাতিরে আপন হৃদয়ের অনেক প্রবল দাবীকেও ~~ইচ্ছা~~ শর্ম্মিলা ইচ্ছে করে দিনে দিনে ঠেকিয়ে রেখেছিল, সেই ওদের উভয়ের সম্মিলিত জীবনের মূর্ত্তিমান আশা আজ মরীচিকার মতো মিলিয়ে গেল এরই অগৌরব ওকে ~~যেন~~ মাটির সঙ্গে মিশিয়ে দিলে। মনে মনে বল্‌তে লাগল তখনি যদি মরতুম তা হলে তো এই ধিক্কারটা বাঁচত আমার। আমার ভাগ্যে যা ছিল তা তো হোলো, কিন্তু দৈন্য অপমানের এই দারুণ শূন্যতা একদিন কি পরিতাপ আনবে না ওর মনে? যার মোহে অভিভূত হয়ে এটা ঘটতে পারল একদিন হয় তো তাকে মাপ করতে পারবে না, তার দেওয়া অন্ন ওর মুখে বিষ ঠেকবে। নিজের মাৎলামির ফল দেখে লজ্জা পাবে কিন্তু দোষ দেবে মদকে। যদি অবশেষে উর্ম্মির সম্পত্তির উপর নির্ভর ~~করতে~~ করা অবশ্য হয়ে ওঠে তা হলে সেই আত্মাবমাননার ক্ষোভে উর্ম্মিকে জ্বালিয়ে মারবে।

— ॥ —

[উপরের অংশটি পাণ্ডুলিপির যথাক্রমে 42-সংখ্যক পৃষ্ঠার দুই-তৃতীয়াংশ এবং 43-সংখ্যক পৃষ্ঠা জুড়ে লেখা হয়েছে। 42-সংখ্যক পৃষ্ঠার বাঁ পাশের পাতায় রবীন্দ্রনাথ কিছুটা অংশ লিখেছিলেন। কিন্তু অংশটি মূল রচনার কোথায় সংযুক্ত হবে তার কোন নির্দেশ দেওয়া হয়নি। পরিবর্তে পরে অংশটি কেটে দিয়েছেন। বাঁ পৃষ্ঠায় লেখা অংশটি—]

< ↑~~এদিকে মথুরের সঙ্গে~~↑ ~~সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক~~ ↑~~হঠাৎ~~↑ ~~জানতে পেরেছে যে শর্ম্মিলার টাকা ডুবেচে তার ব্যবসায়ে, এতদিন শর্ম্মিলা xএতদিনx~~ ↑~~একথা~~↑ ~~তাকে জানায়নি, মথুরের সঙ্গে মিটমাট করে নিয়েছিল। চাকরির অন্তে~~ ↑~~শশাঙ্ক~~↑ ~~একদিন শর্ম্মিলার টাকা ধার নিয়ে xযে চালিয়েছে x~~ ↑~~গড়ে তুলেছিল~~↑ ~~ব্যবসা, আজ~~ ↑~~নষ্ট~~↑ ~~ব্যবসার অন্তে শর্ম্মিলার ঋণ মাথায় করে চলেচে সে চাকরিতে। শোধ হবার রাস্তা কই?~~ ↑~~এতদিন ধরে~~↑ ~~কতখানি লজ্জা লুকোনো ছিল আজ xহঠাৎx ধরা পড়েচে।~~

~~আর দিন দশেক বাকি আছে যাত্রার। সমস্ত রাত্রি চিন্তার পর সকাল বেলায় xসে স্থির করেচেx~~ ↑~~শশাঙ্ক ধড়ফড় করে বিছানার থেকে উঠেই তার আয়নার টেবিলের উপরে সবলে মুষ্টিঘাত করে স্থির করেচে~~↑ ~~যাবে না নেপালে। (x...x)ভীরুতা করবে না। ওরা দুজনে উর্ম্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকবে, ভ্রূকুটি-কুটিল সমাজের দৃষ্টির সামনেই। আর এইখানেই তার ভাঙা ব্যবসাকে আর একবার গড়ে তুলবে এই কলকাতাতেই বসে।~~

~~শর্ম্মিলাকে এখনো কিছু বলে নি। xকিছুx(x...x)~~ ↑~~একতলার ঘরে গিয়ে~~↑ ~~জিনিষ পত্রের~~

~~চারদিক থেকে দড়াদড়ির বন্ধন যখন ছিন্ন করতে বসেছে এমন সময় তার কাছে পত্র এল~~
:— <

[এই অংশটি কেটে দিয়ে পৃথক পৃষ্ঠায় (পৃ: 44) নতুন করে লিখতে শুরু করেছিলেন—]

~~গুছিয়ে নিতে কিছুদিন লাগল। তার পর সময় যখন কাছে এসেছে উর্ম্মি বললে আর দিন সাতেক অপেক্ষা করো ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে কাজের কথা শেষ করে আসিগে।"~~

~~চলে গেল উর্ম্মি।~~

এদিকে মথুরের সঙ্গে সমস্ত হিসেবপত্র শোধ করতে গিয়ে শশাঙ্ক হঠাৎ জানতে পেরেচে যে শর্ম্মিলার সমস্ত টাকা ডুবেছে তার ব্যবসায়ে। একথা শর্ম্মিলা এতদিন তাকে জানায়নি, মিটমাট করে নিয়েছিল মথুরের সঙ্গে।

↑শশাঙ্কের↑ মনে পড়ল, চাকরির অন্তে ~~শশাঙ্ক~~ ↑সে↑ একদিন শর্ম্মিলার টাকা ধার নিয়েই গড়ে তুলেছিল তার ব্যবসা। আজ নষ্ট ব্যবসার অন্তে সেই শর্ম্মিলারই ঋণ মাথায় করে চলেছে সে চাকরিতে। ↑এ ঋণ তো আর নামাতে পারবে না। চাকরির মাইনে দিয়ে↑ কোনো কালে শোধ হবার রাস্তা কই। ~~লজ্জাটা লাগল তাকে বজ্রের মতো।~~

আর দিন দশেক বাকি আছে (x..x) ↑নেপাল↑ যাত্রা। সমস্ত রাত ঘুমতে পারে নি। ভোর বেলায় শশাঙ্ক ধড়ফড় করে বিছানার থেকে উঠেই আয়নার টেবিলের উপর ↑হঠাৎ↑ সবলে মুষ্টিঘাত করে বলে উঠ্‌ল,—" যাব না নেপালে।" ~~ভীরুতা করব না~~।" দৃঢ় পণ করলে, আমরা দুজনে উর্ম্মিকে নিয়ে কলকাতাতেই থাকব—ভ্রূকুটি কুটিল সমাজের ক্রূর দৃষ্টির সামনেই। আর এইখানেই ভাঙা ব্যবসাকে (x) আর একবার গড়ে তুলব এই কলকাতাতেই বসে।

যে-যে জিনিষ সঙ্গে যাবে ~~আর যে যে জিনিষ রেখে যাবে আপাতত উর্ম্মির বাড়িতে~~ ↑যা রেখে যেতে হবে ~~উ~~,↑ শর্ম্মিলা বসে বসে তারি ফৰ্দ্দ করছিল একটা খাতায়। ডাক শুন্‌তে পেলে, "শর্ম্মিলা, শর্ম্মিলা।" তাড়াতাড়ি খাতা ~~খু~~ ফেলে ছুটে গেল স্বামীর ঘরে। ~~কোনো~~ ↑অকস্মাৎ↑ অনিষ্টের আশঙ্কা করে' কম্পিত হৃদয়ে জিজ্ঞাসা করলে, "কী হয়েছে?"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "যাব না নেপালে। গ্রাহ্য করব না সমাজকে। থাকব এইখানেই।"

শর্ম্মিলা জিজ্ঞাসা করলে, "কেন, কী হয়েছে?"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "কাজ আছে।"

সেই পুরাতন কথা। ↑কাজ আছে।↑ শর্ম্মিলার বুক দুরু দুরু করে উঠ্‌ল।

"শর্ম্মি ভেবোনা আমি কাপুরুষ। দায়িত্ব ফেলে পালাব ~~পালাতে হয় যদি তার চেয়ে মৃত্যু ভালো মনে~~ ↑~~আমার~~ আমি এত অধঃপতন ~~হয়েছে~~ কল্পনা↑ করতেও পারো।"

শর্ম্মিলা কাছে গিয়ে ওর হাত ধরে (x) বল্‌লে, "কী হয়েচে আমাকে বুঝিয়ে বলো।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "আবার ঋণ করেছি তোমার কাছে, সে কথা ঢাকা দিয়ো না।"

শর্ম্মিলা বল্‌লে, "আচ্ছা বেশ।"

শশাঙ্ক বল্‌লে, "সেই দিনকার মতোই আজ থেকে আবার শোধ করতে বসলুম। যা ডুবিয়েছি আবার তাকে টেনে তুলবই এই রইল কথা, ↑শুনে রাখো।↑ একদিন যেমন তুমি আমাকে বিশ্বাস করেছিলে তেমনি ↑আবার↑ আমাকে বিশ্বাস কোরো।"

শর্ম্মিলা স্বামীর বুকের উপর মাথা রেখে বল্‌লে, "তুমিও আমাকে বিশ্বাস কোরো। (x...x)

↑বুঝিয়ে দিয়ো↑ আমাকে, তৈরি করে নিয়ো আমাকে, তোমার কাজের যোগ্য যাতে হতে পারি সেই শিক্ষা আজ থেকে আমাকে দাও।"

— ॥ —

১৭৫. ঘ: বাইরে থেকে আওয়াজ এলো "চিঠি"।

উর্ম্মির হাতের অক্ষরে দুখানা চিঠি। একখানি শশাঙ্কর নামে :— "আমি এখন বোম্বাইয়ের রাস্তায়। চলেছি বিলেতে।

১৭৬. ঘ: শিখে আসব।

১৭৭. খ: করে গেলুম

১৭৮. খ: ~~যদি জোড়া না লাগে তবে তারপরে যাব নেপালে~~ ↑কালের হাতে আপনি জোড়া লাগবে।↑

ঘ: কালের হাতে আপনিই তা জোড়া লাগবে।

১৭৯. ঘ: কিছু [বর্জন]

১৮০. ঘ: শর্ম্মিলার চিঠি,—

১৮১. ঘ: যা [বর্জন]

১৮২. খ: যদি সেটা অপরাধ না হয় তবে তাই জেনেই সুখী হব।

১৮৩. খ: তার চেয়ে সুখী হবার আশা করে কী হবে।

ঘ: তার চেয়ে সুখী হবার আশা রাখব না মনে।

১৮৪. খ: কিসে সুখ তাই বা ↑নিশ্চিত↑ কী জানি। আর সুখ যদি না হয় তো নাই হোলো। ভুল করতে ভয় করি।"

১৮৫. খ: ~~চিঠি পেয়েই শর্ম্মিলা ভাবল তার স্বামীর কথা। কোথায় আছে, কী করছে, ↑এই ভাঙচুরের ভিতর থেকে↑ আবার তার ভবিষ্যৎকে বেঁধে তুলতে হবে কী করে কে জানে। হঠাৎ এই যে আঘাত পেলে xতার স্বামীx এ সে আঘাত সাম্‌লাবে কী করে?~~

~~খোঁজ করতে করতে শেষকালে দেখে~~ শশাঙ্ক বসে আছে আপিস ঘরে। টেবিলের উপর মোটা মোটা খাতা চৌকির পাশে মেজের উপরেও কাগজপত্র ~~রাশীকৃত~~ [?] ↑স্তূপাকার↑ ~~উর্ম্মির চিঠি পাওয়ার অনতিকালের মধ্যেই শশাঙ্ককে (x...x)শর্ম্মিলা যে এমনতর (x...x)রাশীকৃত কাজের মধ্যে ↑নিবিষ্ট↑ দেখবে এ কথা সে ভাবতেই পারে নি। এসে ছিল এই ভেবে যদি তার ব্যথায় কিছু সান্ত্বনা দিতে পারে।~~

~~একবার~~ ↑শর্ম্মিলা দ্বারের কাছে এসে↑ ভাবলে ফিরে যাই। ~~তারপর কি ভেবে ধীরে ধীরে শশাঙ্কের কাছে এসে বসলে। উর্ম্মির কোনো কথা (x..x)না বলে আস্তে আস্তে জিজ্ঞাসা করলে, নেপালে যাওয়ার কী রকম বন্দোবস্ত করতে হবে।~~

শশাঙ্ক ~~বললে নেপালে যাওয়া হবে না।~~ ↑পায়ের শব্দ শুনে দাঁড়িয়ে উঠ্‌ল, বল্‌লে.↑ "~~শোনো উ~~ শর্ম্মিলা ~~ভয় নেই।~~ ↑শুনে যাও।↑ যা ডুবিয়েছি তাকে আবার টেনে তুলবই ~~এই~~ রইল কথা।"

শর্ম্মিলা ভাবলে ঊর্ম্মির হঠাৎ চলে যাওয়ার কঠিন আঘাত পেয়েই নেপাল যাত্রা বন্ধ হয়ে গেল। আর কী হবে সেখানে গিয়ে।

শশাঙ্ক বললে, জানো xঊর্ম্মিx শর্ম্মি, আমার এ বাড়ি দেনায় বিক্রি হয়ে যাবে।

ক্ষণ কালের জন্যে শর্ম্মিলা স্তব্ধ হয়ে গেল। তারপরে নিজেকে সামলিয়ে নিয়ে বললে, বাড়ি তো একদিন ছিল না, না হয় আর একদিন থাকবে না। তখনো তো আমরা সুখেই ছিলাম।

"বড়ো লজ্জা পেয়েছি শর্ম্মি" এই বলে শর্ম্মিলার হাতটা হাতের উপর টেনে নিয়ে বললে, "তুমি লক্ষ্মী, কখন্ তোমার কাছ থেকে সরে এসেছিলুম, তাই আমার এই দশা। সর্ব্বস্বান্ত হয়ে গেছে তাতে দুঃখ নেই, কিন্তু ধিক্ আমাকে, বড়ো লজ্জা।"

শর্ম্মিলা বললে, "ভয় কি তোমার, আবার আরম্ভ করো গোড়া থেকে।"

"গোড়া যে কত তলায় তা তুমি জানো না, তুমি সইবে কি করে।"

"ওকি কথা, আমি যদি সইতে না পারি তাহলে আমার মরণ ভালো।"

শশাঙ্ক চৌকি থেকে উঠে দাঁড়াল, বললে, "কিন্তু আমি তোমাকে একথা বলচি, যা ডুবিয়েচি তাকে আবার আমি ↑টেনে↑ তুলবই। সে পর্য্যন্ত তোমাকে ↑অনেক↑ কষ্ট পেতে হবে। একটা কথা তোমাকে বলিনি আমার যা ছিল সব গেছে, তোমার যা ছিল সেও ভাসিয়ে দিয়েছি। একদিন শোধ করেছিলুম তোমার ঋণ, তাতেই বড়ো হয়েছিলুম, আবার শোধ করব ↑তোমারই ঋণ↑ তাতেই আমাকে বড়ো করবে।"

সব ক্ষতি পূরণ হবে। সব ঋণ হবে শোধ।"

"ঋণের কথা কেন বলচ, কেন আমাকে তফাৎ করে দেখ্চ?"

"এক জায়গায় তফাৎ আছে, সেইখানেই আমি পুরুষ। সে তফাৎ যদি ভুলতুম তা হলে তোমার মন xকেxকেন, তোমাকে সুদ্ধ ফেলে রেখে হয় তো একতারা হাতে করে বেরিয়ে চলে যেতুম, লোকে আমাকে বলত, সাধু পুরুষ।"

শর্ম্মিলা স্বামীর বুকের কাছে এসে বললে, "আচ্ছা ↑তবে↑ থাক্গে তফাৎ। কিন্তু একটা জায়গায় তফাৎ থাকবে না বলে রাখচি। এবার তোমার কাজে আমি তোমার শরিক। তোমার আপিসে xতুমিx আমি ঢুকবই, তোমার খাতা আমি ঘাঁটবই, তোমার হিসেব আমি রাখব। xআরx তোমার আঁকাজোখাও যে শিখে নিতে পারব না, এমন বোকা মেয়ে আমি নই। আর টেনিস খেলতে আমাকে যদি না ডাকো তবে তোমার টেনিস ব্যাট আমি দেব ভেঙে।"

"অন্নপূর্ণা, xচলো তবে,x এসো এবার কাঙালের ঘরে। এ ঘরে দুজনের বেশি আর জায়গা নেই।" এই বলে শর্ম্মিলাকে বুকে টেনে নিয়ে এসে চুমো খেলে।

[পাণ্ডুলিপি ঘ :-এ এই অংশ অনুপস্থিত। সেখানে ঊর্ম্মিমালার চিঠির শেষে, 'ভুল করতে ভয় করি।' বাক্যের পর সমাপ্তি চিহ্ন '— ॥ —' দেওয়া হয়েছে।]

সংকলন ও সম্পাদনা : শ্রাবণী পাল

ঘটনাপ্রবাহ

রবীন্দ্রভবন-আয়োজিত প্রদর্শনী

চীনে রবীন্দ্রনাথ। ১৪ নভেম্বর ১৯৯৬—

শান্তিনিকেতন থেকে সুইডেন। ২৩ নভেম্বর ১৯৯৬-২৪ নভেম্বর ১৯৯৬

বিশ্বভারতীর চার দশক। ১০ ডিসেম্বর ১৯৯৬-১২ডিসেম্বর ১৯৯৬ । পার্লামেন্ট হাউস অ্যানেক্স্, দিল্লি।

বিশ্বভারতীর পঁচাত্তর বৎসর। ২৩ ডিসেম্বর-২৬ ডিসেম্বর ১৯৯৬, পৌষমেলা-প্রাঙ্গণ।

বিশ্বভারতীর পঁচাত্তর বৎসর ও শ্রীনিকেতন। ৬-৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৯৭, শ্রীনিকেতন মেলা-প্রাঙ্গণ।

আচার্য প্রবোধচন্দ্র সেন (১৮৯৭-১৯৮৬) : শতবার্ষিক শ্রদ্ধাঞ্জলি। ২৮ এপ্রিল ১৯৯৭-৪ মে ১৯৯৭।

স্বাধীনতা আন্দোলন ও রবীন্দ্রনাথ। ৮ মে ১৯৯৭-১৫ মে ১৯৯৭।

রবীন্দ্রভবন অভিলেখাগারে সংগৃহীত সামগ্রী

পরিগ্রহণ সংখ্যা/তারিখ

দ্বিপেশ রায়চৌধুরী -উপহৃত

রবীন্দ্রনাথের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ

১. জোব্বা ৩টি

২. কিমোনো ১টি

৩. লুঙ্গি ১টি

পুলিনবিহারী সেন -সংগ্রহ ১৮৮/১৭.৯.৯৭

অনাথনাথ দাসের মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত।

১. রবীন্দ্রনাথের লেখা সুভাষচন্দ্র সম্পর্কিত মূল ইংরেজি রচনা

ক. সূচনা : There are some ৩পৃষ্ঠা।

খ. সূচনা : In the midst of the ১ পৃষ্ঠা।

গ. সূচনা : The dignity and ১ পৃষ্ঠা।

২. 'শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসু সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ' সুধীরচন্দ্র করের হাতের লেখায়, রচনাশেষে রবীন্দ্রনাথ-কর্তৃক স্বাক্ষরিত ১পৃষ্ঠা। নীচে ডানদিকের অংশ কতকটা ছেঁড়া।

পরিগ্রহণ সংখ্যা/তারিখ

৩. সুভাষচন্দ্রের টেলিগ্রাম, রবীন্দ্রনাথকে
   ক. Profoundly grateful 5 May '39 ১পৃষ্ঠা।
   খ. We earnestly desire 9 May '39 ১পৃষ্ঠা।
৪. নরেশচন্দ্রের টেলিগ্রাম, সুধাকান্ত রায়চৌধুরীকে
   Care Dr. Rabindranath 2 May '39 ১পৃষ্ঠা।
৫. 'দেশনায়ক' মুদ্রিত পত্রী একটি, ৫পৃষ্ঠা।

অনাথনাথ দাস -সংগ্রহ ১৮৯/১১.৩.৯৭
১. শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতীর হিসাবের খাতা
   পৌষ ১৩২৮-পৌষ ১৩২৯, ১ খানি। লিখিত পৃষ্ঠা ৮৭
   মুদ্রিত পৃষ্ঠাঙ্ক (যা পাওয়া গিয়েছে):
   ১৫৫-২০২, ২২৫-২৪৪, ২৮১-২৮২, ২৮৫-৩১৬, ৩২১-৩৫০।
   [পৃ. ১৯৯-২০২ , মাঝের কতকাংশ কীটদষ্ট, পৃ. ২৮১-২৮২, অত্যন্ত জীর্ণ, মাঝে ছেঁড়া]
২. 'আশ্রম সম্মিলনী'র প্রতিবেদন
   ক. পাঠভবন ছাত্রাবাসের গৃহনায়ক অধিনায়কের প্রতিবেদন ১৯৩০-১৯৪২
      ৬ খানি খাতা। লিখিত পৃষ্ঠা : ১১১+ ৯৫+ ১৪৮+ ৯৬ + ১১৫ + ৭২
   খ. অধিনায়কের প্রতিবেদন ১৯৩৬-১৯৪৬
      ১ খানি খাতা। লিখিত পৃষ্ঠা : ১২৯

নীলাদ্রি চাকী -উপহৃত প্রতিলিপি
১. রবীন্দ্রনাথের লেখা 'নতুন কবিতা' শীর্ষক একটি কবিতা।
২. অমিয়চন্দ্র চক্রবর্তীর চিঠি, নীলাদ্রি চাকীকে লেখা। তারিখ ৬ মে ১৯৮০
৩. নীলাদ্রি চাকী-রচিত দুটি নিবন্ধ :
   ক. 'একটি কবিতার জন্মকথা'
   খ. 'প্রবাসী বাঙালির আত্মানুসন্ধান'

ক্ষিতিমোহন সেন-ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন -সংগ্রহ ১৯০/১৯.৫.১৯৯৭
শিবাদিত্য সেন-শান্তভানু সেনের সৌজন্যে প্রাপ্ত।
১. বিশ্বভারতী সম্মিলনীর দুটি প্রতিবেদন-খাতা

ক. ১৯২১-২৪ সালের। লিখিত পৃষ্ঠা : ১৪১। খাতার মাঝের (পৃ.৮৫-১০৪) কতকগুলি পাতা কীটদষ্ট।

খ. ১৯২৭ সালের। লিখিত পৃষ্ঠা : ৭২

২. কিছু বাউল গান ও রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ। টাইপ কপি, লিখিত পৃষ্ঠা ২২ সংস্কৃত মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ। পৃষ্ঠাসংখ্যা ২। জেরক্স প্রতিলিপিসহ।

৩. রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত একটি মন্ত্রানুবাদ।

৪. Sir John ও Lady Russel-এর আগমন উপলক্ষে মন্ত্রের অনুবাদের খসড়া। রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত। লিখিত পৃষ্ঠা : মূল ৭। জেরক্স প্রতিলিপি : ৫। মুদ্রিত প্রতিলিপি : ৩

৫. শ্রীনিকেতন সাম্বৎসরিক উৎসবের জন্য মন্ত্রের খসড়া

ক. শ্রীনিকেতন সাম্বৎসরিক উৎসব : অনুষ্ঠান-পদ্ধতি। মুদ্রিত পুস্তিকা। লিখিত পৃষ্ঠা : ১৪। রবীন্দ্রনাথের স্বহস্তলিখিত মন্তব্য (প্রথম পৃষ্ঠায়) সংবলিত।

খ. সংস্রব্য মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত প্রতিলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ২+১ (এক পৃষ্ঠা জেরক্স প্রতিলিপিসহ)। অত্যন্ত জীর্ণ। কয়েকটি টুকরোয় বিভক্ত।

গ. কতকগুলি মন্ত্র এবং বাংলা ও ইংরেজিতে সেগুলির অনুবাদ। রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত প্রতিলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ৫। জীর্ণ।

ঘ. শ্রীনিকেতন সপ্তম সাম্বৎসরিক উৎসব : অনুষ্ঠান-মন্ত্র। রবীন্দ্রনাথ-সংশোধিত প্রতিলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ৭। অত্যন্ত জীর্ণ।

ঙ. রবীন্দ্র-হস্তাক্ষরে মন্ত্রের ইংরেজি অনুবাদ এবং কে কোন্ অংশ পাঠ করবেন তার নির্দেশ। লিখিত পৃষ্ঠা : ২।

চ. এলম্‌হার্স্টের উপস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে ইংরেজি অনুবাদ। টাইপ-কপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ২।

৬. মাঘোৎসবের (১৯৩৮ ?) রবীন্দ্রনাথের ভাষণের টাইপ-কপির উপর রবীন্দ্রনাথের সংশোধন। লিখিত পৃষ্ঠা : ৪।

৭. নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালনীর বিবাহ-পদ্ধতি। মুদ্রিত পুস্তিকার জেরক্স প্রতিলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ৯।

৮. নন্দিতা ও কৃষ্ণ কৃপালনীর বিবাহ-পদ্ধতির দ্বিতীয় প্রুফ্। রবীন্দ্রনাথের হস্তাক্ষরে সংযোজনযুক্ত। লিখিত পৃষ্ঠা : ১০।

৯. কোনো আত্মীয়ার বিবাহ-পদ্ধতির রবীন্দ্রনাথ-কৃত প্রেস-কপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ৭। জীর্ণ। মাঝে ছেঁড়া।

১০. ক্ষিতিমোহন সেনের 'মধ্যযুগীয় সাধনার ধারা'র রবীন্দ্রনাথ-কৃত ভূমিকার মূল পাণ্ডুলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ২। অত্যন্ত জীর্ণ। পাঠ্যাংশের কতকাংশ ছেঁড়া।

১১. 'শেষ বর্ষণ' পুস্তিকায় রবীন্দ্রনাথের পরিচালন-নির্দেশ। জেরক্স প্রতিলিপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ১৬।

১২. ১৯২৫ খ্রিস্টাব্দে ক্ষিতিমোহন সেনকে লেখা কিরণবালা সেনের চিঠির প্রতিলিপি : ৩খানি। লিখিত পৃষ্ঠা : ১৩। কীটদষ্ট।

১৩. এলম্‌হার্স্টের শুভবিবাহের মঙ্গলভাষণের ফোটোকপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ১।

১৪. অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে শপথের [১৯৩২] ফোটোকপি। লিখিত পৃষ্ঠা : ১।

১৫. প্রাণকৃষ্ণ আচার্যকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির (খামসহ) ফোটোকপি। লিখিত পৃষ্ঠা ২।

১৬. ক. Dr. Morrisকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির ফোটোকপি। ৩খানি। তারিখ 2.8.1922, 2.10.1923, 10.10.1923। জীর্ণ।

খ. রবীন্দ্রনাথকে লেখা Dr. Morris-এর চিঠি। ১পৃষ্ঠা। তারিখ 10.2.1931

গ. Dr. Morris-এর জীবনপঞ্জী। ৪পৃষ্ঠা।

ঘ. Dr. Morris-এর আলোকচিত্র : ১টি। অল্প ক্ষতিগ্রস্ত।

প্রাপ্তির তারিখ : ১৭.৬.১৯৯৭

১. সতীশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় :

ক. সংক্ষিপ্ত পরিচিতি ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের লেখা। ২পৃষ্ঠা।

খ. ১৯৬৪ সালের সাক্ষাৎকারের অনুলিখন ও বিবিধ মন্তব্য। অনুলিখন : ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন। ২৮ পৃষ্ঠা।

গ. ১৯৬৯ সালের সাক্ষাৎকারের অনুলিখন। অনুলিখন : ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন। ৯ পৃষ্ঠা।

২. বিভূতিভূষণ মণ্ডলের লেখা 'রবীন্দ্র স্মৃতিকথা'। মূল, ৫পৃষ্ঠা।

৩. মৌলীনাথ শাস্ত্রীর স্মৃতিচারণ :

ক. আমাদের শান্তিনিকেতন। মূল, ৪ পৃষ্ঠা।

খ. আমাদের শান্তিনিকেতন : বাল্যের স্মৃতি। মূল, ১০ পৃষ্ঠা।

৪. সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের পরিচিতি ও স্মৃতিচারণ 'গুরুদেবের স্মৃতি'। তারিখ ১৬.১১.৪১। মূল ১ + ২২ পৃষ্ঠা।

৫. হিমাংশুপ্রকাশ রায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠির প্রতিলিপি। ৮খানি, ১৫পৃষ্ঠা। এই সঙ্গে আশ্রমিক সঙ্ঘের সভাপতিকে লেখা হিমাংশুপ্রকাশ রায়ের একখানি ইংরেজি পত্র, তারিখ ২০ মার্চ ১৯৬১।

৬. আভাসকুমার মিত্রের স্মৃতিচারণ। মূল, ৮পৃষ্ঠা।

৭. সত্যেন্দ্রনাথ জানার স্মৃতিচারণ 'আমাদের শান্তিনিকেতন'। মূল, ১৪পৃষ্ঠা।

৮. ক. প্রবাসীতে প্রকাশিত অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ 'শান্তিনিকেতন স্মৃতি'-র অংশবিশেষ। প্রতিলিপি, ৫পৃষ্ঠা।

খ. বিশ্বভারতী পত্রিকায় প্রকাশিত জগদানন্দ রায় সম্পর্কে অরুণপ্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়ের লেখা 'স্মৃতি : জগদানন্দ রায়'-এর প্রতিলিপি। ৮পৃষ্ঠা।

৯. 'পরিচয়' পত্রিকায় প্রকাশিত জীবনময় রায়ের লেখার অংশের (?) প্রতিলিপি। ২ পৃষ্ঠা।

১০. কামাখ্যাকান্ত রায়ের স্মৃতিচারণ 'ব্রহ্মচর্যাশ্রম'। টাইপ কপি, ২প্রস্থ। ১১ + ১২ পৃষ্ঠা।

১১. 'মাসিক বসুমতী'তে প্রকাশিত সৌরীন্দ্রমোহন মুখোপাধ্যায় -লিখিত প্রবন্ধ 'আমাদের রবীন্দ্রনাথ'-এর অংশবিশেষের প্রতিলিপি। ২পৃষ্ঠা।

১২. সত্যেন্দ্রনাথ বসু, অন্নদাকুমার দস্তিদার ও সৈয়দ মুজতবা আলি সম্বন্ধে অমিতা সেনের স্মৃতিচারণ। স্বাক্ষরিত প্রতিলিপি, ৪পৃষ্ঠা।

১৩. শম্ভু সাহার স্মৃতিচারণ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন (১৯৩৬-১৯৪১)' মূল, ৭পৃষ্ঠা।

১৪. উপেন্দ্রচন্দ্র ভদ্রের স্মৃতিচারণ :

ক. একটি দিনের স্মৃতি। ৫পৃষ্ঠা। 'যুগান্তর' সাময়িকী ৩১ আগস্ট ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

খ. আর-এক দিনের কথা। ৫পৃষ্ঠা, 'যুগান্তর' সাময়িকী, ১৯ অক্টোবর ১৯৫২ সংখ্যায় প্রকাশিত।

১৫. আশামুকুল দাসের স্মৃতিচারণ : সূচনা : 'শ্রদ্ধেয় নেপালচন্দ্র রায়...' টাইপ কপি, ৮পৃষ্ঠা।

১৬. অরুণপ্রকাশ গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ :

ক. সূচনা : 'আমি ছ বছর বয়সে....'। ৬পৃষ্ঠা।

খ. সূচনা : '১৯১৭ সাল, সেবার জাতীয়....'। ৪পৃষ্ঠা।

১৭. ক. কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে সবিতা ঠাকুরের স্মৃতিচারণ 'একটি পুরাতন দিনের স্মৃতি'। ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন -কর্তৃক অনুলিখিত। ১০পৃষ্ঠা। সঙ্গে টাইপ-কপি (৫পৃষ্ঠা)।

খ. কাদম্বরী দেবী সম্পর্কে সবিতা ঠাকুরের স্মৃতিচারণ। সূচনা : 'শান্তিনিকেতনে বৌঠান নিয়ে গেলেন....' তারিখ ২৭/৭/৬৮, ২পৃষ্ঠা।

১৮. প্ল্যানচেট সম্পর্কে বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতি। ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন -কর্তৃক অনুলিখিত। ২পৃষ্ঠা।

১৯. ক. হেমন্তকুমার সরকারের স্মৃতিচারণ 'কবি-প্রণাম'। টাইপ-কপি, ৭পৃষ্ঠা।

খ. বল্লভপুর সমবায় পল্লী-সংগঠন ও স্বাস্থ্যোন্নতি সমিতি লিঃ-কে স্বপ্রতিষ্ঠ করিবার ব্যবস্থা। হেমন্তকুমার সরকার, টাইপ-কপি, ১পৃষ্ঠা।

২০. গুজরাটি ভাষায় বিমলা পাটিলের স্মৃতিচারণ, তারিখ ২৪.১০.৬৪।

২১. রাজকুমার সেনারিক সিংহ (মণিপুরী নৃত্যশিল্পী) সম্পর্কে স্মৃতিচারণ এবং সঙ্গে ওই বিষয়ে ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের লেখা। ৫পৃষ্ঠা।

২২. 'শপথ' (১৯৬৫) পত্রে প্রকাশিত মণিকুন্তলা ভট্টাচার্যের লেখা 'ভকতপুর-সিংগারী বোলপুর (শান্তিনিকেতন)' নিবন্ধ। মুদ্রিত প্রতিলিপি, ২পৃষ্ঠা।

২৩. অমিতা ঠাকুরের লেখা প্রবন্ধ : সূচনা—'আজকাল একটা কথা.....'। মূল ৫পৃষ্ঠা।

২৪. Santiniketan Reminiscences by M. Banerjee/ মুদ্রিত পত্রী। পৃষ্ঠাসংখ্যা 7+ (ii)

২৫. আশ্রমিক সংঘের জন্মোৎসব অনুষ্ঠানে প্রদত্ত সীতা দেবীর ভাষণ 'জন্মোৎসব', প্রতিলিপি, ৬পৃষ্ঠা।

২৬. মার্গ-সংগীত ও রবীন্দ্র-সংগীত। (গবেষণা প্রবন্ধ)। দেবেন্দ্রনাথ দত্ত -রচিত। ১৯৬১। পুস্তিকা ২৭ + (১) পৃষ্ঠা, ২কপি। একটি পুস্তিকার নীচের কিয়দংশ ছেঁড়া।

২৭. অনাদিকুমার দস্তিদার সম্পর্কে পুস্তিকা। ৮+(২) পৃষ্ঠা।

২৮. 'আমার শান্তিনিকেতন আসা'। হরিদাস মিত্র -রচিত পুস্তিকা। ৬ + (১) পৃষ্ঠা।

২৯. বিদ্যুৎপ্রভা দেবীর স্মৃতিচারণ (রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে)। প্রতিলিপি, ৫ পৃষ্ঠা।

৩০. সুনয়নী দেবীর স্মৃতিচারণ (আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত রবীন্দ্র-জন্মোৎসব উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ)। প্রতিলিপি, ১৩পৃষ্ঠা।

৩১. রাণু মুখার্জীর স্মৃতিচারণ : 'ভানুসিংহ ঠাকুর : কিছু তথ্য'। রাণু মুখার্জী-সংশোধিত প্রতিলিপি ও তৎসহ অন্যের হস্তাক্ষরে আরও একপ্রস্থ প্রতিলিপি ৭ + ৭ পৃষ্ঠা।

৩২. নিরুপমা দেবীর স্মৃতিচারণ। স্বাক্ষরিত। প্রতিলিপি, ১১পৃষ্ঠা।

৩৩. ভূপেন্দ্রকিশোর রক্ষিত রায়ের স্মৃতিচারণ 'ঢাকায় রবীন্দ্রসান্নিধ্যে'। হাতের লেখা

প্রতিলিপি ১প্রস্থ ও টাইপ করা প্রতিলিপি ২প্রস্থ। ৫ + ৫+ ৫পৃষ্ঠা।

৩৪. মমতা দে-র স্মৃতিচারণ। হাতের লেখা ১প্রস্থ ও টাইপ-কপি ২প্রস্থ ৫+ ৫+ ৫পৃষ্ঠা।

৩৫. শঙ্কর সেনের স্মৃতিচারণ 'গুরুদেবের সংস্পর্শে কয়েকটি দিন', মূল ১১পৃষ্ঠা। সঙ্গে ১ প্রস্থ টাইপ-কপি (১৫পৃষ্ঠা)।

৩৬. কাত্যায়নী রায়ের স্মৃতিচারণ :

ক. 'দেশ সাহিত্য -সংখ্যার পত্রিকায়...'। হাতের লেখা ১প্রস্থ ও টাইপ-কপি ২প্রস্থ। ৭+ ৭+৭ পৃষ্ঠা।

খ. 'শিশু জীবনের চিত্র....'। হাতের লেখা ১প্রস্থ ও টাইপ কপি ১প্রস্থ। ৯ + ৮পৃষ্ঠা।

৩৭. তারকনাথ লাহিড়ীর স্মৃতিচারণ 'ঝাপ্‌সা স্মৃতির পুরোনো খাতা'। টাইপ-কপি ১৯পৃষ্ঠা। সঙ্গে ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের হস্তাক্ষরে লেখা আর এক দফা : '১৯১৯ সালের গ্রীষ্মের....'। ৪পৃষ্ঠা।

৩৮. সুহৃৎকুমার মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ 'গুরুদেবের স্মৃতি'। টাইপ-কপি ১৫পৃষ্ঠা।

৩৯. নরেন্দ্র দেবের স্মৃতিচারণ 'একটি সন্ধ্যা'। হাতে লেখা প্রেস কপি, ৯পৃষ্ঠা। সঙ্গে ২প্রস্থ টাইপ-কপি, ৬+ ৬পৃষ্ঠা।

৪০. হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ। প্রতিলিপি, ১৩পৃষ্ঠা।

৪১. সন্তোষকুমার মিত্রের স্মৃতিচারণ। ৩৪+১২পৃষ্ঠা। একটি খাতা ও দুটি পৃথক কাগজে।

৪২. রথীন্দ্রনাথকে লেখা গৌরগোপাল ঘোষের চিঠি। টাইপ-কপি, ৪ পৃষ্ঠা।

৪৩. ক. তপস্বীকুমার বসুর স্মৃতিচারণ। ৬পৃষ্ঠা।

খ. সমীরময় ঘোষের "শান্তিনিকেতনের ধ্বনি"। ২পৃষ্ঠা।

৪৪. ক. অসিতকুমার হালদারের স্মৃতিচারণ "স্মৃতিতে রবীন্দ্রনাথ"। টাইপ-কপি। ১৯পৃষ্ঠা।

খ. ঐ । একটি হাতে লেখা প্রতিলিপি। ২৩পৃষ্ঠা, জীর্ণ।

৪৫. ক. Rabindranath Tagore, The Man : A Memory of Him by J. J. Vakil, টাইপ কপি, ৮পৃষ্টা।

খ. 'বঙ্গের গগনে তুমি...' (একটি কবিতা)। ১পৃষ্ঠা।

৪৬. তারকনাথ লাহিড়ীর স্মৃতিচারণ : "ঝাপসা স্মৃতির পুরোনো পাতা।" ২৪পৃষ্ঠা। সঙ্গে একপ্রস্থ টাইপ কপি। ১৮পৃষ্ঠা, জীর্ণ।

৪৭. মণীন্দ্রভূষণ গুপ্তের স্মৃতিচারণ : "শান্তিনিকেতনের স্মৃতি"। ২৪পৃষ্ঠা, জীর্ণ।

৪৮. [রেখা গুপ্ত]'র স্মৃতিচারণ—'যেদিন কথায় কথায়....'। ৯পৃষ্ঠা। সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দুটি কবিতার প্রতিলিপি। ২পৃষ্ঠা।

৪৯. ক. জ্যোৎস্নানন্দ সেনের স্মৃতিচারণ 'স্বাস্থ্য ও চিকিৎসা প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ'। ৩৯ পৃষ্ঠা।

খ. ঐ প্রেসকপি। টাইপ ও হাতে লেখা, ৩৫ পৃষ্ঠা।

৫০. 'ডাকঘরের কথা' : আশামুকুল দাস। ১৩ পৃষ্ঠা, সঙ্গে একপ্রস্থ টাইপ কপি। ৮ পৃষ্ঠা।

৫১. হেমলতা গুপ্তর স্মৃতিচারণ। প্রতিলিপি ১৮-১-৮৫। ২ পৃষ্ঠা, অসম্পূর্ণ।

৫২. মেনকা ঠাকুরের আত্মপরিচয়। ৪ পৃষ্ঠা।

৫৩. How I came to Santiniketan or My Reminiscences by V. R. Chitra. Typed Copy. 11+2 pages.

৫৪. Our Homage to Gurudev Rabindranath Tagore by Kalidas Dev Sharma 9.1.61. 6 pages.

৫৫. ক. Vigil (Rabindra Centenary Issue) Vol. XII, Nos 16 & 17, May 6 & 13, 1961. Printed Magazine. 32 pages.

খ. A Gentleman from our village. 3 pages.

৫৬. দুর্গেশ সেনের স্মৃতিচারণ। ৬ জানুয়ারি ১৯৭৩। প্রতিলিপি, ২ পৃষ্ঠা।

৫৭. যদুকিশোর চক্রবর্তীর স্মৃতিচারণ। ১৮ ফেব্রুয়ারি ১৯৭৩। প্রতিলিপি ২ পৃষ্ঠা।

৫৮. শ্রদ্ধেয়া শ্রী হৈমলতা ঠাকুরকে শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ কর্তৃক সশ্রদ্ধ অর্ঘ্যদান উপলক্ষে আচার্যার অভিভাষণ। পুরী, ২৯শে মাঘ, ১৩৭২। মুদ্রিত পুস্তিকা। ১৬ পৃষ্ঠা।

৫৯. 'রবীন্দ্রভারতী পত্রিকা'য় প্রকাশিত হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণ, ৬ পৃষ্ঠা।

৬০. ক. হেমলতা দেবীর স্মৃতিচারণ ৫.১১.৬৩ + ৬.১১.৬৩। প্রতিলিপি। ২৬ পৃষ্ঠা।

খ. ঐ। ৩০.১০.৬৪ - ৩.১১.৬৪। প্রতিলিপি, ১৫ পৃষ্ঠা।

গ. ঐ। ২১. ১০. ৬৫ - ২২.১০.৬৫ প্রতিলিপি, ৫ পৃষ্ঠা। সঙ্গে অপর একটি প্রতিলিপি, ১০ পৃষ্ঠা।

৬১. 'বাবামহাশয়' : হেমলতা দেবী। ৯ পৃষ্ঠা। ভারতী ১৩৩২ সংখ্যায় প্রকাশিত (পৃ. ৩২৫-২৯)।

৬২. ক. যতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের স্মৃতিচারণ 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' প্রতিলিপি, ৬৫ পৃষ্ঠা। সঙ্গে অপর এক প্রস্থ প্রতিলিপি, ৭০ পৃষ্ঠা।

খ. 'শিলঙ-এর ছাত্র দুটি'। হাতে-লেখা খসড়া, ৩ পৃষ্ঠা।

৬৩. সতীশচন্দ্র রায় : 'Morbid কাহাকে বলে না...'/প্রতিলিপি, ৫ পৃষ্ঠা। সঙ্গে অপর একটি প্রতিলিপি। ৭ পৃষ্ঠা।

৬৪. রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ : ভূপেন্দ্রনাথ সান্যাল। প্রতিলিপি, ৪১ পৃষ্ঠা। সঙ্গে অপর একটি প্রতিলিপি, ৩৬ পৃষ্ঠা।

৬৫. 'রবীন্দ্রনাথ ও তাঁহার আশ্রম' : ক্ষিতিমোহন সেন। প্রতিলিপি, ১৯ পৃষ্ঠা।

৬৬. 'রবীন্দ্রনাথের আশ্রয়' : বিধুশেখর শাস্ত্রী। প্রতিলিপি, ১৩ পৃষ্ঠা।

৬৭. অজিতকুমার চক্রবর্তী, 'তৃতীয় বৎসরে শ্রীসতীশচন্দ্র'। প্রতিলিপি, ৩পৃষ্ঠা।

৬৮. 'স্মৃতি' : জগদানন্দ বায়। প্রতিলিপি, ১৪ পৃষ্ঠা।

৬৯. শ্রীযুক্ত অঘোরনাথ চট্টোপাধ্যায়ের বিবৃতি : ১১.৮.৩২। প্রতিলিপি ২৩ পৃষ্ঠা। Hindusthan Register খাতার মাঝখান থেকে লেখা।

৭০. 'কবি-কথা', পূর্ণেন্দুকুমার বসু সংকলিত পুস্তক। ৬৭ পৃষ্ঠা।

৭১. 'প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ' : শ্রাদ্ধ উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা। ৩৬ পৃষ্ঠা।

৭২. 'দৈনিক বসুমতী' (বুধবার ১২ মে ১৯৭৬)তে প্রকাশিত প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-এর প্রবন্ধ : 'বিশ্বভারতীর জন্য যেদিন রবীন্দ্রনাথ তাঁর সর্বস্ব দান করলেন'।

৭৩. 'পর্যটন বিদ্যালয়' : 'গুরুপল্লীর মাঠে...'। ভাষণের প্রতিলিপি, ৩ পৃষ্ঠা।

৭৪. ক. রবীন্দ্রনাথকে লেখা প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের পত্রের প্রতিলিপি : 'আপনার চিঠি

আজ পেয়েছি...'। ২১ নভেম্বর ১৯১৯। ৫ পৃষ্ঠা।

খ. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের পত্রের প্রতিলিপি :

১. 'তুমি বলেচ, আমার'। ১৩ মাঘ ১৩২৮। ৩ পৃষ্ঠা।

২. 'সর্ব্বমানবের ইতিহাসের'। ১৩ মাঘ ১৩২৮। ৩ পৃষ্ঠা। সঙ্গে আরও একপ্রস্থ প্রতিলিপি (৩ পৃ.)।

৩. 'আমার মনে বিশ্বভারতীর...'। ১৩ মাঘ ১৩২৮। ৪ পৃষ্ঠা।

৪. 'এই আনন্দকে রূপদান করার'। ২০ ফাল্গুন ১৩২৮। ১ পৃষ্ঠা।

৫. 'তোমার লেখাটি আমার'। ১৭ নভেম্বর ১৯৩১। ২ পৃষ্ঠা।

৬. 'বিদ্যালয়ের দায়িত্ব...'। ২১ ভাদ্র ১৩৩৫। ১ পৃষ্ঠা।

গ. তারাপুরওয়ালাকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি ইংরেজি চিঠির প্রতিলিপি :

'It is needless to say...'. 22 Sept. 1918. ৩ পৃষ্ঠা।

৭৫. ক. [প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ]-এর ভাষণের অনুলেখন : 'আমি দুই একটা কথা....' ৩ পৃষ্ঠা।

খ. রানী মহলানবিশের চিঠির শেষাংশ : '...চেয়েও জোরালো গম্ভীর গলা'। ১ পৃষ্ঠা।

গ. প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দিনলিপির প্রতিলিপি। ২২ ডিসেম্বর ১৯২২-১ জানুয়ারি ১৯২৩। ৭ পৃষ্ঠা।

৭৬. 'গুরুদেবের শিক্ষাচিন্তা' (দুই প্রস্থ) একটি মনোরঞ্জন গুহের লেখা, অপরটি অনুলেখন [ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেন] ৮+৬ পৃষ্ঠা।

৭৭. 'লোকশিক্ষা'। শ্রীঅমলেন্দু সরকার। ৬ পৃষ্ঠা।

৭৮. শুভব্রত রায়ের স্মৃতিচারণ। 'একদিন দুপুরবেলা...'। ৬ পৃষ্ঠা।

৭৯. ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের লেখা দুটি খাতা। ৭+৩৬ পৃষ্ঠা।

৮০. 'শ্রীহেমন্তবালা দেবী : চক্রতীর্থ'। ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের অনুলিখন, ২৯.১০.৬৪-৩.১১.৬৪। ৩২ পৃষ্ঠা।

৮১. 'শ্রীহেমন্তবালা দেবী : চক্রতীর্থ'। ক্ষেমেন্দ্রমোহন সেনের অনুলিখন, ২২.১০.৬৫। ২ পৃষ্ঠা।

ক্ষমা ঘোষ সংগ্রহ। ১৫ জুন ১৯৯৭ তারিখে প্রাপ্ত

১. ক্ষমা ঘোষ ও জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষকে লেখা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর মূলপত্র। 'জন্মদিনে যথাসময়ে তোমার' তারিখ ৩০.১২.৫৮ পোস্টকার্ড।

২. ক্ষমা ঘোষকে লেখা ইন্দিরা দেবীচৌধুরানীর মূলপত্র। 'আজ সকালে শৈবাবু' ৪ পৃষ্ঠা। তারিখ ১৩.৮.৫৯

৩. বিনায়ক মাসোজির মূল পত্র, জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষকে লেখা।

ক. 'I am very happy.../Gopalnagar, Nagpur তারিখ 17.12.62। ২ পৃষ্ঠা, খাম সহ।

খ. 'You must have...'/ Jabalpur। তারিখ 15.3.1968। ২ পৃষ্ঠা।

গ. 'This is Just....'/ Gopalnagar, Nagpur। তারিখ 30.4.68. ২ পৃষ্ঠা।

পরিগ্রহণ সংখ্যা/তারিখ

ঘ. 'Thank you very....' । Gopalnagar, Nagpur । তারিখ 25.8.69 । ২ পৃষ্ঠা ।
ঙ. '14th March was...' । Gopalnagar, Nagpur । তারিখ 31.3.71 ২ পৃষ্ঠা ।
সংবাদপত্র কর্তিকা, ক্ষমা ঘোষ জ্যোৎস্নাকুমার ঘোষকে পাঠানো Greetings card ।
চ. 'Your doctor uncle...' Nagpur । তারিখ 9.4.73 পোস্ট কার্ড, ২ পৃষ্ঠা ।

৪. শৈলজারঞ্জন মজুমদারের 'যাত্রাপথের আনন্দগান' গ্রন্থ প্রকাশের পর একটি অভিমত সম্পর্কে তাঁর ছাত্রছাত্রীদের বক্তব্য । টাইপ কপি । তারিখ : ৪ মার্চ ১৯৯২, ১২ পৃষ্ঠা

৫. 'রবিবাসরীয় যুগধর্ম' (২০ জুলাই ১৯৬৬) হিন্দি পত্রে প্রকাশিত বিনায়ক মাসোজির নিবন্ধ 'কৈলাস-মানসরোবর' । মুদ্রিত প্রতিলিপি, ২ পৃষ্ঠা । অসম্পূর্ণ ।

৬. বিনায়ক মাসোজি-অঙ্কিত ছবির মুদ্রিত প্রতিলিপি : ৬ খানি ।

ক্ষমা ঘোষ-উপহৃত মূল চিত্র
বিনায়ক মাসোজি -অঙ্কিত ছয় খানি চিত্র 97.3820.18 - 97.3825.18

সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় -উপহৃত

১. প্রাচীন শান্তিনিকেতন, গুরুপল্লীর বাসভবনের তিনখানি মূল চিত্র : সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় -অঙ্কিত । 97.3829.18 - 97.3831.18

২. নয়খানি স্কেচ সংবলিত একটি খাতা । সুপ্রিয় মুখোপাধ্যায় -অঙ্কিত । 97.3832.18

৩. পুরোনো শান্তিনিকেতনের Index Map । সুমন্ত্র মুখোপাধ্যায় -অঙ্কিত 97.3833.18

অনাথনাথ দাস -উপহৃত

১. ধীরেনকৃষ্ণ দেববর্মা-অঙ্কিত প্রাচীন শান্তিনিকেতন-আশ্রমের বাড়িঘরের একটি মানচিত্র । 97.3828.18

২. 'বীথিকা'গৃহের একটি স্কেচ । 97.3827.18

শঙ্কর রায়চৌধুরী (ভারতবর্ষের সেনাধ্যক্ষ) -উপহৃত
স্মারকপদক 97.3826.19

টাই : রবীন্দ্রনাথ ও শেক্সপিয়রের মুদ্রিত স্বাক্ষরযুক্ত । Statford upon Avon Octocentenary উপলক্ষে লন্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশন কর্তৃক উপহৃত ।
বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত ।

পরিগ্রহণ সংখ্যা

ধাতুনির্মিত একটি Wind Bell Prof. Kambayashi -উপহৃত বিশ্বভারতীর উপাচার্য মহাশয়ের মধ্যস্থতায় প্রাপ্ত। 97.3796.8

সংগৃহীত আলোকচিত্রের সংক্ষিপ্ত তালিকা

১. সাতেরো তাবুচি -উপহৃত। শান্তিনিকেতন ও প্রতিবেশ 11153-11218
২. মাটির কেম্পচেন -উপহৃত। অধ্যাপক অ্যালেক্স্ আরেনসন 11219
৩. সমীরণ নন্দী -উপহৃত। শান্তিনিকেতন মন্দির ও ছাতিমতলা 11222-11223
৪. কাজুও আজুমা -উপহৃত। জাপানে থাকাকালীন রবীন্দ্রনাথের কিছু আলোকচিত্র 11230-11259
৫. চিত্তব্রত পালিত -উপহৃত। সুভাষচন্দ্র বসু 11260-11319
৬. ক্ষমা ঘোষ -উপহৃত 11320-11337

অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, ইন্দিরা দেবীচৌধুরানী, বিনায়ক রাও মাসোজি, বিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিবৃন্দের আলোকচিত্র। এ-ছাড়া প্রাসঙ্গিক আরো আলোকচিত্র।

৭. শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সংঘ সংগ্রহভুক্ত বহু আলোকচিত্র সম্প্রতি রবীন্দ্রভবন সংগ্রহশালায় উপহারস্বরূপ প্রদত্ত হয়েছে। বর্তমানে সেগুলির তালিকা প্রস্তুয়মান, ভবিষ্যতে 'রবীন্দ্রবীক্ষা'য় প্রকাশিত হবে।

রবীন্দ্রভবন গ্রন্থাগারে উপহৃত গ্রন্থাদি

পশুপতি শাসমল -উপহৃত
১. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ)। জেরক্স কপি
২. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)। জেরক্স কপি
৩. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী (তৃতীয় ভাগ)। জেরক্স কপি
৪. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী (চতুর্থ ভাগ)। জেরক্স কপি
৫. শ্রীমতী স্বর্ণকুমারী গ্রন্থাবলী (পঞ্চম ভাগ)। জেরক্স কপি

শুভ্রা ঠাকুর-সুপ্রিয় ঠাকুর -উপহৃত
১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'শান্তিনিকেতন' (পাঁচটি বাঁধানো খণ্ড)। প্রমথ চৌধুরী -ব্যবহৃত।
২. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (প্রথম ভাগ) 'অন্নদামঙ্গল'। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-প্রকাশিত (১৩৪৯)। প্রমথ চৌধুরী -ব্যবহৃত।

৩. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী (দ্বিতীয় ভাগ)। ১৩৫০। প্রমথ চৌধুরী -ব্যবহৃত।

৪. ভারতচন্দ্রের গ্রন্থাবলী : পরিশিষ্ট। গোপাল উড়ের পাঁচ শত টপ্পাগান। বসুমতী সাহিত্য মন্দির-প্রকাশিত (চতুর্দশ সং)। প্রমথ চৌধুরী -ব্যবহৃত।

৫. মধুসূদন দত্তের গ্রন্থাবলী (কাব্য ও নাটক)।

৬. একেই কি বলে সভ্যতা, বুড় শালিকের ঘাড়ে রোঁ, পদ্মাবতী নাটক। একত্রে বাঁধানো (১৩৫৫ মুদ্রণ)।

৭. দিনেন্দ্র -রচনাবলী (১৩৪৩)।

৮. শচীন্দ্রনাথ অধিকারী, 'পল্লীর মানুষ রবীন্দ্রনাথ' (১৩৫২)

৯. বৈষ্ণব পদাবলী (১৯৫২)।

১০. Kissory Chand Mitra, *Memoir of Dwarkanath Tagore* (Revised and enlarged edition 1870)

অনাথনাথ দাস -উপহৃত

১. উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরী, 'ছেলেদের রামায়ণ', প্রথম সংস্করণ (১৮১৯)। গ্রন্থকার-কর্তৃক অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে উপহৃত।

ক্ষমা ঘোষ -উপহৃত

গ্রন্থ, পুস্তিকা, অনুষ্ঠান অভিনয়পত্রী ইত্যাদির সংক্ষিপ্ত তালিকা।

১. Ashamukul Das (Dr.), 'At Gurudev's Santiniketan' লেখক-কর্তৃক স্বাক্ষরিত।

২. 'প্রসাদ'। সম্পাদক : শান্তিনিকেতন আশ্রমিক সঙ্ঘ।

৩. 'তনয়েন্দ্রনাথ ঘোষ'। শান্তিনিকেতন পুস্তক প্রকাশ সমিতি -প্রকাশিত।

৪. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'চয়নিকা' (১৩৩৪)।

৫. রবীন্দ্রনাথ, 'নটীর পূজা' (১৩৩৮)।

৬. সাধনা কর, 'শান্তিনিকেতনের অপ্রকাশিত অধ্যায়'।

৭. 'সংগীত গীতাঞ্জলি', ১৯২৭। Musical Notation in Hindi Characters by Pandit Bhimarao Sastri.

৮. Abdul Ghaffar Khan at Santiniketan : 1934

৯. Special Convocation for Conferment of the Honorary Degree of Desikottama on Mrs. Anna Eleanor Roosevelt. Santiniketan, March 22, 1952.

১০. World Pacifist Meetings Reception to delegates. Programme, Santiniketan, Dec 1, 1949.

১১. Santiniketan Asramik Sangha 1911-1951

১২. Visva-Bharati Alumni Association. Name and addresses of Members, 1958.

১৩. রবীন্দ্রসংগীতাচার্য শ্রীশৈলজারঞ্জন মজুমদার/প্রাক্তনী সুরঙ্গমা -আয়োজিত সম্বর্ধনা। রবীন্দ্রসদন, ১৭ মার্চ ১৯৭৪

১৪. সুরঙ্গমা-নিবেদিত রবীন্দ্রনাথের 'নবীন' নৃত্য-গীতাভিনয়। পরিচালনা : অধ্যক্ষ শৈলজারঞ্জন মজুমদার। স্থান : রক্সি প্রেক্ষাগৃহ।

১৫. সুরঙ্গমা-নিবেদিত 'নটীর পূজা'। রবীন্দ্রসদন প্রেক্ষাগৃহ, কলকাতা, ২ নভেম্বর ১৯৭১।

রবীন্দ্রবীক্ষা

সংকলন ১-৩০। সংক্ষিপ্ত বিষয়সূচি

সংকলন

১. 'শিল্পী' কবিতার পাঠ-বিবর্তন, ঠাকুরবাড়ির 'পারিবারিক স্মৃতিলিপি পুস্তক'।

২. 'অরূপরতনে'র সম্পূর্ণ রূপান্তর ও প্রেসকপির সংরক্ষিত অংশ— আনুপূর্বক মুদ্রিত।

৩. শিশুদের অভিনয়োপযোগী ইংরেজিতে রচিত নাটিকা King and Rebel ও তৎসম্পর্কিত তথ্য। 'পুনশ্চ'-ধৃত "বালক" কবিতার গদ্যে প্রথম 'খসড়া'। 'বঙ্কিম প্রসঙ্গ' : রাজা-অরূপরতনের গানের তালিকা।

৪. 'বলাকা'য় ছন্দোবিবর্তন, 'তাসের দেশ' পাণ্ডুলিপির বহিরঙ্গ বিবরণ। বঙ্কিমচন্দ্র প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ, ইত্যাদি।

৫. 'যোগাযোগ' উপন্যাসের নাট্যরূপ। নাট্যরূপ প্রসঙ্গ ও পাণ্ডুলিপি-বিবরণ।

৬. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত উপন্যাস : 'ললাটের লিখন'। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি কোষ' : পাণ্ডুলিপি-ধৃত রবীন্দ্র-রচনার শিরোনাম, প্রথম ছত্র প্রভৃতির বর্ণানুক্রমিক অখণ্ড সূচি।

৭. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত রচনা : বাংলা কবিতার রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি রূপান্তর। দীনেশচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

৮. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা "পলায়নী"র প্রাথমিক খসড়া। দর্শনমূলক প্রবন্ধ "ব্যক্তিস্বরূপ ও বিশুদ্ধসত্তা"। 'মালতীপুঁথি পর্যালোচনা'। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

৯. রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত কবিতা "দুর্বল"। 'মুকুট' নাটকের অপ্রকাশিত ইংরেজি অনুবাদ 'The Crown'। রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত চিঠিপত্র। অপ্রকাশিত রবীন্দ্র-চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১০. রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। অক্ষয়চন্দ্র সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের আটখানি চিঠি। কবীরের দোঁহার ইংরেজি রূপান্তর। দুটি চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১১. রবীন্দ্রনাথের একটি কবিতার প্রাথমিক খসড়া। অচ্যুতচন্দ্র সরকারকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। পদাবলী, বাউল ও প্রাচীন হিন্দি গানের ইংরেজি রূপান্তর। দুটি চিত্রলিপি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১২. অক্ষয়কুমার মিত্রকে লেখা রবীন্দ্রনাথের বারোখানি চিঠি এবং রবীন্দ্রনাথকে লেখা অক্ষয়কুমারের একখানি চিঠি। সুন্দর : নাট্যগীতি। *Sohrab and Rustum* : Prose-rendering & Exercise : Rabindranath। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৩. 'জীবনস্মৃতি' প্রথম পাণ্ডুলিপি : রচনা প্রসঙ্গ এবং রবীন্দ্রনাথ-অঙ্কিত চিত্র ও পাণ্ডুলিপিচিত্রসহ।

১৪. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি থেকে ৮২টি টুকরো কবিতার সংকলন।

গগনেন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লিখিত পনেরো খানি এবং অতুলপ্রসাদ সেনকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের তিনখানি চিঠি। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৫. সরলা রায়কে (মিসেস পি. কে. রায়) লিখিত রবীন্দ্রনাথের সাতখানি চিঠি। 'গার্হস্থ্য নাট্য সমিতি'র খসড়া। 'সংস্কৃত প্রবেশ : সংস্কৃত পাঠ্য রচনাদর্শের খসড়া। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৬. রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের প্রথম খসড়া। পরবর্তী পাঠপরিবর্তন সহ বিভিন্ন পাণ্ডুলিপি -পর্যালোচনা, পাঠ-পরিচয় ও প্রাসঙ্গিক তথ্যপঞ্জী সংকলন।

১৭. অরুণচন্দ্র সেনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। রবীন্দ্রগ্রন্থে ধৃত বাংলা কবিতার ইংরেজি রূপান্তর। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৮. আশালতা দেবী, অমিতা সেন (খুকু) এবং প্রফুল্ল মহলানবীশকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। রবীন্দ্রনাথকে লেখা আশালতা দেবী ও অমিতা সেনের চিঠি। Rabindranath Tagore: Short [Autograph] Poems। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

১৯. রবীন্দ্রভবনে সংরক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের দ্বিতীয় খসড়া ও এই নাটকের দশটি খসড়ার পৌবাপর্যের উল্লেখসহ রচনা প্রসঙ্গ।

২০. আশুতোষ চৌধুরীকে লিখিত রবীন্দ্রনাথের এবং রবীন্দ্রনাথকে লিখিত আশুতোষ চৌধুরীর পত্রাবলী। "সাহিত্যতত্ত্ব" : প্রাথমিক খসড়া। 'রবীন্দ্র-পাণ্ডুলিপি-কোষ'। রবীন্দ্ররচনা সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২১. অভয়কুমার সরকার, বাংলা সরকারের সচিব এবং সর্বেপল্লী রাধাকৃষ্ণনকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠিপত্র। 'গৃহপ্রবেশ' নাটকের প্রাথমিক খসড়া। রবীন্দ্রগ্রন্থে-ধৃত বাংলা কবিতার ইংরেজি রূপান্তর। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক। 'রবীন্দ্র -পাণ্ডুলিপি-কোষ'।

২২. রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'রক্তকরবী' নাটকের তৃতীয় খসড়া।

২৩. শ্রীনিকেতনের বার্ষিক উৎসবে রবীন্দ্রনাথের ভাষণ (মূল বাংলা ও ইংরেজি রূপান্তর)। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৪. 'রাজা' নাটকের ইংরেজি রূপান্তর : The King of the Dark Chamber। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৫. 'রাজা ও রানী' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ King and the Queen এবং 'বিসর্জন' নাটকের ইংরেজি অনুবাদ Sacrifice–ইংরেজি গ্রন্থের আদর্শে বাংলা গ্রন্থের পুনর্বিন্যাস। সংকলন সম্পাদনা, যথাক্রমে কানাই সামন্ত, ক্ষিতীশ রায়।

২৬. মহাত্মা গান্ধীকে রবীন্দ্রনাথের ছাব্বিশটি ইংরেজিতে লেখা চিঠি ও এগারোটি টেলিগ্রাম। রবীন্দ্ররচনা-সূচী : পাণ্ডুলিপির পৃষ্ঠানুক্রমিক।

২৭. প্রিয়ম্বদা দেবীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের নয়খানি চিঠি। 'শারদোৎসব' নাটকের রবীন্দ্রনাথ-কৃত ইংরেজি অনুবাদ The Autumn-Festival। চিঠি থেকে কবিতা : কালিদাস নাগকে লেখা রবীন্দ্রনাথের একটি চিঠির কাব্যরূপ (পত্রপুট কাব্যগ্রন্থের ২ সংখ্যক কবিতা)। রবীন্দ্রভবনে রক্ষিত 'নটীর পূজা' চলচ্চিত্ররূপের ইতিবৃত্ত। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।

২৮. রবীন্দ্রনাথের একটি অসংকলিত কবিতা। সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তকে লেখা রবীন্দ্রনাথের

উনিশখানি চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা Robert Bridges-এর ছয়খানি চিঠি। প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশের দিনলিপি (৩০ জানুয়ারি ১৯৩২-১১ ডিসেম্বর ১৯৩২)। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।

২৯. শ্রীমতী নন্দিনীর বিবাহ উপলক্ষে রবীন্দ্রনাথ-রচিত বাংলা ও ইংরেজি কবিতা। রবীন্দ্রনাথ-কৃত অনুবাদ : মধুসূদন দত্তের রচনা থেকে। সত্যপ্রসাদ গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের এগারোখানি চিঠি ও রবীন্দ্রনাথকে লেখা সত্যপ্রসাদের একটি চিঠি। রবীন্দ্রনাথকে লেখা Ezra Pound-এর পাঁচখানি চিঠি। প্যারিসে রবীন্দ্র-চিত্রপ্রদর্শনী/ পত্রাকারে দিনপঞ্জী : রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরকে লেখা William Ariam-এর ছয়খানি চিঠি ও André Karpeles-এর একটি চিঠি। সাময়িকপত্রে প্রকাশিত রবীন্দ্ররচনা : কালানুক্রমিক সূচি।

৩০. রবীন্দ্রনাথের একটি অপ্রকাশিত কবিতা। ত্রিষ্টুপ মুখোপাধ্যায়কে লেখা রবীন্দ্রনাথের দুখানি চিঠি। সুরেন্দ্রনাথ করকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চারখানি চিঠি ও সুরেন্দ্রনাথ করের একখানি চিঠি। রবীন্দ্রনাথের ভাষণ : বিদ্যালয়ের ছাত্রদের দ্বারা অনুলিখিত। ডায়ারি (১৯০৪-১৯০৯) : রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

বিশ্বভারতী পঞ্চসপ্ততি বর্ষ সূচনা উপলক্ষে প্রকাশিত 'বিশেষ সংখ্যা'। প্রকাশ, ডিসেম্বর ১৯৯৫। ঋণশোধ (রবীন্দ্রনাথ-কৃত স্টেজ-কপি), রবীন্দ্রনাথকে লেখা ব্রজেন্দ্রনাথ শীলের পত্র, সিলভ্যাঁ লেভি-রবীন্দ্রনাথ : পত্র-বিনিময়। রবীন্দ্রনাথকে লেখা ক্ষিতিমোহন সেনের চিঠিপত্র।

'রবীন্দ্রবীক্ষা'র প্রথম থেকে ষষ্ঠ ও পঞ্চবিংশতি সংকলন ছাড়া সকল সংখ্যাই পাওয়া যায়। ১৩৮৩ থেকে প্রকাশিত ষাণ্মাসিক এই সংকলনটির সম্পাদনা করেছেন :

১-২	কানাই সামন্ত
৩-৪	কানাই সামন্ত, সহকারী : জগদিন্দ্র ভৌমিক
৫	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, জগদিন্দ্র ভৌমিক
৬	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, মানসী দাশগুপ্ত
৭-১৬	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, সহযোগী : চিত্তরঞ্জন দেব
১৭-২১	শোভনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, চিত্তরঞ্জন দেব
২২-২৪	চিত্তরঞ্জন দেব
২৫-২৬	সতীন্দ্র ভৌমিক

প্রথম সংকলন (শ্রাবণ ১৩৮৩) থেকে ষড়্‌বিংশতি সংকলন (৭ই পৌষ ১৩৯৮) প্রচ্ছদের অক্ষরলিপি শ্রীসুবিমল লাহিড়ী -কৃত।

RABINDRA-VIKSHA : Vol. 31

রবীন্দ্রচর্চাপ্রকল্পের ষাণ্মাসিক সংকলন

রবীন্দ্রভবন : শান্তিনিকেতন

মূল্য : তিরিশ টাকা